শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ জীউ
শ্রীচরণ ভরসা ॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত নামক গ্রন্থঃ ॥

শ্রীমন্মহানু ভাবক শ্রীবিল্বমঙ্গল গোস্বামী
কৃত শ্লোক ছন্দে বিরচিত
তস্য টীকাকার
শ্রীযুত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
তস্য ভাষা
শ্রীযুত যদুনন্দন দাস কর্তৃক
বিরচিত হইল ॥
ইদানীং

শ্রীবিশ্বম্ভরলাহা

কলিকাতা কবিতা রত্নাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত
হইল.
এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবেক শোভাবাজারের
বটতলার দক্ষিণাংশে তত্ত্বকার্য্যালে
পাইবেন ॥
ইতি সন ১২৬ সাল, তারিখ ১৩ জ্যৈষ্ঠ ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং
নমঃ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত নামক গ্রন্থঃ॥

কৃপাসুধা সরিদ্‌যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদাভাতি তং শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে॥১॥

বন্দো গুরু পাদপদ্ম নখাগ্র অঞ্চলে। যাতে হইতে বিঘ্ন নাশ সর্ব্বাভীষ্ট মিলে॥ কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ অতি মনোহর যাহা আস্বাদিলা প্রভু শচীর ঈশ্বর॥ রায় রামানন্দ সনে শ্রীবিদ্যানগরে। আস্বাদিলা কর্ণামৃত অর্থ সুদুষ্করে॥ শ্রীলীলাশুকের বাণী সমুদ্র গম্ভীর। সমস্ত জানিতে নারে ভাবজ্ঞ সুধীর॥ আদ্য অন্তে কৃষ্ণকেলি মাধুর্য্যেরময়। কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য রস অতি রসময়॥ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই ভাবে মগ্ন হৈয়া। টীকা লিখিয়াছেন অতি সুন্দর করিয়া॥ অতি ক্ষুদ্র আমি তার অর্থ কিবা জানি। তাহাই লিখিয়ে সাধুমুখে যাহা শুনি॥ ঠাকুর বৈষ্ণব পায়ে প্রণতি আমার। কলিযুগে উদ্ধারিলা বহু দুরাচার॥ তোমার চরণে যেন নহে অপরাধ। নিজ গুণে এহ মোরে করিবা প্রসাদ॥ ভাবমগ্ন লীলাশুক দুই রূপে স্থিতি। অন্তর্দশা বাহ্যদশা হয় শ্লোক প্রতি॥ বাহ্য দশার অর্থ আমি না লিখিব হেথা। যথা মতি লেখমাত্রি অন্তর্দশার কথা॥ এই লীলাশুকের বাণী শুন

সাবধানে। যাতে ভাব জানা যায় কৃষ্ণের ভজনে॥ দাক্ষিণাত্য দেশে আছে কৃষ্ণবেষা নদী। যাহার পশ্চিম পারে তাহার বসতি ॥ শ্রীবিল্বমঙ্গল নাম ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। কবীন্দ্র অবধি সর্ব্ব লোকেতে বিদিত ॥ পূর্ব্ব দুর্ব্বাসনা তারে কৈল আকর্ষণ। কন্দর্প চেষ্টাতে মগ্ন হৈল তার মন সেই নদীর পূর্ব্ব দিগে বেশ্যার বসতি। চিন্তামণি তার নাম সুন্দরী যুবতী ॥ বড়ই আসক্তি তার সেই বেশ্যা সনে। সদা সেই চেষ্টা বিনে আন নাহি জানে॥ একদিনে বর্ষা কালে রাত্রি ঘোরতর। মেঘগর্জ্জ বৃষ্টিধারা পড়ে নিরন্তর ॥ তাতে কামচেষ্টা অতি হইল অন্তরে। সে চেষ্টাতে অন্ধ হৈলা কিছু নাহি স্ফুরে॥ নদীপারে যাইতে বিঘ্ন শঙ্কা নাহি গণে। নিজঘর হইতে যান সেই বেশ্যা স্থানে॥ নৌকা নাহি নদীপার হইতে না পারে। মৃতক ধরিয়া গেলা সেই নদীপারে॥ বেশ্যা দ্বারে গেলা কপাট খিল লাগে তায়। প্রবেশিতে নারে তাতে মহা চেষ্টা পায় ॥ প্রাচীরের চতুর্দ্দিগে ডাকিয়া বেড়ায়। মেঘের গর্জ্জনে তারা শুনিতে না পায়॥ সেই কালে দেখে ভিত্তিগর্ত্তের ভিতরে। কালসর্প অর্দ্ধ অঙ্গ প্রবেশে গহ্বরে অর্দ্ধ অঙ্গ আছে বাহ্যে তার পুচ্ছধরি। প্রাচীর লংঘিয়া পড়ে প্রণালা উপরি॥ পড়িতে হইল মূর্চ্ছা নাহিক চেতন শব্দ শুনি বেশ্যা দেখে লঞা সখীগণ ॥ বিজুরি ছটায়ে তারে দেখিয়া তখন। শীঘ্র তারে আনে বেশ্যা লঞা সখীগণ॥ হাহাকার করি বেশ্যা বহু চেষ্টা পাইল। শুশ্রূষা করিয়া তারে সুস্থির করিল ॥ তবে আগমন কথা

বির্বরি কহিলা । যেনযেন রূপে নদী পারাদি হইলা ॥ বৃত্তান্ত শুনিয়া বেশ্যা লাগিলা কাঁপিতে। অতিশয় দুঃখী হৈয়া লাগিল কহিতে ॥ শাস্ত্র জানি মূর্খ কেহ নাহি তোমা বিনে । বিরস রসের লাগি বধহ আপনে ॥ হাহা ধিক ধিক রহু জীবন আমার । মহাপাপিয়সী আমি জানিনু নির্দ্ধার ॥ নানান কপটভাবে শ্রীকৃষ্ণ বঞ্চিয়া। মন ধন হরিলাউ তাকে প্রতারিয়া ॥ এমন আসক্তি যদি জন্মে কৃষ্ণলাগি । তবে কিবা লাভ নহে কৃষ্ণ অনুরাগী ॥ কালি আমি প্রাতঃকালে সকল ছাড়িয়া । ভজিব কৃষ্ণের পায়ে একান্ত করিয়া ॥ এই রূপে সেই রাত্রি সখীগণ লৈয়া । তাহার শুশ্রূষা করে নির্ব্বেদ কহিয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা সনে রাস রঙ্গলীলা। গান করে সখী সনে হৈয়া একমেলা ॥ তার বাক্য শুনি লীলা শুক মহাশয় । মনে দুঃখ ভাবি আপনা ভৎর্সয় ॥ মনে কহে কালি প্রাতে এসব ছাড়িয়া । ভজিব কৃষ্ণের পায়ে একান্ত হইয়া ॥ নিদ্রা নাহি হয় সদা চিন্তিত অন্তর । রাধা কৃষ্ণ লীলা গীত শুনয়ে বিস্তর ॥ সে লীলা শ্রবণ মাত্র মায়াবন্ধ গেল পূর্ব্বসিদ্ধ প্রেমাঙ্কুর তবহি জন্মিল ॥ সেই রাধাকান্ত মোর কোটি প্রাণ প্রাণ । তারে ছাড়ি কিবা মুই করু অনুষ্ঠান ॥ এত বিচারিতে মনে পোহাইল রাতি । প্রাতে উঠি বেশ্যা পায়ে কৈল নতি স্তুতি ॥ সেই পথে চলি গেলা সেই নদীতীরে । বৈষ্ণব আছেন যথা সোমগিরিবরে ॥ আপন বৃত্তান্ত তারে কহিলা সকল । উপাসনা কৈলা শ্রীগোপাল মন্ত্রবর । সে মন্ত্র লইতে মাত্র কি কহিব আর

অতি অনুরাগ হৈল উদয় তাহার ॥ স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু আদি ভাবগণ। ব্যাকুল হইলাঅঙ্গ না যায় ধারণ॥ যদ্যপিহ বৃন্দাবন যাইতে উৎকণ্ঠিত। গুরুসেবা লাগি কতদিন কৈলা স্থিত॥ কৃষ্ণলীলা বর্ণনাদি গ্রন্থ বহু কৈলা। তাহা দেখি গুরু লীলা শুক নাম থুইলা ॥ কুটুম্বের উপদ্রব বারণ লাগিয়া। সন্ন্যাস করিলা সূত্র ত্যাগিত হইয়া॥ তবে অতি উৎকণ্ঠিত বাঢ়ি গেল মনে। বিনয় করিয়া আজ্ঞা নিল গুরুস্থানে ॥ বৃন্দাবন যাইতে যাত্রা প্রভাতে করিলা। পথে২ যাইতে আগে কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হৈলা॥ তাতে হৈতে উছলিল অতি প্রেমপূর। উৎকণ্ঠা কল্লোলে তেঞি পড়িলা প্রচুর ॥ তাতে পড়ি শূন্য প্রায় আপনাকে মানে বিশেষ লীলার স্ফূর্ত্তি করেন প্রার্থনে ॥ এরূপে আইলা তেহোঁ মথুরা মণ্ডলে। বিশেষ কৃষ্ণের লীলা স্ফূর্ত্তি সেই স্থলে॥ অনুরাগ সিন্ধু তাতে হইতে উছলিলা। লালসা আবর্ত্তে সর্ব্ব চিত্ত গ্রাস কৈলা॥ কৃষ্ণের দর্শন লাগি করয়ে প্রার্থনা। মথুরা ভিতরে গেলা লৈয়া কত জনা॥ সাক্ষাৎ কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি মানিলেন তথা। তবে বৃন্দাবনে গেলা চিত্ত উৎকণ্ঠিতা॥ সাক্ষাতে দেখিল তথা ব্রজেন্দ্র নন্দন মনো বাক্য অগোচরে করিয়া বর্ণন॥ প্রলাপ করিয়া যথা সে সব বর্ণিল। স্বসঙ্গী বৈষ্ণব তাহা লিখিয়া রাখিল॥ তবে কতদিন তেহোঁ রহে বৃন্দাবনে। পাছে কৃষ্ণ নিত্যলীলায় কৈল প্রবেশনে॥ গুরু পরম্পরায় এই লীলা শুক বাণী। প্রসিদ্ধ লোকের স্থানে এই কথা শুনি॥ এইত কহি লীলা শুকের চরিত্র। যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলয়ে ত্বরিত

লীলাশুক পায়ে মোর প্রণতি বিস্তর । সাক্ষাতে কৃষ্ণের সনে যার প্রত্যুত্তর ।।

তথাহি ।। চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ । যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ ।। ১ ।।

যদ্ভাব ভাবিতধিয়ঃ প্রণয়োত্থবাচাং সদ্রাপি দুর্গমতমা মুনিপুঙ্গবানাং । রাসোৎসবং মদনমোহনমচ্যুতং তং রাধাসমেধিত রসোল্লসিতং নতোঽস্মি ।। ১ ।। কৃপাসুধাসরিদ্যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি । নীচগৈব সদাভাতি তং শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে ।। ২ ।। রমন্তী কৃষ্ণমাধুর্য্য কেলিসৌন্দর্য্যসম্পদং । কৈশ্চিন্নভারজা সম্যক্ জ্ঞেয়া লীলাশুকস্য গীঃ ।। ৩ ।। মন্দোঽপি কশ্চিচ্ছ্রীরূপপাদাম্ভোজ মধুষ্মদঃ । কৃষ্ণকর্ণামৃত ব্যাখ্যাং বিবৃণোতি যথামতিঃ ।। কৃষ্ণবাহ্যদশোক্ত্যর্থে নির্ব্বন্ধং পরিমুচ্যতা । নিগূঢ়োঽন্তর্দশোক্ত্যর্থো ব্যাখ্যেয়ঃ সাগ্রহং ময়া ।৬। যদাস্মৎস্বান্তস্য মরুসঞ্চারখিন্নাং গাং গোঙ্গলোন্মুখীং । সন্তঃ পুষ্ণন্তু য়াং স্নিগ্ধাঃ কর্ণকাসার সন্নিধৌ সদ্ভক্ত ভাগগন্ধর্ব্বগান্ধর্ব্ব রসলম্পটৈঃ । সারঙ্গৈঃ শোধ্যতামেষা টীকাসারঙ্গ রঙ্গদা ।। ৭ ।। অথ দাক্ষিণাত্যঃ কৃষ্ণবেণ্বা পশ্চিমতীর নিবাসী পণ্ডিতঃ কবীন্দ্রঃ শ্রীবিল্বমঙ্গল নামা কশ্চিদ্ব্রাহ্মণঃ কিলাসীৎ । স চ পূর্ব্বদুর্ব্বাসনা প্রেরিতস্তৎ পূর্ব্বতীর নিবাসিন্যাং সঙ্গীতবিদ্যাধিক্ কৃত কিন্নরী নিকরায়াং কস্যাঞ্চিচ্চিন্তামণি নাম্ন্যাং বেশ্যায়ামতীবাসক্তো বভূব । স চ কদাচিৎ প্রাবৃট্তমিস্রায়াং জীমূতমন্দ গর্জ্জিতজাত হৃচ্ছয়োহন্ধ ইব বিগলিত গমন প্রত্যূহচয়ঃ স্বগৃহান্নির্গত্য তাং নদীং কস্তভ্যাং শবমালম্ব্য তানোত্তীর্য্য

কীলিতকবাটং তস্যা বাসদ্বারমাসসাদ। তত্রাপি তদ্বারোদ্ঘাটন কৃতকারণত ইতস্ততো ভ্রমন্ ভিত্তিগর্ত্তে অর্দ্ধ প্রবিষ্টকৃষ্ণভুজঙ্গ পুচ্ছমালম্ব্য ভিত্তিমুল্লঙ্ঘ্য প্রণালিকা মধ্যে নিপতন্ মূর্চ্ছিতো বভূব। ততঃ সা সখীভির্স্সহ বিদ্যুদ্রোচিষা তং দৃষ্ট্বা হা কষ্টমিতি বদন্তী তমানীয়োপচারৈঃ সুস্থং চক্রে। ততস্তেন কথিতং স্বাগমন বৃত্তান্তং শ্রুত্বা জাতবেপথুঃ সা স নির্ব্বেদং তমাহ। অহো সকল শাস্ত্রবিশারদমপি ভবন্তং মূঢ়ং বিনা কোহন্যঃ পরিণতি বিরস রমণেচ্ছার্থ মাত্মানং ঘাতয়েৎ। হা ধিক্ ধিগস্তু মাং যাহং পাপী য়সী কপটভাবৈঃ পুরুষান্ প্রতার্য্য তেষাং মনোধনমিচাহরৎ। অহো এতাদৃশী শক্তির্যদি ভবতি শ্রীকৃষ্ণে জায়তে তদা কিং ন স্যাৎ। স্বসর্ব্বং পরিত্যজ্য শ্রীকৃষ্ণভজনমেব ময়া কার্য্যমিতি নিশ্চিত্য তাং রাত্রিং তং শুশ্রূষমাণা সখীভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীরাধায়া সহ সঙ্গমাদি লীলাময় গীতান্যগাসীৎ স চাপি তদ্বাক্য মাকর্ণ্য জাত নির্ব্বেদঃ স্বং ভৎসয়ন্ ময়াপি স্বঃ সর্ব্বং ত্যক্ত্বা ভগবদ্ভজন মেব কার্য্যমিতি চিন্তয়েন্নির্দ্রিত এব তদ্গীত শ্রবণ মাত্রেণ প্রোদ্বুদ্ধ পূর্ব্ব সিদ্ধপ্রেমাঙ্কুরস্তং শ্রীরাধাকান্ত মেব প্রাণকোটি দয়িতং মন্যমানঃ প্রাতস্তাং নমস্কৃত্য তেনৈব পথা তং নদীতীরস্থং সোমগিরি নামানং বৈষ্ণবোত্তম মাসাদ্য নিবেদিত স্ববৃত্তান্ত স্তস্মাৎ শ্রীমদ্গোপালমন্ত্ররাজ মহগৃহীত। গৃহীত মন্ত্রএব প্রোদ্বুদ্ধানুরাগঃ কম্পাশ্রুপুলকাদিকাঙ্গকঃ শ্রীবৃন্দাবন গমনোৎকণ্ঠিতোপি গুরুসেবার্থং কতিচিদ্দিনানি তত্রৈবাবাৎসীৎ। তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণ লীলাদি বর্ণনময় গ্রন্থাংশ্চকার তদ্দৃষ্ট্বা সোমগিরি গুরু লীলাশুক ইতি প্রখ্যাপিতোহভূৎ। তত্র স্বীয়ৈরূপদ্রবৈস্তত এব সংন্যাসং চক্রে। ততঃ পরোৎকণ্ঠয়া শ্রীগুরু বিজ্ঞাপ্য শ্রীবৃন্দা

বনায় প্রতস্থে গচ্ছংশ্চ স্মৃথপাথ প্রথমং তৎ স্ফূর্ত্তি সমুচ্ছলিত বিরহ প্রেম প্রবাহোৎকণ্ঠা কল্লোল পতিতঃ শূন্যমিবাত্মানং মত্বাতত্তল্লীলা বিশিষ্টস্য স্ফূর্ত্তিং প্রার্থয়ন্ ততো মথুরামণ্ডলা গতো লীলাবিশেষ স্ফুর্ত্যুচ্ছলিতো রাগসিন্ধু স্বতলালসাবর্ত্ত প্রসিত স্তদ্দর্শনং প্রথয়ন্ ততো মথুরাগত স্তৎ স্ফূর্ত্তৌ সাক্ষাৎকার মন্বানঃ ততোবৃন্দাবনাগতস্তৎ সাক্ষাদ্দৃষ্টাবাঙ্মনসা গোচর ত্বেন তংবর্ণয়ংশ্চ যদ্দৎ প্রলাপ তত্তৎ সর্ব্বং তৎসঙ্গিভির্বৈষ্ণবৈ স্তদাতদৈক-লিখিত্বা স্থাপিতমাসীৎ। ততোবৃন্দাবনে কতিচিদ্দি নান্যবাৎসীৎ পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণেন স্বলীলাপ্রবেশিত ইতিহি গুরু পরম্পরাগতা সর্ব্বে লৌকিকী প্রসিদ্ধিরিতি ॥ অথ প্রেমোন্মত্তঃ স্বানযাৎ লালসয়া শ্রীবৃন্দাবনায় প্রস্থানং দর্শয়েব শ্রীস ল্যপুকঃ স্বগুরোঃ স্বগুরুত্বেনৈব সেষ্টদিব তস্যাচ সংকীর্ত্তনরূপং মঙ্গল মাচরতি ইদংমঙ্গলাচরণ মস্যোষাং গ্রন্থকারাণামিব ঈপ্সিতপূর্ত্তি বিঘ্ন নিরসন প্রয়োজনং ন ভবতি প্রেমোন্মাদ প্রলাপেঽস্মিন্ গ্রন্থকরণ প্রস্তাবাভাবাৎ তত্রাপি দাক্ষিণাত্যানাং সামান্যা নামেব সংস্কৃতোক্তি রিত্যস্য তু কবীন্দ্রত্ব ৎ পদ্যোক্তিঃ কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবানাং স্বভাবোঽয়ং যচ্ছয়ন্ ভোজন গমনাদিষু গুর্ব্বিষ্ট দেব তা স্মরণং তদ্যথা। চিন্তামণি রিতি। সোমগিরি স্তন্নামা মে মম গুরু র্জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে কীদৃক্ চিন্তামণিঃ আশ্রয় মাত্রেণাভীষ্ট পূরকত্বাৎ চিন্তামণিত্বং সর্ব্বোৎকর্ষতাচাস্য। কিম্বা জয়তি তং প্রতি প্রণতোঽস্মীত্যর্থঃ। তথাহি কাব্য প্রকাশে জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে অতস্তং প্রতি প্রণতোঽস্মীত্যর্থ ইতি। তথা মে মমেষ্টদেবো ভগবাংশ্চ জয়তি কোঽয়ং ভগবান ইত্যত আহ শিখিপিঞ্ছমৌলি রিতি শিখিপিঞ্ছেনোবরামৌ

লিঃ শিরোভূষণং যস্য স ইতি শ্রীবৃন্দাবন বিহারী শ্রীকৃষ্ণএব জয়
তীতি বর্ত্তমান প্রয়োগেন নিত্যলীলাসূচিতা। আচার্য্য চৈত্ত্যবপু
ষা স্বগতিং ব্যনক্তীতি। দদামি বুদ্ধিযোগং তমিত্যাদি আচার্য্যং
মাংবিজানীয়াদিত্যাদি, দিশা কর্ণাকর্ণি সখী জনেন বিজনে
দূতিস্তুতি প্রক্রিয়া পত্যুর্ব্বঞ্চন চাতুরী গুণনিকা কুঞ্জপ্রয়াণে নিশি
বাধির্য্যং গুরুবাচি বেণুবিরুতা বুৎং কর্ণতেতি ব্রতান্ কৈশোরেণ
তথাদ্য কৃষ্ণ গুরুণা গৌরীগণঃ পাঠ্যতে। ইত্যাদি দিশাচ তস্যৈ
বমাধুর্য্যাদ্যনুভাবাদৌ সএব মে গুরুরিত্যাহ স কীদৃক্ মে শিক্ষা
গুরুঃ বক্ষ্যতেচৈতৎ প্রেমদঞ্চেত্যাদৌ শিখিপিঞ্ছ মৌলি রিতি
তৎ শ্রীবিগ্রহস্ফূর্ত্ত্যা সাক্ষান্মন্মথ মন্মথ ইত্যাদিনা যন্মর্ত্যলীলৌ
পয়িক মিত্যাদিনা গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্নিত্যাদিনাচ বর্ণিতংতন্ম
াধুর্য্য মনভূয তন্তদঙ্গোপমানযোগ্য পদার্থান্ মনসি বিচিন্ত্য
তেষামতীব যোগ্যতা মালোক্য তৎ পদনখ শোভৈবতৈর্নির্জ্জি
তা ইতি স্ফূর্ত্ত্যা তথা শ্রীরাধায়াস্তন্মাধুর্য্যোৎকৃষ্ট চিন্তয়া স্ফূর্ত্ত্যা চ
শব্দশ্লেষেণ সমাদধাহ যৎ পাদেতি যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদৌ কল্প
ক্ষৌমস্যারুণ সর্ব্বাভীষ্ট পূরকত্বাদিনা কল্পতরুপল্লবৌ তযোঃ
শেখরেষু তদঙ্গুলী নখাগ্রেষু লীলয়ায়ঃ স্বয়ম্বর স্তত্রসংবৃতজ্জন্য
সুখং জয় শ্রীর্লভতে তদেব বক্ষ্যতি। কমলবিপিন বীথী গর্ব্ব
সর্ব্বং কষাভ্যাং। বদনেন্দু বিনির্জ্জিতঃ শশীত্যাদৌবহুশঃ।
শ্লেষেণ দূতনর্ম্ম জল কেলিসুরতাদিষু চ জয়েনোৎকর্ষেণ শ্রীঃশো
ভা যস্যাঃ কিম্বা সৌন্দর্য্যাদি পাতিব্রত্যাদি সৌভাগ্য বৈদগ্ধ্যা
দিভিঃ গৌর্য্য রুক্মিণ্যাদি ব্রজ কিশোরিকা লক্ষ্ম্যাদয়োঽপি নির্জ্জি
তা জয়া সা জয়যোগাৎ জয়াচাসৌ শ্রীযোগ্যং শ্রীত্বাৎ শ্রী চজ্জর

শ্রীরাধৈব। নারায়ণ শুব্দিত্যাদৌ নারায়ণোহঙ্গ মিত্যাদি দিশা চ বিষ্ণুর্যত্যান স ইহ যস্য. কলা বিশেষ গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমহং ভজামি ইতিদিশাচ কৃষ্ণস্য মূলনারায়ণ ত্বেন তত্তঃ প্রেয়স্যাস্তস্যা অপি মূললক্ষ্মীত্বাৎ। কীদৃশী সাপিসুব্যস্য লজ্জাশীলত্বাৎ স দৈবাধোমুখস্থিত্বা প্রথমং তৎ শ্রীচরণ নখদর্শনাৎ তৎ শোভাব্ধি মগ্নেন যা মোহিতা সতী লীলয়া গাঢ়ানুরাগেণ যে ভাবোন্মাদ বিশেষা ইস্তর্ধর্ম মর্য্যাদা লজ্জাদিত্যাগমন পূর্ব্বকো যঃ স্বয়ম্বর স্তব্রসংলভতে। তন্মাধুর্য্যাণাং স্বানুরাগস্যচ প্রতিক্ষণংনবনবত্বেনানুভাবাৎ বর্ত্তমান প্রয়োগঃ। কেষাঞ্চিন্মতে সোমগিরিরপি বিশেষণং যৎ পাদেত্যাদি অত্র কামাদ্যবিষক্ত বর্গচক্ষুরাদীন্দ্রিয় পঞ্চ ক্লেশোত্থবিবস্তারায়াণাং জয় সম্পত্তির্যৎ পাদনখাবলম্বিনীত্যর্থঃ। কিম্বা বর্ত্মাদ্দেশ‚ কণ্ঠ গুরুর্মন্ত্রগুরুঃশিক্ষাগুরুরিতি গুরুত্রয়েষ্টদেব স্মরণ মিতি কেচিদাহুঃ। অত্র চিন্তামণিঃসা বেশ্যা জয়তি তদ্বাঙ্মাত্রেণ স্বস্যজাতানুরাগত্বাৎ তস্যাঃ সর্ব্বোৎকর্ষতা ॥ ১॥

এইসব শ্লোকের অর্থ টীকাতে লিখিলা। সারঙ্গ রঙ্গদা নাম টীকা যে হইলা ॥ তার অনুসারে লিখো প্রাকৃত কথনে। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের বন্দিয়া চরণে॥ কৃপাসুধা নদী যার বিশ্ব ভাসাইলা। সদা নীচস্থানে পূর্ণ হইয়া রহিলা ॥ সে প্রভু চৈতন্য পায়ে করোঁ পরণাম। তাঁর পায়ে রহুঁ মন হৈয়া একতান ॥ এবে কহি শুন লীলাশুকের চরিত। যাতে কৃষ্ণ ভাবোন্মাদ অতি বিপরীত ॥ প্রেম উনমত্তলীলাশুক মহাশয়। বৃন্দাবন যাত্রা কৈল হৈতে নিজালয় ॥ প্রথমেত শ্রীগুরু চরণ স্মৃতি কৈলা। নিজ ইষ্ট

দেব নিজ গুরুকে মানিলা।। দোঁহা সংকীর্ত্তন রূপ মঙ্গলা
চরণ। করিয়া করিলা যাত্রা শ্রী বৃন্দাবন।। এই মঙ্গলাচরণ
অন্য গ্রন্থ টীকা হেন। বিঘ্ন নাশ লাগি নহে শুনহ কারণ
প্রেমে উনমত্ত চিত্ত সদা মহাশয়। গ্রন্থকরণ কথা তাতে
নাহি হয় ।। তবে যদি বল কেনে শ্লোকবন্ধ বাণী। দাক্ষি
ণাত্য সবে কহে সংস্কৃত বাণী ।। তাতে লীলাশুক মহা
কবীন্দ্র পণ্ডিত। ইহাঁর মুখে শ্লোকবাণী একোন বিস্মিত
কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবের ভাব এক হয় । শয়ন গমন আদ্যে
গুরু কৃষ্ণ স্ময়য় ।। তেঞি কহে সোমগিরি নাম গুরু মোর
জয়যুক্ত হউ সর্ব্ব সুমঙ্গল ওর ।। চিন্তামণি হেন যার
বৈভব বিস্তার ।' আশ্রয় মাত্রেই দেন সর্ব্বাভীষ্ট সার।।
প্রণাম করঙ সেই গুরুর চরণে। বিশ্ব প্রকাশে জয় শব্দে
প্রণাম বাখানে।। ৩।।

জয়ত্যর্থে নমস্কার আক্ষিপ্যতে ।।

তৈছে মোর ইষ্টদেব জয় ভগবান। ময়ূরের পিচ্ছশিরে
যার অবিরাম।। বৃন্দাবন বিহারি কৃষ্ণপ্রষ্ঠ রসময়। জয়
শব্দে নিত্যলীলা বৃন্দাবনে কয়।।তেহোঁমোর শিক্ষাগুরু
বন্দোতাঁর পায়। যাঁহার শিক্ষায় প্রেমভাব উপজায়।।

আচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিংব্যনক্তীতি। দদামি
বুদ্ধি যোগন্তং যেন মামুপযান্তিতে ।। আচার্য্যং
মাং বিজানীয়াদিতি।

।। অথ রসামৃত সিন্ধৌ ।।

কর্ণাকর্ণি সখী জনেন বিজনে দূত্যস্তুতি প্রক্রিয়া
পত্যুর্ব্বাচন চাতুরী গণনিকা কুঞ্জ প্রয়াণে নিশি ।
বাধির্য্যং গুরুবাচিবেনুবিরতা বুৎকর্ণতাং তীব্র

তান্ । কৈশোরেন তবাদ্য কৃষ্ণ গুরুণা থৈরী ভতিঃ পাঠ্যতে ॥ ইতি ॥

কৃষ্ণের মাধুর্য্য গুণ অনুভাব হৈতে । শিক্ষাগুরু করি বোলে কৃষ্ণ এই রীতে ॥ শিখিপিঞ্ছ মৌলি নামে বিগ্রহ স্ফুরিল । মদন মদনরাজ বেকত হইল ॥ ভূষণ ভূষণ অঙ্গ ললিত ত্রিভঙ্গ । কৈশোর বয়স বেশ রসময় অঙ্গ ॥ যার উর্দ্ধ অন্য নাহি অখিলের মাঝে । ব্যাস শুক ভাগবতে যারে বর্ণিয়াছে ॥ ৩ ॥

সাক্ষান্মন্মথ মন্মথ । ভূষণ ভূষণাঙ্গ । গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ ইত্যাহ ॥

এরূপ মাধুর্য্য কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হৈল যবে । অঙ্গের উপমা যোগ্য বিচারয়ে তবে ॥ যতেক পদার্থ আছে সব বিচারিল । কেহ অঙ্গ তুল্য নহে অতি তুচ্ছ হৈল ॥ কৃষ্ণপদনখ শোভা সবারে জিনিল । এত বিচারিতে মনে আর উপজিল ॥ শ্রীরাধিকা চিত্ত হরে পদনখ শোভা । শব্দ শুনে সমাধান করে হৈয়া লোভা ॥ যেই কৃষ্ণপাদ কল্পতরু শোভাবরে । কৌমল্য অরুণ সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করে ॥ তাহার পল্লব হয় অঙ্গুলীর গণ । তাহার শেখর নখরাগ মনোরম ॥ যত শোভা যত লীলা যত রসগণ । পদ নখ স্বয়ম্বর হেন সুখগণ ॥

॥ কর্ণামৃতে ॥

কমল বিপিনবীথী গর্ব্ব সর্ব্বং রসাভ্যামিত্যাদি । বদনেন্দু বিনির্জিত শশীত্যাদি ॥

আলিঙ্গন পাশাখেলা নর্ম্ম জলকেলি । সুরতাদি লীলা যার জয় শোভা মেলি ॥ কিবা সৌন্দর্য্যাদি পাতিব্রত্য

আদি গুণে। সৌভাগ্য বৈদগ্ধি আদি অতি মনোরমে॥ গৌরী অরুন্ধতী আদি হৈতে শ্রেষ্ঠা অতি। ব্রজ কিশোরিকা হৈতে যেহোঁ কলাবতী॥ সর্ব্ব জয়যোগ্যা যেঁহো লক্ষ্মীর অংশিনী। সর্ব্বত্র উৎকর্ষা হয় রাধা ঠাকুরাণী॥ কৃষ্ণ যেন মূল নারায়ণ অবতারী॥

তং। নারায়ণস্ত্বমিত্যাদৌ। নারায়ণাঙ্গমিত্যাদি বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলা বিশেষ ইত্যাদি॥

রাধা তেন মূললক্ষ্মী অংশিনীত্বে বলি॥

সর্ব্ব লক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তি সংমোহিনী পরা। লক্ষলক্ষ্মী স্বরূপা ইত্যাদি॥

যদ্যপিহ রাধা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সর্ব্বাধিকা। অতি লজ্জাশীলা সর্ব্ব গুণেতে অধিকা॥ সেই লজ্জা হৈতে সদা অধোমুখে রহে। প্রথমেই কৃষ্ণ পদ নখ নিরীক্ষয়ে॥ কৃষ্ণ পদ নখ দেখি শোভাসিন্ধু মাঝে। মগ্ন হৈয়া নেত্র হর্ষে মোহ হৈলা পাছে॥ লীলা গাঢ় অনুরাগে যে ভাব বিশেষ। উদ্গার হইল তার কি কহিব শেষ॥ তাতে ধর্ম্ম সুমর্য্যাদা লজ্জাদি ছাড়িয়া। কৃষ্ণ পদে স্বয়ম্বর রস লভে যাঞা॥ কৃষ্ণের মাধুর্য্য নিজ অনুরাগময়। প্রতিক্ষণে নবনব অনুভাব হয়॥ নবনব বর্ত্তমান প্রয়োগেই রহে। ক্ষণে ক্ষণে বাঢে দুহুঁ কেহ ঊন নহে॥ এবে শুন গুরুপাদাশ্রয় বিশেষণ। যে গুরুর পাদপদ্ম কৈলে আশ্রয়ন॥ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান। চক্ষু আদি পঞ্চক্লেশ অতি বলবান॥ বাযষ্টি প্রকার মতি অন্তরায়গণ। গুরু পদনখা লম্বে জিনে সর্ব্ব গণ॥ কিম্বা বর্ত্মোদ্দেশ ই ল গুরু একই হয়

গুরু বেশ্যা চিন্তামণি।বর্ত্মোদেশী গুরু তেঁহো এইমতে জানি ॥ তাঁর বাক্য মাত্রে হৈল কৃষ্ণে অনুরাগ। তাঁহার উৎকণ্ঠা উক্তি কহে মহাভাগ ॥ এইত প্রথমঃ শ্লোকের কহিলাম অর্থ।.শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ টীকা প্রমাণার্থ দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ। প্রথমে কহিয়ে শ্লোকের অর্থের আভাস ॥ পথেঃ চলি যায় বাহ্যদশায় স্থিতি। সাধকের হেন অতি উৎকণ্ঠিত মতি ॥ ভক্তি সিদ্ধান্তেরকথা কহিতে কহিতে। অতিশয় অন্তর আবেশ হৈল তাতে ॥ সিদ্ধ প্রায় লালসাতে ভরি গেল মন। রসোদ্গার উক্তি হেন কেবলা লক্ষণ ॥ অতএব ফলদ্বয়ে বাসিত হইয়া। একশব্দে দুই অর্থ কহে বিবরিয়া ॥ অন্তর দশার তার অর্থ বিবরিয়া। লিখি বুঝাইব মই আপনার হিয়া ॥ বাহ্যদশার অর্থগণ সংক্ষেপ করিয়া।দিগ দেখাইব মাত্র বাহুল্য ছাড়িয়া ॥ যদ্যপি উন্মাদময় প্রলাপ বচন। সিদ্ধান্ত সন্ধান কিছু নাহি তার মন ॥ তথাপিহ শুদ্ধপ্রেম প্রায় যত যত। অবিরোধ রস ভক্তি সিদ্ধান্ত কহে কত ॥ বিশুদ্ধ প্রেমের এই স্বভাব আচার। সিদ্ধান্ত বিরোধ উন্মাদ মোহে নাহি তার ॥ রসাভাস আদি কিছু নাহি তার মুখে। শুদ্ধ প্রেম শুদ্ধরস এই স্মরে মুখে ॥ এই শ্লোকের বাহ্য অর্থ কহি কিছু হেথা। লীলাশুক সঙ্গে যান যে বৈষ্ণব তথা ॥ তারা কহে মহাশয় যাবে কোন স্থানে কিনিমিত্ত কিবা বস্তু আছে সেই স্থানে ॥.সেই সব সঙ্গী প্রতি কহে মহাশয়। অন্তর আবেশে কৃষ্ণ মহিমা কহয় প্রভাব বৈভব অংশ অবতার গণ। শক্ত্যাবেশ অবতার লীলাবতার গণ ॥ স্ববিলাস বাল্য আর পৌগণ্ডাদি যত

স্বপ্রকাশ রূপ নিজ স্বরূপাদি কত॥ চিৎশক্তি মহিমাগণ কহে বিবরিয়া॥ অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাঁর বিলাস গণিয়া॥ তবে বিবরিয়া মায়া শক্তির লক্ষণ। তাঁহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥ জীবশক্তি আদি করি যত২ গণ। পরম আশ্রয় যেঁহো পুরুষ উত্তম॥ শ্রীভাগবতে যাঁর মহিমা বিস্তার। সর্ব্ব ভজনীয় সর্ব্বোত্তম সর্ব্বসার॥ পরতত্ত্ব বস্তুরূপ যেঁহো নিরূপণ। কহিতে আবেশে কৃষ্ণ হইলা স্ফূরণ॥ এই রূপে কৃষ্ণ যেন আগে দেখা পাইলা। দেখিয়া প্রলাপ করি কহিতে লাগিলা॥ এইত দ্বিতীয় শ্লোকের কহিল আভাস। বিবরিয়া অর্থ এবে করিয়ে প্রকাশ॥

তথাহি॥ অস্তিস্বস্তরুণীকরাগ্রবিগলৎকল্পপ্রসূনাপ্লুতং, বস্তু প্রস্তুত বেণুনাদলহরীনির্ব্বাণ নির্ব্যাকুলং। স্রস্তস্রস্ত নিরুদ্ধনীবিবিলসদ্গোপীসহস্রাবৃতং, হস্তন্যস্ত নতাপবর্গ মখিলোদারং কিশোরাকৃতিঃ॥ ২॥ ॥ অস্য বাহ্যার্থঃ॥

অথ পথিপথ্যাগচ্ছতাহস্য বাহ্যদশায়াং সাধকরীত্যোৎকণ্ঠয়াভক্তি সিদ্ধান্তোদ্গারিণী তৎকালমেবান্তরাবেশতে সিদ্ধবল্লালসয়া কেবলরসোদ্গারিনুক্তিচ অতস্তদ্দশাদ্বয়বাসিতত্বাদেকদৈবার্থ দ্বয়মুদ্গিরতি। তত্রান্তর্দ্দশোহর্থার্থো বিবৃত্য বাহ্য দশোর্থার্থস্তু সংক্ষেপ্য ময়া দর্শয়িতব্যঃ। যদাহ্যুন্মাদ প্রলাপেমাহো এতস্যতত্ত্বদনুসন্ধানাদিকং নাস্তি তথাপি শুদ্ধপ্রেমৈব ভক্তিসিদ্ধান্তং রসসঞ্চারি রুদ্ধমেব স্ফোরয়তি। শুদ্ধপ্রেম্নঃ স্বভাবোহয়ং যৎ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধং রসাভাসম্বা মোহোন্মাদাদাবপি ন স্পৃশতি তত্র প্রথমং গচ্ছন্তং তমনুগচ্ছতাং বৈষ্ণবানাং স্বামিন্ কিমর্থংত্বয়াগম্যতে কিং তত্রাস্তীতি প্রশ্নস্য ন

প্রতি প্রাভাব বৈভবাংশাবতার শক্ত্যাবেশাদ স্বাবলাস বাল্য পৌগণ্ডাদি স্বপ্রকাশ রূপ স্বস্বরূপাণাং তথা চিচ্ছক্তেঃ তদ্বিলাসানন্ত বৈকুণ্ঠানাং বয়া শুদ্ধভেদানন্ত ব্রহ্মাণ্ডানাং জীবশক্তেশ্চ পরমাশ্রয়ভূতং শ্রীভাগবতাদাবাশ্রয়ত্বেনোক্তং সর্ব্বোত্তমং সর্ব্বভজনীয়ং পরমতত্ত্ব রূপং বস্তু নিরূপয়ন্ তৎকালমেবাস্তস্থাবেশাৎ তাদৃশং শ্রীকৃষ্ণং পুরস্ফুরন্তং বিলোক্য প্রলপন্নাহ অস্তীতি অস্য বাহ্যার্থঃ কিমপি বস্তু অস্তি সদা বিরাজতে শ্রীবৃন্দাবন ইতি শেষঃ । বসন্ত্যস্মিন্ সদা প্রাণুক্তানি তথা বসতি কালত্রয়েপ্যেকরূপতয়া দীব্যতীত্যর্থঃ। দ্বয়ে রপ্যৌণাদিক তু প্রত্যয়াদস্তু সামান্য নির্দ্দেশাৎ নপুংস-কত্বং। নন্ নিরাকারং ব্রহ্মণেত্যাহ কিশোরাকৃতিঃ । কিশোরী প্রোদ্যন্নবযৌবনাকৃতিঃ স্বরূপং যস্যেতি জীববদ্দেহ দেহী ভেদোনিরস্তঃ । তথাহি শ্রীভাগবতে ॥ বেদ্যং বাস্তবমত্রবস্তিতি । বিনাচ্যুতং বস্তুপরং ন বাচ্যমিতি। নাতঃপরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপমিতি চ। ননু ভগবদ্রূপাণি সর্ব্বাণ্যেব কিশোরাদীনি তত্রকত্র দীদ মিত্যত্রাহ প্রস্তুতবেণ্বিতি রাসে ব্রজসুন্দরীণা মাকর্ষণার্থং প্রস্তুতা যে বেণোর্নাদা স্তেষাংযালহর্য্যঃ স্বরগ্রামাস্ত্রয়ঃ মূর্চ্ছনাস্তে-কাবিংশতিরূপাস্তরঙ্গা স্তুজ্জন্যং যন্নির্ব্বাণং পরমানন্দস্তু সুমন স্রাদ্দীনাং নয়োবাতেন নির্ব্যাঙ্গলং নিত্যব্যয়মভাবার্থঃ নিষ্ম ক্ষিক মিতিবৎ।ব্যাঙ্গলেভ্যো নির্গত মিতিবা তন্ময়চিন্তাদিস্যন্দিনিশ্চল মিত্যর্থঃ। নির্ব্বাণং সুখসঙ্ক্ষয়োরিতি বিশ্বাৎ। তথা সায়ং পুষ্পান্যবচিন্বত্যস্তন্নাদাকৃষ্টায়াঃ স্বগুরুণ্যস্তানাং তদ্ধাধুর্য্য দর্শন বিবশানাং কম্পমান করাগ্রেভ্যো বিগলন্তি যানিকল্প প্রসূনানি কল্পতরু পুষ্পাণি তৈরাপ্লুতং । প্রেমবৈবশ্যাৎ কল্প তরু স্থানে কল্প ইত্যুক্তিঃ । কিম্বা সাহচর্য্যবলাদেকদেশেনাপি

ণ্যদার্থো বোধন্তে । তথা বস্ত্রাদ্যপহরণাৎ গুরুতর্জ্জুঃ পুন এব সুস্তালজ্জাভয়তঃ স্বস্থানেব অজ্ঞা রূপিপুনঃ সুপ্তাঃ অতঃ কল্পেণ নিরুদ্ধাঃ কাসাঞ্চিৎ তদ্বন্ধন কালবিলম্বাসহিষ্ণুত্বাৎ । করাভ্যাং নিরুদ্ধানীবেয়াসাং তাশ্চবয়ঃ সৌন্দর্য্য বৈদগ্ধ্যানুরাগাদ্যৈর্বিলম্পাস্ত্যশ্চ যা গোপ্যস্তাসাং সহৈসুবাবৃতং পরিতোষেষ্টিতং অতঃ শ্রীভাগবতোক্ত রাসবিলাসারম্ভ শ্রীকৃষ্ণরূপং তদ্বস্তু নশ্বাগমধ্যানোক্তং অন্যেষামাবরণানাময়াগ্রেপ্যনুক্তত্বাৎ । তথা হস্তেন্যস্তোনতানাং স্বভজনোন্মুখানামপবর্গঃ স্বপার্ষদ রূপানন্দ দেহ দানেন লিঙ্গদেহ ভঙ্গোয়েন । তদুক্তং । মর্ত্ত্যো যদাত্যক্ত সমস্ত্যকর্ম্মা নিবেদিতাত্মবিচিকীর্ষিতোমে । তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানোময়াত্ম ভূযায়চকল্পতে বৈ ॥ ইত্যাদৌ ॥ যদ্বা অপবর্গঃ প্রেমভক্তি যোগেন তথাচ পঞ্চম স্কন্ধগদ্যং । যথা বর্ণবিধান মপবর্গশ্চ ভবতীত্যত্র ভক্তিযোগ লক্ষণ ইতি তথৈব ব্যাখ্যাতং শ্রীধরস্বামি বচনৈঃ । তথা অখিলেভ্যঃ কল্পবৃক্ষেভ্য উদাহরণ বাঞ্ছাতিরিক্ত দাতৃত্বাৎ । তদুক্তং স্বয়ং বিধত্তে ভজতামবিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজ পাদপল্লব মিতি । কিম্বা অখিলৈর্ভজনীয়নায়ক সদ্গুণৈরুদারং মহদুত্তমং । অন্তর্দ্দশোথস্তেবং । ইদং কিমপি বস্তু অস্তি পুরাবিরাজতে বসন্ত্যস্মিন্ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বৈদগ্ধ্যাদি সদ্গুণাদীনি বস্তু যদ্বা বস্তু মাধুর্য্য বেণুগীতাদি জনিত মহো মূর্চ্ছাদি ভাবৈরাত্মারামাদ্য প্রাণী পর্য্যন্তানাং বিশেষতঃ স্ত্রীণাং ততোহপ্যতিতরাং ব্রজসুন্দরীণাং চিত্তমাচ্ছাদয়তীতি বস্তুকীদৃশং কিশোরাকৃতিঃ । ননু সাধ্ব্যঃ পরতন্ত্রাগোপ্যঃ কথমেষ্যন্তি কথং বা রাসোৎসবে দিতি ব্যাহলোপি বেণুনাদ লহরীভির্যন্নির্ব্বাণং তদাকৃষ্ট ব্রল্লবীনাং কাঞ্চী নূপুরাদি ধ্বনি শ্রবণজানন্দ স্তেন নির্ব্যাহল মব্যাহলং । সাধ্ব্যঃ পরতন্ত্রাগোপ্যঃ

কথমেবম্ভূতং কথং বাবস্তা তবে দিতি ব্যাহ্নলোপি তথাহন্তে ব্যস্ত ইচ্ছয়া বেণুনাদেনৈব সম্পাদিতঃ। লতানাং স্বচরণাশ্রয়ো সুখীনাং তাসাং গুর্ব্বাদিবারণ ধর্ম্ম লজ্জাদি শৃঙ্খলাভ্যোহপবর্গ মোক্ষোরেন। তদুক্তং যামাভজন্ দুস্তজরগেহ শৃঙ্খলাঃ সংবৃষ্চে ত্যাদৌ তথা অখিলসুরবল্লরীষু উদারং তত্তদভীষ্ট বিলাসপূর্ত্ত্যা সর্ব্বমনোরথ দাতৃ। তদুক্তং শ্রীজয়দেবৈঃ ॥ বিশ্বেষামনুরঞ্জনেনজনয়ন্ ইত্যাদৌ কিম্বা অখিলৈ ভজনীয়সকুটৈরুদারং মহন্নমিত্যর্থঃ। অন্যৎ সীমং আকৃষ্য রাধাং ব্রজসুন্দরাং গণাৎ ভঙ্গ্যাতয়াগূঢ়বিলাস লোভতঃ। স্বপ্রেরসাস্বাদ বিশেষ লব্ধয়ে প্রারম্ভিরাসো রসিকেন্দ্র মৌলিনা ॥ ২ ॥

বৃন্দাবনে আছে কোন বস্তু অতিশয়। কালত্রয়ে একরূপে সদাই রময় ॥ সামান্য নির্দ্দেশ নহে বস্তু নিরূপণ। নিরাকার ব্রহ্ম তার দেখায় লক্ষণ ॥ সেহো নহে কিশোর আকৃতি মনোহর। নবযুবা কৈশোর মিলন স্থির তর ॥ এই লাগি জীব প্রায় দেহ দেহী ভেদ। নিরস্ত হইল গুণে নাহি পরিচ্ছেদ ॥ শ্রীভাগবতে ॥

বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তুশিবং। নাচ্যুতং বস্তুপরং নবাচ্যং ॥ নাতঃপরং পরম মদ্ভবতঃ স্বরূপ মিতিচ।

ভগবানের রূপ হয় অগণ্য অনন্ত। কিশোর আকার সব হয় মূর্ত্তিমন্ত ॥ তার মধ্যে বৃন্দাবনে কাহার বিলাস। এতচিন্তিপুনঃকহে করিয়াপ্রকাশ ॥ রাসেব্রজ কিশোরিকা আকর্ষণ কাজে। প্রস্তুত বেণুর নাদ বৃন্দাবন মাঝে ॥ সেনাদ লহরীস্বর গ্রাম মূর্চ্ছাগণ। সে জন্য নির্ব্বাণ শব্দে আনন্দ পরম ॥ মন আদি করি যাতে সর্ব্বেন্দ্রিয় গণ।

অব্যাঙ্গল মগ্ন প্রায় নিশ্চল লক্ষণ ॥ সায়ং কালে দেবনারী পুষ্প তোলে যথা। আচম্বিতে বেণুনাদ প্রবেশিল তথা মাধুর্য্য দেখিয়া তারা বিরস হইলা। ধৈরয নাথরে নেত্র ঝুরিতে লাগিলা ॥ কল্প বৃক্ষ পুষ্প তার হাতেতে হইতে গলিয়া পড়য়ে হস্ত কাঁপিতে২ ॥ সেই সব পুষ্প পড়ে যে কৃষ্ণ উপরে। তাতে পরিপ্লুত রঙ্গে কাম মোহ করে ॥ বেণু ধ্বনি শুনিতেই গোপনারী গণ। গুরু ভর্ত্তা আগে স্রস্ত নীবি বন্ধ হন ॥ লজ্জাভয়ে তারা নীবি পুনঃ বন্ধ করে। পুনঃ স্রস্ত করে নীবি মহী খসি পড়ে ॥ কেহ২ করে বান্ধ করি নীবিবন্ধ। সহিতে না পারে কেহ বন্ধন বিলম্ব ॥ নবীন কিশোরী অতি সুন্দরী সকল। বৈদগধী অনরাগ পরম প্রবল ॥ হেন ব্রজাঙ্গনা গণ সহস্র আবৃত। শ্রীভাগতের রাসে যাঁহারে বেকত ॥ সেই বস্তু বৃন্দাবনে সদা বিরাজয় আগমাদ্যে ধ্যান উক্ত যেহোতেহো নয় ॥ অন্য আবরণ আদি আগে না কহিল। এইত কারণে ইহা তারে না বলিল ॥ প্রণত জনেরে হস্তাবলম্বন দিয়া। নিজ পারিষদ করে আনন্দিত হৈয়া ॥ পরম আনন্দ দেহ দান দেয় তার মায়া দেহ দূর করে কি বলিব আর ॥ তাহাতে প্রমাণ তার শ্রীমুখ বচন।

মর্ত্ত্যো যদাত্যক্ত সমস্তকামঃ নিবেদিতাত্মা বিচি
কীর্ষিতোমে।তদামৃতত্বং প্রতিপদ্য মান, ময়াত্ম
ভূয়ায়চ কল্পতে বৈ।৮

ভক্ত স্থানে কৃপা করি কহিল কথন ॥ কিম্বা অপবর্গ শব্দে প্রেম ভক্তি বলি। পঞ্চম স্কন্ধের পদ্য প্রমাণ তাহারি ॥

যথা বর্ষ্ণবিধানমপবৃগশ্চ ভগবতিত্যার ভক্তি
যোগ লক্ষণং ॥ ইতি ॥

কিম্বা সেই কৃষ্ণ চন্দ্র অতিশয় দাতা। কল্প বৃক্ষ আদ্যে
জিনে অন্যে কিবা কথা ॥

স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা মিতি।

কিম্বা সর্ব্ব নায়ক হৈতে গুণেতে প্রবীণা। পরম উত্তম রূপ
সর্ব্ব রস সীমা ॥ এইত কহিল শ্লোকের বাহ্য দশা অর্থ।
অন্তর্দ্দশার অর্থ শন পরম সামর্থ ॥ এইরূপে কোন বস্তু
আগে বিরাজয়। সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য সর্ব্ব বৈদগ্ধ্যাদি চয় ॥
আপনামাধুর্য্যবেণুগীত আদিহৈতো আত্মা প্রাণ পর্য্যন্ত
করয়ে মোহিতে ॥ বিশেষতঃ নারী গণের মোহয়ে
অন্তরে। তাতে হৈতে ব্রজনারী সদা মোহ করে ॥ কিশো
র আকৃতি বস্তু গুণের সাগর। মদন মোহন বেশ শ্যাম
কলেবর ॥ মনে চিন্তে কৃষ্ণ গোপনারী পরতন্ত্র। সহজেই
নারীগণ না হয় স্বতন্ত্র ॥ কেমনে আসিবে হেথা স্বতন্ত্র
হইয়া। ব্যাকুল হইলা মনে এসব চিন্তিয়া ॥ বেণু গান
আরম্ভিলা শুনি গোপীগণ। পরম আনন্দ বৃন্দে আকর্ষিল
মন ॥ নির্ব্বাণ শব্দেতে কহি আনন্দ বিশেষ। বিশ্ব প্রকা
শে কহে এই অর্থ শেষ ॥

॥ বিশ্বপ্রকাশে ॥ নির্ব্বাণ সুখ মোক্ষয়ঃ।

হস্তে লৈয়া বেণু গান করিয়া গোবিন্দ। প্রণত গণের মনে
বাঢ়ায় আনন্দ ॥ গুরু লজ্জা ধর্ম্ম আদি শৃঙ্খলা হইতে।
মুক্ত করি আনে কৃষ্ণ আপন ইচ্ছাতে ॥

যামাভজন্ দুর্জ্জরেত্যাদি ॥

ব্রজনারী বেণু শুনি উন্মত্ত হইয়া। আইসে কৃষ্ণের স্থানে

নাচায় ফিরিয়া ॥ নূপুর কিঙ্কিণী বাজে কঙ্কণ ঝঙ্করে। সে ধ্বনি শুনিয়া কৃষ্ণ নির্ব্যাঞ্জন ধরে ॥ বহু কল্প বৃক্ষ হৈতে উদার গোবিন্দ। সর্ব্ব গোপী অভীষ্ট পূরণ নিরুদ্বন্ধ ॥

তদুক্তং শ্রীজয়দেবে। বিশ্বেষাম নুরঞ্জনেত্যাদি তথাহি ॥ আকৃষ্ট রাধাং ব্রজসুভ্রুবাং গণাৎ; ভঙ্গ্যাতয়া গূঢ়বিলাস লাভতঃ। ঙ্গঞ্জে রসাস্বাদ বিশেষ লব্ধয়ে, প্রারম্ভি রাসেরসিকেন্দু মৌলী ॥

অস্যার্থ ॥ রসিকেন্দু মৌলী কৃষ্ণ আরম্ভিলা রাস। বহু ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে হাসপরিহাস ॥ ভঙ্গি করি ব্রজাঙ্গনা মাঝে হৈতে রাধা। আকর্ষয়ে নিগূঢ় বিলাস লোভে সাধা ॥ নিঙ্গঞ্জে বিশেষ রস আস্বাদ লাগিয়া। আরম্ভিলা রাসলীলা আনন্দিত হৈয়া ॥ দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ কহিল বিস্তার। তৃতীয় শ্লোকের এবে শুন অর্থ সার ॥ পাছে বাহ্য দশার অর্থ সংক্ষেপে কহিব। অন্তর্দ্দশার অর্থ কিছু বিস্তারি বর্ণিব ॥ নিজ ইষ্ট অন্তর্দ্দশার অর্থ সবিশেষ। সেই অর্থ বিস্তারিব জানিতে উদ্দেশ ॥ অতঃপর লীলা শুক মহাভাগবত। বেশ্যা মুখে রাধা কৃষ্ণ লীলা শুনে যত ॥ রাধা কৃষ্ণ অনুরাগ প্রবন্ধ শুনিয়া। অতি লোভ উপজিল আপনার হিয়া ॥ রাগানুগা মার্গে কৃষ্ণ ভজন করিতে। পরম লালসা তার বাঢ়িগেল চিত্তে ॥ এই রাগানুগা পথে অন্য ভক্তগণ। উৎপন্ন রতি কৃষ্ণে সাধক লক্ষণ ॥ তোহারাহ বাঞ্ছিত দেহ মনেতে কল্পিয়া কৃষ্ণ সেবা আদি করে একান্ত হইয়া ॥ জাত রতি গণে তাহা সদা স্ফূর্ত্তিহয়। নিজ সুখ দুঃখে তাহা কভু না বাধয় ॥ লীলা শুকে উপজিল মধুর জাতি রতি। ক্রম

অনুরাগ দশা তাতে প্রাপ্ত অতি॥ সদা সেই দেহ স্ফূর্ত্তি হয় তার মনে। রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে যেসব লক্ষণে॥

তথাহি॥ ইষ্টেস্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভবেৎ ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোচ্যতে॥ বিরাজন্তী মভিব্যক্তং ব্রজবাসী জনাদিষু। রাগাত্মিকা মনুসৃতা যাসা রাগানুগোচ্যতে॥ রাগাত্মিকৈক নিষ্ঠা যে ব্রজবাসী জনাদয়ঃ। তেসাং ভাবাপ্ত যেল্লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্॥ তত্তদ্ভাবাদি মাধুর্য্য শ্রুতেধীর্য্যদপেক্ষতে। নাত্র শাস্ত্রং নযুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎ পত্তি লক্ষণ মিতি॥ যথোজ্জ্বলনীলমণৌ॥ স্যাদ্দৃঢেয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহ ক্রমাদয়ং। স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগো নুরাগো ভাব ইত্যপি॥ বীজমীক্ষুসচঃ। রসঃস গুড়ঃ খণ্ডএবসঃ। সসর্করা শিতা সৌস্যাৎসা যথা স্যাৎ সিতোৎপলেতি॥

॥ তত্রানুরাগ লক্ষণং॥

সদানুভূত মপিযঃ কুর্য্যান্নব নবপ্রিয়ং। রাগোভ্ভবেন্নবনবঃ সোনুরাগ ইতীর্য্যতে॥ পদ॥

এই সব কথা আগে সব ব্যক্ত হবে। তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কহি কিছু এবে॥ কৃষ্ণ পার্শ্বে সর্ব্ব মুখ্যা রাধা গুণবতী। অনুরাগ সৌভাগ্য পূর্ণা পূর্ব্বে যার খ্যাতি॥ তার পার্শ্বে আছে সখী তার উপাসিকা। আপনাকে তার মাঝে জানে সেই একা॥

চাতুর্য্যৈক নিদান সীম চপলাপাঙ্গচ্ছটা মন্থরং লাবণ্যামৃতবীচি লোলিত দৃশং লক্ষ্মী কটাক্ষাদৃ

তং। কালিন্দী পুলিনাঙ্গণ প্রণয়িনং কামাবতারা
ঙ্কুরং, বালং নীলমণি বয়মধুরিমস্বারাজ্যমারা
ধ্নুমঃ॥৩॥পদ॥

পশ্চাস্বয়া বাহ্যদশোৎথমর্থং সংগৃহ্ন তাদাবপিবক্তুমহং। অন্ত
র্দ্দশোৎথঃ সবিশেষমর্থঃ পূর্ব্বং নিজেষৈঃ কিলকথ্যতেসৌ॥
অথাস্যতদ্বেশ্যা বক্তুাচ্ছ্রীরাধায়াঃ শ্রীকৃষ্ণানুরাগাদি শ্রবণ
জাতলোভত্বাৎ রাগানুগামার্গেনৈব ভজনং। অত্ররাগানুগা
মার্গে অনুৎপন্নরতিঃ সাধকভক্তৈরপি স্বেপ্সিতসিদ্ধদেহং মন
সিপরিকল্প্যভগবৎ সেবাদিকং ক্রিয়তে জাতরতীনাং স্বয়মেব
তদ্দেহস্ফূর্ত্তিঃ অসত্যপন্নামধুর জাতীয়ারতিঃ ক্রমেণানুরাগ
দশাং প্রাপ্তাং তত্তদ্দেহৈ স্ফূর্ত্তিঃ সদৈব॥ যথা শ্রীভক্তিরসামৃত
সিন্ধৌ॥ ইষ্টেস্বারসিকীরাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। তন্ময়ীযা
ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্ররাগাত্মিকোচ্যতে॥ বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজ
বাসী জনাদিষু। রাগাত্মিকামনুসৃতা যাসারাগানুগোচ্যতে॥
রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠায়ে ব্রজবাসি জনাদয়ঃ। তেষাভাবাপ্তয়ে
লুব্ধা ভবেদত্রাধিকারবান্॥ তত্তদ্ভাবাদি মাধুর্য্য শ্রুতেধীর্যদ
পেক্ষতে। নাত্রশাস্ত্রং নযুক্তীঞ্চ তল্লোভাৎ পত্তিলক্ষণং॥ যথো
জ্জ্বলনীলমণৌ। স্যাদ্দৃঢেয়ং রতিঃ প্রেমাপ্রোদ্যন্ স্নেহঃ
ক্রমাদয়ং। স্যান্মানঃ প্রণয়োরাগো অনুরাগোভাব ইত্যাদি॥
বীজমিক্ষুঃ সচরসঃ সগুড়ঃ খণ্ডএবসঃ। সর্করাসিতাসাচ স্যাৎযথা
স্যাৎ সিতোপলা ইতি॥—

॥ তত্রানুরাগ লক্ষণং॥

সদানুভূত মপিযঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং। রাগোভবেন্নবনবঃ
সোনুরাগ ইতীর্য্যতে। তথৈবাগ্রে সর্ব্বং ব্যক্তীভবিষ্যতি। ততঃ
শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বে সর্ব্বমুখ্যায়াঃ ধুর্ব্বশ্রুতানুরাগে সৌভাগ্যায়াঃ

শ্রীরাধায়াঃ পার্শ্বস্থ সখীশ্চ তদ্রূপালকানাং মধ্যে আত্মানং তাদৃশীমেকাং জানন্নাহচাতুর্য্যেতি অমীবযং তৎ পরিবার রূপাবালং কিশোরং আস্তাধুমঃচামরান্দোলনতাম্বুল দানাদিনা সেবামাহ পূর্ব্বং কিশোরাকৃতি ত্বেন নিরূপিত ত্বাৎ মাত্রাপি তল্লীলায়াএব বর্ণিতত্বাৎ৷ মৃত্যলঙ্কারাদিষু ত্রিবিধবয়োবিবেচনে বাল্যমাষোড়শাস্তাব্দ মিতি প্রসিদ্ধেশ্চ বালশব্দেনাত্র কিশোর এবোচ্যত। অন্যথা ব্যাখ্যায়াং কামাবতারাঙ্কুরত্বা সম্ভবাৎ। তথাবালঞ্চ কামাবতারস্য তৎ প্রাকট্যস্যাঙ্কুরোযস্মিনিতি কিশোরমিত্যর্থঃ। এবমগ্রেপিজ্ঞেয়ং কীদৃশং নীলং ইন্দ্রনীল মণিবৎ শ্যামং মূর্ত্তিং শৃঙ্গার রসমিত্যর্থঃ। যদুক্তং। শৃঙ্গারঃ সখিমূর্ত্তিমানিতি। তথারাসরঙ্গ কালিন্দী পুলিনাঙ্গনাম্বর মাধুরী চতুঃশালিকায়া অঙ্গনং তত্রপ্রণয়িনং সদাতত্র বিলসন্ত মিত্যর্থঃ। তথাপ্রবল লজ্জাবাম্যাভ্যাং পরোৎকণ্ঠায়াসপ্যধো মুখতয়াস্থিতায়াঃ লক্ষ্যস্তঃ শ্রীরাধায়াঃ কটাক্ষে তৎ প্রাপ্তাবাদৃতং সাদরং তথাপরিতঃ স্থিতাস্বপ্যন্যাসু শ্রীরাধায়াএবলাবণ্যামৃত বীচিভির্লোলিতে সতৃষ্ণী কৃতৌদৃশৌযস্যতং। অতোহন্যাস্ত্যক্ত্বা তয়াসহ নীলোৎকণ্ঠায়াঃ সর্ব্বসমাধান পূর্ব্বক মন্যালক্ষিত প্রেরণয়াঃ তন্নিষক্রামণাস্বনিষক্রামণাদিষু তস্যচাতুরী স্ফূর্ত্যাহ চাতুর্য্যাণাং নেত্রান্তাদি দ্বারৈব তত্তজ্জাপন রূপাণাং যানি একানিমুখ্যানি নিদানানি অপিকারণানি তেষাং সীমা অবধি রূপশ্চপলশ্চঞ্চলঃ যোহপাঙ্গস্তস্য ছটায়া তাং রাধাং মন্থরং ষতিস্তব্ধং করোতীতিতাং। যদ্বাযাতা লক্ষ্যাঃস্তস্যাঃ কটাক্ষেণ তবাদৃতং সঙ্কেতজ্ঞানমীদং জ্ঞাপয়তিবয়মিতি তদভিলসন্ত মিত্যর্থঃ। যদ্বাশ্রিয়ঃ কান্তা কান্তঃ পরমপুরুষ ইত্যাদি লক্ষ্মী সহস্রশত সম্ভ্রম সেব্যমান মিত্যাদি ব্রহ্মসংহি

তাদ্যনুসারেণ লক্ষ্মীণাং ব্রজবালানাং কটাক্ষৈরালক্ষমপি তাদৃক্ চাতুর্য্যৈক নিদান সীমারাশ্চপলয়া স্তল্লীলার্থং জাত চাপল্যায়াঃ যোঽপাঙ্গস্তচ্ছটাদিভির্ম্মন্থরং জাতস্তব্ধ তয়াতত্তৎ ক্রিয়াদিষ্বপ্যশক্তংস্মর । তথাপ্রেমৈব গোপরামাণাং কামইত্যাগমৎ প্রথামিত্যাদ্যনুসারেণ কামস্যতদ্বিষয় প্রেমবিশেষস্য যোঽবতারঃ প্রাকট্যং তস্যাঙ্কুরঃ প্ররোহো যস্মাত্তং সর্ব্বমাধুর্য্যমনুভুয়াহমর্দ্ধিতি মধুরিম্নাম্বারাহ্য তং সর্ব্বমৈবৈব সুলভমিত্যর্থঃ। অত্রাস্যতস্যাঃ সখ্যেনানুগতিঃ শ্রীরাধাপয়োধরে৷— সঙ্গেত্যাদৌ যেবাশৈ শবচাপল্য ব্যতিকরা রাধাবরোধোন্মুখা ইত্যাদৌচ ব্যক্তমেব ॥ বাহ্য দশার্থস্তেবং স্বসঙ্গিনঃ প্রত্যেবন কেবল তাদৃশং বস্তস্তোবমাত্রং বয়মপিতদ্রূপাস্মহ ইত্যাহ অমীবয়ং জানন্ত এবজানন্ত ইত্যাদিনা নায়ংসুখাপোভগবানিত্যাদিনা বিধি শুকাদিভি স্তুতং বালং আরাধনুমঃ । ইতি স্বরবৈজাত্যা আশ্চর্য্যদ্যোতনং । স্বস্যতদ্বহিম্মুখ পূর্ব্বদশা স্মৃত্যা অদশাঃ প্রয়োগঃ তান্ক্রোড়ীকৃত্যবহুত্বং প্রয়োগশ্চতমেবাশ্রয়নীয়ং নায়ক সদ্গুণৈঃ বিশিনস্তি তত্রকালিন্দীতি সদাবিলসিতত্বমুক্তং মধুরিমেতি রুচিত্বং । তাসামাকর্ষণ উপেক্ষা প্রত্যায়ক বাগ্ভঙ্গী প্রার্থনাদি চাতুরীস্ফূর্ত্যাহ চাতুর্য্যেতি অনেন বৈদগ্ধ্যং চপলেতি মনোহরত্বং চপলানাং অপাঙ্গচ্ছটাভির্ম্মন্থরং স্তব্ধমিতি প্রেমবৈবশ্যত্বং । তস্যামুখেন্দু দর্শনাদুচ্ছলিতোয়ে লাবণ্যামৃতার্ণব স্তদমৃতবীচিভি র্লোলিতাঃ সতুষ্টীকৃতাঃ তস্যাঃ পশ্যতাঞ্চ দৃশো যেনতি সৌন্দর্য্যং । বেণুনাদাকৃষ্ণয়ালভসিস্থিত স্বালক্ষ্যা অপিকটাক্ষৈরাদৃতং সাদরং সলালসমীক্ষমানমিতি নারীগণ মনোহারিত্বং কামানাং চতুর্ব্যূহান্তর্গত প্রদ্যুম্নাখ্য

ষড়্বর্গাণাং নাথানামীশ্বরাণাং তদংশাংশাবতারগণানাং অনন্তব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত প্রাকৃত কামানাং পরস্তাদীয়ানাং অপ্রাকৃত্যপ্রাকট্যস্য অঙ্কুরং প্রথমোদ্ভিন্নং কোমলকন্দং সংপ্রাকৃতা প্রাকৃত কন্দর্প নিন্দার্থং বৃন্দাবনাজির কন্দর্প মিত্যর্থঃ । অস্য মাহৌ কামগায়ত্র্যা কামবীজেন চ উক্তপেশোপাস্যত্বাৎ ও কোটি বিমোহনাশেষ চিত্তকর্ষক সহজ মধুর ত্রমালাবণ্যামৃত পারাবর্ণবেণ মহানুভাবচয়ানুভূয়মান তত্ত্বহি। প্রভাবনিবন্ধেন শ্রীমন্মদন গোপাল রূপেণাধুনাপি শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজমানত্বাচ্চ অনেন সর্ব্বাবতার বীজত্ব সর্ব্বমাধুর্য্যে শক্তে, রাসলীলা অস্য চ, ষড়্রসাসংস্বাদ্যতেহনিশং । হরের্বৈদগ্ধ্যতাৎপর্য্যা রাধাসৌভাগ্য স্ফূর্ত্তিঃ ॥ ৩ ॥

রাধিকার পরিবার আমি সর্ব্বথায় । আরাধিব কিশোর শেখর শ্যাম রায় ॥ চামর দোলাব আর যোগাব তাম্বুল । পাদ সম্বাহন আদি সেবা অনুকূল ॥ বাল শব্দে কিশোর বয়স শাস্ত্রে কহে । স্মৃতি অলঙ্কার আদ্যে ইহা ব্যক্ত হয়ে ॥ ত্রিবিধা বয়স কৃষ্ণের বিবেচনা কাজে। ষোড়শাব্দ অন্তবাল্য তাতে কহিয়াছে ॥ এই লাগি বালশব্দে কিশোর কহিয়ে । এই মত এই গ্রন্থে সর্ব্বত্র বুঝিয়ে ॥ আর কহি বাল শব্দে কাম অবতার । প্রকট অঙ্কুর যেন বিনোদ আকার ॥ কিশোর আকার কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন । ইন্দ্র নীলমণি শ্যাম বর্ণ মনোরম॥ কেবল শৃঙ্গার রসায়ন মূর্ত্তিমান । শ্রীগীত গোবিন্দ যার লীলা রস পাণ ॥

॥ শৃঙ্গার রসমানেতি ॥

মন্মথরার চতঃসালা কালিন্দী পুলিনে । রাস রঙ্গ লীলা

করে তাহার অর্জনে ॥ কালিন্দী পুলিন তার অতিপ্রিয় স্থান। প্রিয়া লৈয়া লীলা তাহা করে অনিবার॥ অতিলজ্জা বাম্য আর অতি উৎকণ্ঠিতা। অধোমুখী সদা রহে সেই যে রাধিকা ॥ তাহার কটাক্ষ যার আদর অপার। আদরে ভজিব আমি চরণ তাঁহার ॥ রাস মধ্যে শত কোটি গোপী সঙ্গে লীলা। রাধার লাবণ্যে যেহ আকৃষ্ট হইলা॥ রাধার লাবণ্য সুধা তরঙ্গে ভরল। সদাই তৃষিত নেত্র যাহার প্রবল॥ সেই কৃষ্ণ ভজিব আমি এই মনে দৃঢ় হৃদয়ে লালসা মোর বাড়ি গেল বড় ॥ রাস মধ্যে অন্য গোপী গণ তেয়াগিয়া। রাধা সঙ্গে কুঞ্জ লীলায় ভুলে যার হিয়া॥ নেত্র অন্তঃদ্বারে তাহা ব্যক্ত জানাইতো॥ চপল অপাঙ্গ ছটা সীমা রূপ যাতো॥ এই যে নয়ন ভঙ্গী বুঝেন রাধিকা। অন্য কেহো নাহি বুঝে তাহাতে অধিকা॥ কিম্বা রাধা কটাক্ষেতে আদর যাহার। সঙ্কেত জানিয়া তেহ করে অঙ্গীকার॥ যাহাতে চঞ্চল যার অপাঙ্গের ছটা। তাহারে ভজিব আমি মনে হর্ষ ঘটা॥

॥ যদ্বা তথাহি ॥ শ্রিয়ঃ কান্তা কান্তঃ পরম পুরুষ ইত্যাদি। লক্ষ্মী সহস্র শত সংভ্রম সেব্য মান মিত্যাদি॥

লক্ষ্মী গণ কহিতে কহি ব্রজদেবী গণ। কটাক্ষেহ যদ্যপিহ আদর সঘন ॥ চাতুর্য্য নিদান মাত্র এক যেই সীমা। সেই যে লীলায় যার লোভ অনুপামা ॥ রাধার অপাঙ্গ ছটায় মন্থর হইয়া। স্তব্ধ হৈয়া রহে তাতে শক্তি তেয়াগিয়া॥

তথাহি॥ প্রেমৈব গোপরামানাং কাম ইত্যগমৎপ্রথা॥

কাম শব্দ তাহার বিষয়ে প্রেম কহি। তারযেই অবতার
অঙ্কুর উদই ॥ তাহারে ভজিব আমি হইয়া একান্ত।
কহিতেই দেখে সর্ব্ব মাধুর্য্যের অন্ত ॥ মাধুর্য্য সারাস্য
ময় এই কৃষ্ণে হয়। সকল সুলভ এথা মাধুর্য্য আলয় ॥
রাধিকার সখী ভাব লীলা শুকমনে। প্রকট হইল এক্ষে
তাহারি বচনে ॥

রাধা পয়োধরা সঙ্গ শায়নে শেষশায়নে ॥

বাহ্যদেশ। অর্থএবে কহিয়ে ইহার। ভঙ্গীপ্রতি লীলা
শুকযে কৈল প্রচার ॥ পূর্ব্বে যে কহিলাঙ বস্তুনিয়ম তো
মারে। কেবল সেবস্তু নহে আর আছে আরে। আমরা সভা
ই বারকরি আরাধনে। কৃষ্ণাশুক আদি তারে করিলা স্তবনে

জানন্তু এবজানন্তি ইত্যাদি ॥

নীলায়ং সুধাপো ভগবানেতি ॥ • ॥ সেইযে কিশোর
শ্যাম করি আরাধন। আশুনীয় তেঁহ সর্ব্ব নায়ক উত্তম
বিশেষে কালিন্দী কূলে সদাই বিলসে। অতিশয় সুমা
ধুরী যাহাতে প্রকাশে ॥ কহিতেই যেনরাসে গোপাঙ্গনা
আনি। উপেক্ষা করয়ে হেন কহে ভঙ্গি বাণী ॥ প্রার্থনা
জানায় তাতে বচন কৌশলে। এইস্ফূর্ত্তে লীলা শুক কহ
য়ে সত্বরে। চাতুর্য্যেকেতি ॥ • ॥ বৈদগ্ধ চাপল্য নিজ
প্রকাশ করিলা। মোহনত্ব আপনার তাতে জানাইলা ॥
তারা যে চপলা গণ অপাঙ্গ ছটাতে। মন্থর হইল এই
প্রেম বশ্য রীতে ॥ রাধিকাদি মুখ চন্দ্র দর্শন হইতে।
উর্চ্ছলিল লাবণ্য অমৃত সিন্ধু যাতে ॥ তাহার তরঙ্গে তারে
তর্ষিত করিয়া। তাসভারে দেখে যেঁহো সুখাবিষ্ট হৈয়া।
এইত সৌন্দর্য্য পূর্ণ ইহাতে প্রবল। অন্যোন্য চঞ্চল

নেত্র মুখে মৃদু হাস ॥ বেণু ধ্বনি করি আকর্ষিলা লক্ষ্মী গণ । কটাক্ষে সৃজিলা তারা লোভিত হৈয়া মন ॥ নারীগণ মনোহারি লীলার প্রকাশ । নাপাইলা সঙ্গী লক্ষ্মী গেলা দুঃখে বাস ॥ চতুর্ব্যূহ অন্তরেতে যত কাম গণ । প্রদ্যুম্নাখ্য আদি স্বস্বরূপ মনোরম ॥ শাখা স্থানী গণ আর আছে কত কত । তার অংশ লেশাভাষ রূপ যত যুক্ত ॥ অনন্ত বৈকুণ্ঠ মধ্যে যত কাম গণ । পত্র স্থানী আছে তার নাহয় গণন ॥ তার অবতারী কৃষ্ণ প্রাকট্য অঙ্কুর । বৃন্দা বনে নব কাম দেব সর্ব্ব মূল ॥ প্রাকৃতাপ্রাকৃত যত কন্দর্পের গণ । প্রথম কোমল স্কন্ধ অংশ মনোরম ॥ আগমাদি শাস্ত্রে কাম গায়ত্রী কাম বীজে । তার উপাসনা করে সর্ব্ব ভাবে ভজে ॥ কোটি মনোমথ এই রূপের প্রকাশ । সর্ব্ব চিত্ত আকর্ষক সহজ বিলাস ॥ লাবণ্য মধুরোত্তম অমৃতের সিন্ধু । মহা অনুভাবচয়ে অনুভাবে বিন্দু ॥ সেই২ মহা মহা প্রভাবের গণ । মহামহাশয় সবে করে আস্বাদন ॥ অদ্যাবধি মদন গোপাল রূপ ধরি । বৃন্দাবনে বিরাজয়ে সঙ্গে ব্রজনারী ॥ সর্ব্ব অবতার বীজ মাধুর্য্য আলয় বৈদগ্ধ্য চাতুর্য্য সর্ব্ব রসের আশ্রয় ॥ এই কৃষ্ণ আরাধিম মোর মনে লয় । যাতে লোভিত হয় মন সেইসে মিলয় ॥ জয় জয় রাসলীলা জয় রাসলীলা । অহর্নিশি এইলীলা যেহ বোঝাইলা ॥ কৃষ্ণ বৈদগ্ধতা ভেরী সঘন বাজায় রাধার সৌভাগ্য ময় দুন্দুভি ঘোষায় ॥ ॥

চতুর্থ শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিতে । আভাষ লিখিয়ে তার টীকা অভিমতে ॥ এই লীলা শুকের বাহ্য তিন দশা হয় । প্রথমে কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তে স্ফূর্ত্তি জ্ঞান হয় ॥

দ্বিতীয়েত হয় স্ফূর্ত্তি সাক্ষাৎকার ভ্রম। তৃতীয়ে সাক্ষাৎ কার এইত লক্ষণ ॥ মধুর জাতিয় ভাব আশ্রয় হইতে। পূর্ব্ব রাগ বিপ্রলম্ভ উৎপন্ন তাহাতে ॥ প্রথমে লালসা দশা উৎপন্ন হইল। যদ্যপি চিত্তেতে তার লালসা স্ফুরিল ॥ বাহ্য দশা উত্থাপিত দৈন্য বৈকল্যতা। তাহাতে ব্যাপিত মন হইল সর্ব্বথা ॥ শ্রীরাসবিলাসীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তির লাগিয়া। অষ্টাদশ শ্লোক কয়ে প্রার্থনা যাচিয়া।

অনিস্পর্শ্ব সখানি ইত্যাদিবৎ ॥

একশ্লোকে আপনার নিশ্চয় কহিলা। তবে রাসে কৃষ্ণ অন্ত র্দ্ধ্যান স্ফূর্ত্তি হৈলা ॥ তাতে গোপীগণ কৃষ্ণ দর্শন লাগি য়া। উৎকণ্ঠাতে ফিরে তারা প্রলাপ করিয়া ॥ তাহা দেখিবারে স্ফূর্ত্তি প্রার্থনা করয়। তেত্তিস শ্লোকেতে লীলা শুক নির্ব্বাহয় ॥ তবে স্ফূর্ত্তি সাক্ষাৎকার ভ্রম অতিশয় পঞ্চ শ্লোকে বিশেষিয়া করিল নিশ্চয় ॥ পুনর্ব্বার দরশন লাগি উৎকণ্ঠিত। সপ্ত শ্লোকে সেইসব করিল নিশ্চিত ॥ সাক্ষাত দর্শন তবে হইল তাহার। বাক্য মন অগোচর বর্ণনা প্রচার ॥ অষ্টবিংশতি তার শ্লোক মনোহর। উক্তিপ্রত্যুক্তি কৃষ্ণ সঙ্গে তারপর ॥ সপ্তদশ শ্লোকে তাহা করিল বিস্তার। এইরূপে ক্রমে অর্থ করিয়ে প্রচার তাহার প্রথম লীলা রাধিকার সনে। নিভৃতে করিতে সাধ বাঢে কৃষ্ণ মনে ॥ সর্ব্ব সমাধান লাগি সর্ব্ব গোপী সনে। বাহু প্রসারাদি লীলা করে হর্ষমনে ॥ রাধা আর গোপীগণের উৎকণ্ঠা বাঢাইতে। রাসে নানা লীলা করে কৃষ্ণ নানা মতে ॥ ১ ॥ উভয়য় রতিপতি মিত্যাদি বচঃ ॥ রাধাআদি গোপাঙ্গনা সনে কৃষ্ণচন্দ্র। রাস লীলা করে

মনে পাইয়া আনন্দ ॥ সেই রাসলীলা স্ফূর্ত্তি হৈলা লীলা শুকে। নিজ সম সখী প্রতি কহে নিজ মুখে ॥

বর্হোত্তংস বিলাস কুন্তল ভরং মাধুর্য্য মগ্নাননং
প্রোন্মীলন্নবযৌবনং প্রবিলসদ্বেণু প্রণাদামৃতং।
আপীন স্তনকুট্মলাভিরভিতো গোপীভি রারা-
ধিতং জ্যোতি শ্চেতসিজনশ্চকাস্তু জগতা
মেকাভি রামাদ্ভুতং ॥৪॥

অথাস্য বাহ্যেতিমোপ্রেমদশাদৃশ্যন্তে প্রথমংস্ফূর্ত্তিজ্ঞানং ততঃ স্ফূর্ত্তি সাক্ষাৎ কারয়োভ্র মঃ ততঃ সাক্ষাৎ কার ইতি তত্রাস্য মধুর জাতীয় ভাবাশ্রয়ত্বাৎ পূর্ব্বরাগ বিপ্রলম্ভোৎপন্ন লালসা দশোৎ পন্নাস্তিযাস্ত স্ফূর্ত্যাদপি বাহ্য দশোপ্যন্য বৈকুণ্ঠাদি বাসিত মনস্তয়া রাসবিলাসিন স্তস্য স্ফূর্ত্তি প্রার্থন মেবাষ্টা দশভিঃ তানিস্পার্শ সুখানিতেচ তরলামৃত্যাদৌ সাবিম্বাধর মাধুরীতি বিষয়াসঙ্গেপি চেন্মানসং তস্যাঃ নগ্নসমাধি হন্তবিরহ ব্যাধিঃ কথং বর্দ্ধত ইতিবৎ অতএকেন স নিশ্চয় কথনং ততোগো পীনাং রাসান্তর্হ্বিত কৃষ্ণদর্শনোৎ কণ্ঠাপ্রলাপ স্ফূর্ত্যা তদ্দর্শনায় প্রার্থনং ত্রয়স্ত্রিংশতা ততঃ স্ফূর্ত্তি সাক্ষাৎ কারয়ো ভ্রমঃ পঞ্চ ভিঃ পুনঃ দর্শন প্রার্থনং সপ্ততিঃ। ততঃ সাক্ষাত্তদ্দর্শনত্ত্বং বাঙ্মনসাগোচরত্ত্বেন তদ্বর্ণনমষ্টাবিংশত্যা। ততস্তেন সহো ক্তিঃ প্রত্যুক্তিঃ সপ্তদশভি রিতিক্রমঃ তত্রাদৌ তয়াসহ নিভৃত লীলোৎকণ্ঠয়া সর্ব্বসমাধানার্থং বাহুপ্রসারে ত্যাদিবৎ। তথা তস্যাস্তাসং তদ্বৎ কণ্ঠাং বর্দ্ধয়িতু মুত্তস্বরস্মৃতিপাতিমিত্যাদিবচ্চ তাভিঃসহবিলসত স্তস্য স্ফূর্ত্ত্যাস্বসমাধান সখীঃপ্রত্যাহ প্রথমং তন্নাবণ্যচ্ছটাচ্ছুরিতং তদ্ভূষণাম্বরগোপী লাবণ্যভূষা দিভেদাভিঃ পুঞ্জং নির্দ্দিশেৎতয়ান্যভিয় এব জাতাহ্লাদ লোভাৎ সসম্ভ্রমমাহ

ইদংজ্যোতিঃস্বপরপ্রকাশকং।মনোনেত্ররসায়নং রঞ্জনংচেতসি চকাস্তু। অথবিশেষ স্ফূর্ত্যাহ কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ডাধর স্মিতাদীনং মাধুর্য্যং তৎ প্রবাহেমগ্নং কৃতমজ্জনমাননং যস্য তং। সমগ্র বিশেষ স্ফূর্ত্যাহ প্রকর্ষেণ উন্মীল নবযৌবনং চরণ কৈশোরং যস্য কং তদা বর্হোত্তং সস্যযোবিলাসঃ নৃত্যগত্যামন্দানি নেত্রান্দোলনখণ্ডছ্যুক্তং সন্তসভরস্তৎ কলাপোয়স্য। তথা স্বরালা পাদি ভঙ্গীভিঃ প্রকর্ষেণ যেবেণোর্নাদাঃ প্রকৃষ্টাস্তত্ররাতি মধুর ত্বাৎ সুস্কস্বাক্ষরাদি জীবদত্ত্বচ্ছামৃতানি তানিয়াস্মিন্ তৎ তথা গোপীভি রঞ্জিতঃ চম্বনালিঙ্গনাদিভি রারাধিতং সেবিতং। আপীনানিস্তন ঘটাঃ লানিযাসাং তাভিঃ তথাজগতাং তৎস্পর্শ দক্ষয়াভিতঃ হটিলং ভ্রমন্তীনাং তাসাং মধ্যে একস্যাং শ্রীরাধা য়াং অভিসন্ধিতো ভাবেন যোরামঃ রমণং তেনপাশ্যতাং স্মরতাং চাদ্ভুতং চমৎকারস্বং তয়াসহমিথস্কন্ধন্যস্ত হস্তয়ারু তনুত্যত্বাৎ। বাহ্যেতান্ প্রত্যেবাহ অর্থঃ সএব কিং ত্রিজগতাং একং প্রধানং অভিরামমদ্ভুতঞ্চ যন্নতৎ ॥ ৪ ॥

প্রথমত কৃষ্ণের লাবণ্য ছটা সনে। ভূষণ অম্বর কান্তি ঘটা উছলনে ॥ তৈছে গোপাঙ্গনা অঙ্গ লাবণ্যের ছটা। তার বিভূষণ বাস জ্যোতি পুঞ্জ ঘটা ॥ নির্ব্বিশেষ জ্যোতিপঞ্জ দেখি লোভ হৈল। সসংভ্রম হৈয়ে কিছু কহিতে লাগিল নিজ পর প্রকাশক এই জ্যোতিপুঞ্জ। মন নেত্র রসায়ন সর্ব্বজন রঞ্জ ॥ আমার মনেত সদা রহুক লাগিয়া। তিল এক কভু যেন নাছাড়য়ে হিয়া ॥ এতেক কহিতে অল্প বিশেষ স্ফূরিলা। তাহার কারণে কিছু কহিতে লাগিলা কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ড অধর মাধুরী। মন্দ হাস্য তাহে বচন চাতুরী ॥ মাধুর্য্য প্রবাহে মগ্ন কৃষ্ণের আনন। দেখ

দেখ সুমাধুর্য্যে কররে মঞ্জন ॥ কাহতেই আমগ্রী বিশেষ স্ফূর্ত্তি হৈলা । বিবরিয়া সেই কথা কহিতে লাগিলা নবীন যৌবন বয়ঃ উদয় হইল । চরম কৈশোর স্থির হইয়া রহিল ॥ চাঁচর কেশের চূড়া তাতে মনোহর। তাহাতে বর্হিয়া শোভে পরম সুন্দর ॥ নটন গমনে মন্দ বাতাসে দোলায় । তাহার বিলাসে সদা ভুবন ভুলায় ॥ কিম্বা ধরে বিলাস মুরলী মনোহর । স্বরভঙ্গ আলাপনে মাধুরী বিস্তর । কেবল অমৃত ধ্বনি সদা বরিষয়॥ শুষ্ক কাষ্ঠ আদি গণে জীবন্ত রচয় ॥ তাতে মুগ্ধ হৈয়া রহু গোপাঙ্গনা গণ । চুম্ব আলিঙ্গনে সদা করয়ে সেবন ॥ তথা জগজ্জন মনে স্পর্শ তৃষ্ণা হয় । হেনরূপ শোভা সখী বর্ণন নাহয় গোপ কিশোরির মধ্যে রাধা গুণ বতী ॥ রাসমধ্যে দেখ কৃষ্ণের যাতে অতি আর্ত্তি ॥ দুহুস্কন্ধে দুহু বাহু আরোপণ করি । অন্যোন্যে নাচে সুখে সর্ব্ব মনোহারি ॥ রাধাতেই কৃষ্ণ মন নয়ন বিলাসে । দরশনে কার মনে সুখ যেনা আইসে ॥ এইত কহিল শ্লোকের অন্তর্দ্দশার অর্থ । বাহ্য অর্থ স্পষ্ট আছে সঙ্গী প্রতি সর্ব্ব ॥ ত্রিজগতের প্রধান এক অভিরাম রূপ । বৃন্দাবনে আছে সর্ব্ব মাধুর্য্যের ভূপ ॥ কহিতেই পুনঃ অতি মাধুর্য্য স্ফূরিলা । সম সখী প্রতি কহে লালসা বাড়িল ॥

মধুর তর স্মিতামৃত বিমুগ্ধ মুখাম্বুরুহং মদ শিখি
পিঞ্ছ লাঞ্ছিত কচপুচয়ং । বিষয় বিষামিষ গ্রসন
গৃধ্নু চেতসি মে বিপুল নি লোচন কমপিধাম
চকাস্তি চিরং ॥ ৫ ॥

পুনরতি মাধুর্য্যস্ফূর্ত্ত্যাতাঃ প্রতি স লালসমাহ মধুরেত্যাদি পূর্ব্বরীত্যাহ ইদং কিমপ্যনির্ব্বচনীয়ং ধাম মম চেতসি চিরং চকাস্তু। ননু চিত্তসন্তাপকস্যাস্য স্মৃতি লালসয়াহলমিত্যত্র চিতংভাব ভূষয়ন্নাহ কীদৃশং বিশেষণ দ্বিসনোতি স্বমাধুর্য্য মধুনিমালাভৃঙ্গং বধ্নাতীতি বিষয়ং তচ্চ বিষবদ্দাহকত্বাচ্চ বিষং। তথাপ্যস্য মৃতবদামিষং লোল্যংযদেতদ্ধাম তস্যেষত্র সনংঝাটিত্যতস্যাত করণং তত্র গুষন্ সম্পটং যস্মিন্। তদুক্তং। পীড়াভির্নব কালকূট কটুতা গর্ভস্য নির্ব্বাসন মিত্যাদৌ। তত্র হেতু মাহ মধুর তরং যৎ স্মিতামৃতং তেন বিমুগ্ধং মনোহরং মুখাম্বুরুহং যস্য তথা বিপুলে বিলোচনে যস্য। তথা অস্মৎ পিঞ্ছান্যেবায় নবতংসয়তীতি সৌভাগ্য মদযুক্তাঃ। তথা নবঘন নিন্দিতকান্তি দর্শনোন্নত উন্মদ্ধ মদযুক্তাশ্চ যে শিখিনাস্তেষাং পিঞ্ছে লাঞ্ছিত স্বভাব মনোজ্ঞশ্চ কচপ্রচয়োযস্য তথা মধ্যপদ লোপী সমাসঃ। মদাতিশয়াৎ তএব মদরূপা ইতিবা শিখীনাং মণ্ডতোক্ত্যা পিঞ্ছানাং স্ফীত তোক্ত্যা ॥ বাহ্যেতু বিষয়ো বনিতা দিরব্যত সমং। অতঃসএব রূপ যাচেৎ স্ফুরতি তদৈব তৎ স্ফুরণং। অন্যথা তদপিদুর্লভমিতি দৈন্যং আমিষং পলাললোল্যেতি ॥ মেদিনীং মধ্য বস্তু নীতি কোষঃ ॥ ৫ ॥

অস্যার্থ ॥ সখীহে এই কৃষ্ণের অঙ্গের মাধুরী। সদা স্ফূর্ত্তি হউ মোরে জ্যোতিঃপুঞ্জ যেই ধরে রাসমধ্যে নয়ন চাতুরী ॥ ধ্রু ॥

যদি বল এই কৃষ্ণ না পাইলে সদা তৃষ্ণঃ মন হয় তাপিত বিস্তর। ছাড়হ লালসা কাজ সেহ নহে মন লাজ দোষি

মোর হইল অন্তর ॥ ১ ॥ নিজাঙ্গ মাধুরী দানে মনো ভঙ্গ বান্ধি টানে গ্রাস কৈল তাতে মোর মন। দাহক বিশের সম আবিষয়ামৃত যেন পরম লম্পট অনুক্ষণ মনোহর মুখ পদ্ম বিদগ্ধ আনন্দ সদ্ম তাতে সের মধুরীমামৃতে। বিপুল লোচন দ্বয় শ্রবণ পরশে তায় দেখি লোভ নহে কার চিত্তে ॥ মনোজ্ঞ কুন্তল চূড়ে মত্ত শিখি পিঞ্ছ উড়ে কিবা শিখি পিঞ্ছের বন্ধান। কহিতেই কৃষ্ণ মুখে মন মুগ্ধ হৈল সুখে পুনঃ শ্লোক কৈল উচ্চারণ ॥

মুকুলায়মান নয়নাম্বুজং বিভো র্মুরলী নিনাদ মকরন্দনির্ভরং। মুকুরায়মান মৃদু গণ্ডমণ্ডলং মুখ পঙ্কজং মনসি মে বিজৃম্ভতাং। ৬ ॥

অত্র তচ্ছ্রী মুখাব্জ নয় মনস্তবাস লালসমাহ মুকুলায় ইত্যাদি বিভো শ্রুমাধুর্য্য চাতুর্য্য সম্পৎ পূর্ণস্য মুখ পঙ্কজং মে মম মনসি সরসি বিজৃম্ভতাং কীদৃশং মুরলী নিনাদ এব মকরন্দ স্তেন নির্ভরং পূর্ণং। তথাপ্রোজ্বলেন্দ্র নীল মণি মুকুরইবাচর তীতিমুকুরায়মানে মৃদুলী গণ্ড মণ্ডলেযস্মিন তথা স্মরমদন ভাবদাবেশচ মুকুলায়মানে নয়নাম্বুজেয়স্মিন স্ফুট পদ্মোপরি দর বিকসিত পদ্মযুগলশ্চেতস্যাত তৎসমইত্য স্তুতপ মেয়ং। কিংবা হ্যার্থঃ স্পষ্ট এব। প্রথমে প্রকাশনাং দ্বিতীয়ে চিরং তৃতীয়ে বিশেষেণেতি শ্লোক ত্রয়ে ক্রমোণাৎ কণ্ঠাধিকং এব মগ্রেহপি জ্ঞেয়ং ॥

কিম্বা শ্রীগণ্ডমুকুর সংক্রমিতানি তেন মুখ পঙ্কজেন মুকুমখ্যং কর্তুমিবাগতানি তাসাং ভাবোদ্গারি মুকুলায়মান নয়নাম্বুজা- নি শ্রীরাধায়াস্তাদৃশনয়নাম্বুজে খঞ্জরীটস্থানীযেবাযস্মিন্ ॥ ৬ ॥

অস্যার্থ ॥ সখীহে কৃষ্ণমুখ পদ্ম মনোহর। মাধুর্য্য চাতুর্য্যসীম স্ফূর্ত্তি হউ রাত্রিদিন মোর মন মধ্যে স্থল ॥ ধ্রু॥

মুরলী নিনাদ যাতে মকরন্দপূর্ণরীতে মাতায় তরুণী গণ মন। ইন্দু নীলমণি যেন মুকুরসুছটা হেন যাতে মৃদু গণ্ডের সোহন। ১। কাম মদ ভাবোদয় নয়ন অম্বুজ দ্বয় মুকুলায়মান তাতে সদা। স্ফুট পদ্মোপরি যেন অল্প বিকসিত হেন দুই পদ্ম রহয়ে বিষদা॥ ২॥ কিবা গণ্ড দর্পণেত সহযোগী মুখাম্বুজ তাতে সখ্য করিবার আশে। রাধার নয়নাম্বুজ আইল যাতে তার পঙ্ক সে যেন খঞ্জনদ্বয় বৈসে॥ ৩॥ মাধুর্য্যসমুদ্র সার কহিতেই স্ফুর্ত্তি আর শ্লোক এক পড়ে অদ্ভুত। কৃষ্ণের মাধুর্য্য লীলা বর্ণিতেই হইলা লীলা শুক অত্যন্ত স্তম্ভিত॥

কমনীয় কিশোর মুগ্ধমূর্ত্তেঃ কলবেণুক্বণিতাদৃতা
ননেন্দোঃ। মমবাচি বিজৃম্ভতাং মুরারেমধুরিম্নঃ
কণিকাপি কাপি কাপি ॥ ৭ ॥

অথ তন্মাধুর্য্যাব্ধি স্ফূর্ত্যাদি রসেঽপ্যেতদ্বর্ণনেন কৃষ্ণদর্শনবি কলাং প্রিয়সখীং প্রীণয়ামীতি তদন্যস্য ন তদানন্দস্ফূর্ত্যা স্তম্ভিতঃ সন্নাহ মুরারে মুরারিত্ব সাত্তদরেঃ তত্ত্রহিতস্য পরম সুন্দরস্য মধুরিম্নঃ কণিকাপি মমবাচি বিজৃম্ভতাং অল্পকণঃ কণীপশ্চাদল্পার্থকঃ কণিকাসাতি সূক্ষেত্যর্থঃ। তত্রাপি কাপিকাপি কৈশোরশৌষ্টবসবেণু মুখ সম্বন্দিনীত্যর্থঃ। তাং তামেব প্রকাশয়তি কীদৃশঃ কমনীয়াকিশোরী মুগ্ধামনোহরাচ মূর্ত্তির্যস্য তথাকলবেণু কণিতৈরাদৃতঃ সেবিতস্তৈঃ প্রশংসিতা বা মুখেন্দুর্যস্য. বাত্সদৈন্যেদয়াৎ চিত্তে স্ফূর্ত্তিস্তাবদাস্তাং বাচো

পি তত্রাপ্যতি দৈন্যাৎ । নন্বমাধুর্য্যী নামাকরঃ স্ফুর্ত্তিস্তাবৎ
সত্যবকিন্তু মধুরিমা তত্রাপ্যতিতরাং দৈন্যোদয়াৎ নতুমধুরিমা
সিন্ধুঃ কিন্তুতৎ কাণিকাপিয়যাখিল ব্রহ্মাণ্ড মাপ্লাবিতং ক্ষ্যাৎ
স্তত্তোপ্যতি তমাং দৈন্যোদ যাৎ কাপিকাপি যা কাপী
ত্যুক্তিঃ ॥ ৭ ॥

সখীহে সুন্দর মুরারি মধুরিমা । আমার
বচনে আসি সদা করউঁ বিলাসি অতি অলপ
কণার এক কণা ॥ ধ্রু ॥

কৈশোর সৌষ্টব্য যাতে বেণু মুখ বিলসিতে কোন
কোন লীলার সময় । তার তার কণা গণ স্ফুরু মোর
বচন প্রকাশ করিয়া অতিশয় ॥ ১ ॥

এত কহি মনেং করে মাধুর্য্য বর্ণনে রাধিকার সঙ্গে
কৃষ্ণ চন্দ্র । কুঞ্জ মাঝে লীলা কাজে দর্শন উৎকণ্ঠা সাজে
হর্ষে পড়ে শ্লোক পরবন্ধ ॥ ২ ॥

মদসি খণ্ডিশিখণ্ড বিভূষণং মদন মন্থর মঞ্জু
মুখাম্বুজং । ব্রজবধূনয়নাঞ্জনরঞ্জিতং বিজয়তাং
মম বাঙ্ময় জীবিতং ॥ ৮ ॥

অথ মনসি তন্মাধুর্য্য বর্ণয়ন্ তস্যতয়াসহ রহোলীলোৎকণ্ঠা
স্ফূর্ত্ত্যা তদ্দর্শনোৎকণ্ঠয়া স হর্ষমাহ । তদ্বর্ণন বাসিতমনস্তায়া
বাগ্ব্যাপারেকহা স্ফূর্ত্ত্যা হীং মম বাঙ্ময় জীবিতং বিজয়-
তাং তল্লীলার্থং গচ্ছত্বিত্যর্থঃ । যদ্বা মমবাঙ্ময়স্য তস্য জীবিতং
জীবন হেতুস্ততোবিজয়তাংকামময়চিত্তেত্যর্থঃ আয়ুর্ঘৃতমিতি
বৎ কীদৃশং মদেতি পূর্ব্ববৎ । হৃদ্যুচ্ছলিত মদনেন মন্থরং
লালসং তত্তৎ ক্রিয়াসুমুগ্ধঞ্চ মুখাম্বুজং যস্য মানমপি মন্থর
মতি শুভ্রমতি মৃদুং, মুখাম্বুজং মন্যেতিবা মিথশ্চুম্বনেন ব্রজ

রম্যামাং নয়নাঞ্জনৈরঞ্জিতং ॥ মন্মনগলকপোলং মন্তরালোমুখা-
স্ত স্তনযুগল ললাটং চুম্বনস্থানমাহুরিতি ॥ বাহ্যো [illegible]
কথয়ন্তঃ স্মান্ প্রতিকৃতিহিতোভাবোদ্রবব্যবৎ প্রকাশতে ইতি
ন্যায়াৎ তন্মাধুর্য্যময় স্ববাচ্যং তৎ স্বরূপ স্ফুর্ত্যা সর্ব্বমাহ
ইদং বিজয়তাং কাময়চিত্তেত্যাঃ ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ ॥ মোর বাণী প্রাণধন ব্রজরাজ নন্দন জয়
যুক্ত হউ সর্ব্বক্ষণ । রাই সঙ্গে কুঞ্জমাঝে যত রাসলীলা
কাজে সদা চিন্তা করে যার মন ॥ ধ্রু ॥
যার মুখ পদ্ম সদা মন্থর মদন মুদা কাম ক্রিয়া আলস
মোহন । কিবা কাম স্তম্ভ করে মুখাম্বুজ মনোহরে কোটি
কাম জিনিয়া সোহন ॥ মদমত্ত শিখি পুচ্ছ চূড়ায়ে কুসুম
গুচ্ছ, তরুণী নয়ন যাতে বান্ধা । রাস মধ্যে ব্রজনারী
চুম্বনে হরষ হরি অধরে অঞ্জন তাতে রাঙ্গা ॥ এই রূপে
রাসরসে নানা লীলা পরকাশে, সে মাধুর্য্য সব তারে
স্ফুরে ॥ প্রেমের বৈবশ্য হৈতে, অপূর্ব্ব মানয়ে চিত্তে,
বাহ্য গন্ধ সঙ্গে পুনঃ বলে ॥

পল্লবারুণ পাণি পঙ্কজ সঙ্গীবেণুরবাকুলং ফুল্ল
পাটল পাটলী পরিবাদি পাদসরোরুহং । উল্লস
মধুরাধরদ্যুতি মঞ্জরী সরসাননং বল্লবী কুচকুম্ভ
কুঙ্কুম পঙ্কিলং প্রভুমাশ্রয়ে ॥ ৯ ॥

অথ রাসবিলাসিনস্তস্য তন্মাধুর্য্য স্ফূর্ত্যা প্রেমবৈবশ্যাদ
পূর্ব্বমিব তং মত্বা বাহ্যদশা বাসিত মনস্তয়া স্ফুর্ত্তিপ্রার্থনং
স লালস বাহ্যদ্বাভ্যাং । প্রভুমেকবপুর্বৈ আনন্দগোপী বাঞ্ছাপূর্ত্তি
সুনর্থ মহমাশ্রয়ে । কীদৃশং পল্লবাদপ্যরুণয়োঃ পাণিপঙ্কজয়োঃ
সঙ্গিনোবেণুস্তস্যরবৈঃ তাঃ স্বরোল্লাসৈরাকুলয়তী তিতৎ । তত্

অস্যার্থ ॥ সখিহে সর্ব্ব তেজি ভজিব ইহারে। রাসমধ্যে ব্রজনারী; অপাঙ্গ রেখার সারি; নিরন্তর অভ্যাসয়ে যারে ॥ ধ্রু ॥

নয়নের অন্ত যত, অনঙ্গ নালিকা মত, কিছু দূরে রহি সুধাসিন্ধু। পান করে অবিরত, তৃষিত অঙ্গনা কত, যেন নাহি পায় এক বিন্দু ॥ ১ ॥

কিম্বা বিচ্ছেদের ভয়ে, নদী যেন নেত্র বহে; কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্য মধুরিমা। তাহার অভ্যাস কাজে, অঙ্গনা নেত্রান্ত সাজে, নিমিষ পড়িতে নাহি ক্ষমা ॥ ২ ॥

অভঙ্গুর অবক্রতা; নেত্রধারা মনোরতা, কখনে বক্রতা নাহি যারা। তথা অনঙ্গের রেখা; সে রসে রঞ্জিত দেখা যারে রঞ্জে এই নেত্রধারা ॥ ৩ ॥

নেত্রান্তের ভঙ্গিবাণ; মোহে যাতে কোটি কাম, শ্বেতারুণ অঞ্জন রেখায়। রসহিঙ্গুলাদি যেন; বান সাজে সুমোহন, তেনবান করে যার গায় ॥ ৪ ॥

এতেক কহিতে পুনঃ; দেখে অতি বিলক্ষণ, গোবিন্দের রসিকতা হৈতে। গোপাঙ্গণার বৈদগ্ধতা বাঢে অতিশয় তথা বাঢাইয়া উৎকণ্ঠিতা তাতে ॥ ৫ ॥

তাসভা ছাড়িয়া রাসে; রঙ্গলীলায় মনবাসে, রাইসঙ্গে বিলাসের কাজে। সর্ব্ব সমাধান করে; চুম্বনে আশ্লেষ ধরে, এইরূপে কৃষ্ণের অঙ্গ সাজে ॥ ৬ ॥

সে রূপ কৃষ্ণের দেখি, লীলা শুক হৈল সুখী, রাই সঙ্গে বিলাস দেখিতে। ঔৎসুক বাঢিয়া গেল; শ্লোক বন্ধে প্রকাশিল কেবা পারে সোশ্লোক বর্ণিতে ॥ ৭ ॥

হৃদয়ে মমহৃদ্য বিভ্রমাণাং হৃদয়ং হর্ষ
বিশাল লোলনেত্রং। তরুণং ব্রজবাল সুন্দ
রীণাং তরলং কিঞ্চনধাম সন্নিধত্তাং॥ ১১॥

অথ রসিক শেখরত্বাৎ বৈদগ্ধ্যাত্তাসাং উৎকণ্ঠাং সংবর্দ্ধ্যতাভিঃ স্থা তেষ্বাসহ রহোলীলোৎকণ্ঠয়া সর্ব্ব সমাধানার্থং স্নিগ্ধান্তি কামপীত্ত্যাদিবৎ তাভিঃ সহবিলসন্তং তমালোক্য তদ্দিদৃক্ষয়া সৌৎসক্যমাহ হৃদয়ে মম ইত্যাদি পূর্ব্বরীত্যাহ ইদং কিঞ্চন জ্যোতিঃ পুঞ্জমপি চংক্রমতীত্যনির্ব্বচনীয়ং ধাম মম হৃদয়ে মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতি ন্যায়াৎ হৃৎ স্থিত লীলা বিশেষ সন্নিধত্তাং তদর্থ মেতাভি স্ত্বানয়াসহ শীঘ্রং তত্রগচ্ছতীত্যর্থঃ। হৃদয়ে তত্তন্যাস্ত রীনে শ্রীরাধায়াগৃহ এবেতিবা। কীদৃশং তরুণং নবকিশোরং। তথা ব্রজবালসুন্দরীণাং ব্রজ নব কিশোরীণাং হৃৎ এতিজানা তীতি হৃদয়ং গত্যর্থানাং জ্ঞানার্থত্বাৎ। যদ্বা তাসাং হৃদঃ অন্তঃ শুভাবহোবিধিঃ সৌভাগ্য মিত্যর্থঃ। কীদৃশীনাং হৃদ্যাবিভ্রু মায়া সাং তাসাং তরলং নৃত্যগীত্যা সর্ব্ব সমাধানার্থং চঞ্চলং তাসামেব তরলং হৃন্নায়ক নীলমণিবৎ তন্নিকটস্থিতং বা। তথা হর্ষেণ বিশাল প্রোৎফুল্লে লোলে লোচনে যস্য। তাসাং হৃদ্যা হৃদিভাবায়ে বিভ্রমা স্তেষাং হৃদয়ং তত্ত্বহস্য মিতিবা। বাহ্যেভু প্রকাশতা মন্যৎ সমং॥ ১১॥

অস্যার্থঃ॥ সখিহে এই কান্তি পুঞ্জ মনোরম। আমার হৃদয় মাঝে, চিত্তস্থিত লীলা সাজে, স্ফূর্ত্তিরূপে দিচে দরশন॥ ধ্রু॥

রাসে গোপাঙ্গনা ছাড়ি, যাঞা অঙ্গলীলা বাড়ী, সঙ্গে

লৈয়া স্বাই সখী বৃন্দ। করু তথা রসকেলি, আনন্দ মোহন মেলি, তবে মোর নেত্র হয় ধন্য॥ ১॥

নব কিশোর নট শ্যাম, নব কিশোরীর কাম, জানে সব মনের বিচার। কিম্বা তাসবার হিয়ে, সদাই সৌভাগ্য ময়ে; নানা সুখ করেন প্রচার॥ ২॥

চঞ্চল নৃত্যের গতি সর্ব্ব সমাধান মতি, সর্ব্বনারী জানে মোর কাছে। ব্রজাঙ্গনা হৃদিহার মাঝে যে নায়ক সার নীলমণি প্রায় শোভিয়াছে॥ ৩॥

তথা অতি হর্ষভরে ফুল্ল নেত্রাম্বুজ বরে যার শোভা অতি অদ্ভুত। গোপাঙ্গনা হৃদি ভাব, জানি ভ্রূম অনুভাব জানাইতে যার নেত্রদূত॥ ৪॥

এত বিচারিতে মনে, স্ফূর্ত্তি হৈল সেইক্ষণে, রাস মধ্যে কৃষ্ণের চরণ। যেন অন্য গোপাঙ্গনা, লৈয়া কৈল স্পৃজে জনা তাহে বাঢ়ে লালসার গণ॥ ৫॥

শ্লোক॥ নিখিল ভুবন লক্ষ্মী নিত্যলীলাস্প
দাভ্যাং কমল বিপিনবীথী গর্ব্বসর্ব্বং কষাভ্যাং।
প্রণমদ ভয় দানপ্রৌঢ়ি গাঢ়াদৃতাভ্যাং কিমপি
বহতু চেতঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যাং॥ ১২॥

তথান্যা হৃৎ কমলং সন্তপ্তাস্তনয়োরধাদিতি বৎ। কুয়ামি হৃদি ন্যস্তং তৎপাদ কমলং দৃষ্টামেষং স লালসমাহ। চেতঃশ্রীরাধা য়া ইতি শেষঃ। মদীয় মম হৃদয়েহরুণ পাদসরোরুহাভ্যামা ক্রীড়তামিত্যগ্রেপ্যুক্তেঃকৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যাং কিমপিতৎস্পর্শময়ং সখং হৃত্তুবহতু। কীদৃগভ্যাং কমল বীপিন বীথীনাং তচ্ছ্রী লীলাং পঙ্কেন্দ্রিয়াহ্লাদকানাং, শৈত্য সৌগন্ধ্য কৌমাল্য সৌবর্ণ্য মকরন্দানি ধ্বনিমত্বাদি গুণৈর্যোগর্ব্বস্তস্য সর্ব্বং কর্ষ

ছেদকেয়েতাভ্যাং তথানিখিল ভুবনেরাল ক্ষ্যঃ শোভাসম্পত্তয়ঃ তাসাং নিত্যলীলাস্পদং কোলগৃহ রূপেযেতাভ্যাং। তথা প্রকর্ষেণ নমন্তীনাং হৃদিতদর্পণার্থং উপবিশন্তীনাং তাসাং কন্দর্প তাপাদিভ্যো যদভয়দানং তত্র যা প্রৌঢ়ি স্বয়া গাঢ়ামূক্তে যেতাভ্যাং। কিম্বা তয়াসহ রহোলীলান্তে তৎসম্বাহনং স্বৰ্বতো মম চেত ইতি। বাহ্যেতত্তাভ্যাঃ কিমপি তৎ প্রাপ্তি সুখং বহত্তু বৈকুণ্ঠাদীনা মখিল ভুবনানাং যালক্ষ্যঃ সম্পত্তয়ঃ তাসাং লীললীলাস্পদে যেতাদৃশাভ্যাং কিম্বা নারায়ণাদী তদংশানাং তৎ প্রেয়স্যোয়ালক্ষ্যঃ তাসাং তৎপ্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠয়া রাসাদি লীলা তৎ প্রাপ্তয়োধয়ত্বেন মনস আশ্রয়াভ্যাং। যদ্বাঙ্গয়া শ্রীর্ললনাচরন্ত পোবিহারকামানিত্যক্তেঃ। ভক্তানা মভয়দানে সকৃদেব প্রপন্নোয়ঃ তবাস্মীতি চয়াচতে। অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতংমমেত্যাদি রূপায়া প্রৌঢ়িস্তব্রোক্তাভ্যাং। ১২।

অস্যার্থঃ ॥ অরুণ সরোজ জিনি পদদ্বন্দ সুলাবণি সদা স্ফুরু আমার হৃদয়ে। নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে রাধা সঙ্গেলীলা কাজে অতি শীঘ্র করাহ উদয়ে ॥ ধ্রু ॥
প্রফুল্ল কমল বন শ্রেণী অতি বিলক্ষণ গন্ধ সৈন্য মৃদুমধু শোভা। ইহার যতেক গর্ব্ব, পদশোভা নাশে সর্ব্ব, পঞ্চেন্দ্রিয় করে অতি লোভা ॥ ১ ॥
বৈকুণ্ঠাদি লক্ষ্মী জাতে বাঞ্ছে বৃজলীলামৃতে নাপাইয়া ধ্যাএর সদায়। অনন্ত ভুবনে যত শোভা আছে কত কত কৃষ্ণপদ তাহার আলয়। তথা ব্রজকিশোরিকা অনঙ্গ তাপিতাধিকা উন্নত উরজে সদাধরে। সে তাপ নাশিতে অতি যারহয় প্রৌঢ় মতি সেই পদ সম্বাহিব করে ॥ ২ ॥
এতকহি দেখে পুনঃ গোবিন্দের নেত্র যেন রাই কেলি

স্মিত স্তেন ললিত মানন চন্দ্রবিম্বং যস্য তথা চন্দ্রাংশুচ্ছুরিতা যো মাধুর্য্য বারিধি স্তত্রো ক্তায়ে কন্দর্প মদান্ত্র বা স্বতরঙ্গা যস্মি ন শৃঙ্গারোবেশরচনং তেন সংকলিতো যুক্তঃ শীতঃসর্ব্বতাপহরঃ কিশোর বেশবপু র্যস্য । বেশাবপুষিচেতি কোষঃ । তত্তরঙ্গ ভঙ্গ্যেব শৃঙ্গারোবা তত্তরঙ্গ ভঙ্গীবাভ্যাং সঙ্কলিত ইতি বাহ্যে সম এবার্থঃ ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ ॥ সখিহে এই যে আনন্দ সিন্ধু মাঝে। মোর মন নিমজ্জন, উন্মজ্জন অনুক্ষণ, বিহরহ রস লীলা কাজে ॥ ধ্রু ॥

রাসকেলি রসমাঝে, শ্যাম নটবর সাজে, চন্দ্রবিম্ব বদন শুষমা। তাতে অতি মন্দস্মিত, রাইর অগম্য রীতি যার সেই হাস্য মধুরিমা ॥ ১ ॥

সেই মুখ চন্দ্র ছটা বহু চন্দ্রকান্তি ঘটা উছলে মাধুর্য্য সিন্ধু তায়। তাহাতে উদ্যত কত, কন্দর্পের মদ যত, সে সিন্ধুতে জল সেই হয় ॥ ২ ॥

নানা ভঙ্গীগণ তাতে, সেই তরঙ্গের মতে, মদন তরঙ্গ তার নাম। তাহাতে রচনা বেশ, যাহাতে ভুলায় দেশ সেই মুক্তা অতি অনুপাম ॥ ৩ ॥

কিশোর বয়স বেশ, সর্ব্বতাপহরা শেষ অতি সুশীতল কৃষ্ণ অঙ্গ। শৃঙ্গার তরঙ্গ ভঙ্গী, তরঙ্গ শৃঙ্গার সঙ্গী সংগলিত মাধুর্য্য তরঙ্গ ॥ ৩ ॥

এতেক কহিতে পুনঃ আর দেখে মনোরম সঙ্কেত মধুর বেণুধ্বনি। রাইর অগম্য যাহা, প্রকাশে গোবিন্দ তাহা, রাস মধ্যে শুনে সর্ব্ব জনি ॥ ৫ ।

যমুনা নির্ম্মল জলে প্রফুল্ল কমল ভরে, তাহার নিকট

তীরোপরে । প্রফুল্ল অশোক কুঞ্জে ঝঙ্কারে ভ্রমরা পুঞ্জে তথা যাইতে কহেন রাইরে ।। ৬ ।।

দেখিয়া গোবিন্দ রীত লীলাশুক হরষিত কহে নিজ মম সখীগণে । অতিশয় শ্লাঘ্য মানি কহে কৃষ্ণ মর্ম্ম বাণী এক শ্লোক করি উচ্চারণে ।। ৭ ।

অব্যাজ মঞ্জুল মুখাম্বুজ মুগ্ধ ভাবৈঃ রাস্বাদ্যমান নিজ বেণু বিনোদনাদঃ । আক্রীড়তা মরুণ পাদ সরোরুহাভ্যা মাদ্রে মদীয় হৃদয়ে ভবনাদ্র মোজঃ ।। ১৫ ।।

অথ তাঃ যবগম্যেৌঃ শংকেত বেণুনাদাদ্যৈঃ নীরজ বাজিবাক্ষিত যমুনা নিকট তীরে বানীর কুঞ্জায়তাং প্রেরয়ন্তং তমালোক্য সশ্লাঘায়াহং অব্যাজ মঞ্জুলেতি পূর্ব্বনিত্যা ইদমোক্তঃ মদীয়ানাং সখীজনানাং হৃদয়ে তত্তুল্যে রাধায়াং তদ্যাং এব বা । অরুণ পাদ সরোরুহাভ্যাং আসম্যক্ ক্রীড়তাং কীদৃশে আদ্রে তৎ প্রেম-স্নিগ্ধতাভ্যামাদ্রে বা বিচ্ছেদপ্রতপ্ত হৃদয় তৎস্পর্শে নৈব স্নিগ্ধ তোৎপত্তেঃ । তদুক্তং । তে পদাম্বুজং কুচেষু নঃ কৃণুহৃচ্ছয় মিতি তত্রহেতুঃ ভুবনেতি ভুবনমেবাদ্রং যস্য বেণুনাদৈস্তথা স্রয়তীতি বা । তথা অব্যাজ মঞ্জুলং যৎকৃষ্ণ মুখাম্বুজং তস্য শঙ্কেত রূপ ভ্রূ নেত্রান্ত চালন নিরক্ষর কথনাদি রূপ মুগ্ধভাবৈঃ সহ শ্রীরাধয়ৈবাস্বাদ্যমানো নিজঃ স্বপ্রেরণ নিমিত্তকঃ বিনোবিনোদনাদঃ কাঞ্চন বল্লী সঙ্গিনি ত্বয়া জবনীং বিহয়তা ভ্রমরীঃ মধুপি মধুসূদন স্বাং রমস্মিতমেষ্যত্যসৌ নিভৃত মিত্যাদি গূঢ় প্রেরণ রূপোনাদোয়স্য কিম্বা তস্যাঃ তৎ প্রেরণজ্ঞানজ্ঞাপকস্য দূরাদেবোয়েন । বাহ্যে মম হৃদয় প্রকাশতাং হৃদয়স্য প্রাকৃত

[illegible]শঙ্কা সমাস্বধাতি তৎ পাদাম্বুনি নূপুরেতি তাদ্যাবাচ্যে তৎ প্রকাশ যোগ্যতাং নাতে। অন্যৎ সমানং॥ ১৫।

অন্যার্থঃ॥ সখিহে গোবিন্দের জ্যোতি মনোরম। আমা সবাকার মনেঃ রাধিকার সখী মনেঃ সর্ব্ব ভাবে করউ ক্রীড়ন॥ ধ্রু॥

পদদ্বন্দ্ব মনোরম, অরুণ অম্বুজ সমঃ অতি স্নিগ্ধ অতি সকোমল। বিরহে প্রতপ্ত কত; গোপাঙ্গনা কুচোন্নত, ধরি তাপ নাশে যার তল॥ ১॥

বেণুনাদে যা সবারেঃ বিদ্ধ করে মৃদুস্বরে, তাসবা উরোজ তাপ নাশে। ভুবন আর্দ্রতা তায়, এইহেতু মনে ভায়; ব্যাজ তেজি হৃদি করু বাসে॥ ২॥

অব্যাজ মঞ্জুল সার, গোবিন্দ মুখাব্জ তার, ভুরু আর নেত্রান্ত চালনে। নিরক্ষর কথা রূপ, শঙ্কেত কথন ভূপ; রাই যাহা করে আস্বাদনে॥ ৩॥

তাহাতে বেণুর গানঃ রাধিকা প্রেরণ সান, রাই বাহিনির সে সন্ধান। তাতে মুগ্ধ হৈয়া ধনী, সুখী হয় যাহা শুনিঃ কিবা বেণু গাণের বন্ধান॥ ৪॥

বেণু কহে শুন ভৃঙ্গী কাঞ্চন লতার সঙ্গী, শীঘ্র তমি করহ গমন। অজবন ত্যাগ করি গুপ্তলীলা মনে ধরিঃ মধুসূদন গেলা সেই স্থান॥ ৫॥

ইত্যাদি নিগূঢ় কথাঃ কহ যে শঙ্কেত মতা আকর্ষণ রূপ যার ধ্বনি। কিবা সেই ভাবসনে রাই সুখ আস্বাদনেঃ তাদৃশ মরলী সুমোহনী॥ ৬॥

জানি সে শঙ্কেত গণে না দেখিতে অন্য জনে রাই গেলা

সেই কুঞ্জ মাঝে। তাহা দেখি অলক্ষিতে কৃষ্ণ যান সে পশ্চাতে লীলা শুক চলে পাছে পাছে ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণের মঞ্জীর ধ্বনি শ্রবণেও স্ফূর্ত্তি মানি হর্ষে শ্লোক কৈল উচ্চারণ। সেই শ্লোক অর্থ যাহা পদবন্ধে লিখি তাহা যাতে সুখী ভক্তগণ মন ॥ ৮ ॥

শ্লোকঃ ॥ মণি নূপুর বাচালং বন্দে তচ্চরণং বিভোঃ। ললিতানি যদীয়ানি লক্ষ্মাণি ব্রজ বীথিষু ॥ ১৬ ॥

অথ তজ্জ্ঞানোৎকুঞ্জগতাং তাং অন্যালক্ষিত মনুগচ্ছন্তং তং পশ্চাদ্দূরতোঽনুগচ্ছতইব স্বস্য তন্নূপুরধ্বনি শ্রবণ স্ফূর্ত্ত্যা স হর্ষমাহ মণি নূপুরেতি। বিভোস্তাদৃশ্যালক্ষিতগতি সমর্থস্য তত্তাদৃশং তামনুগচ্ছ চরণং বন্দে। কীদৃশং মণিনূপুরাভ্যাং বাচালং। মার্গে তচ্চিহ্নানিদৃষ্ট্বাহ। যদীয়ানি লক্ষ্মাণি ন কেবল মত্রৈব সর্ব্বাসু ব্রজবীথিষ্বপি বিরাজন্ত ইতি শেষঃ। কীদৃশানি ধ্বজবজ্রাদিভির্ললিতানি বাচ্যার্থঃ স্পষ্টএব ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ ॥ সেই রূপ অলক্ষিত গতির যে প্রভু মত্ত রাধিকার পাছে২ যাইতে। বন্দ সে চরণ দ্বন্দ সকল আনন্দ কন্দ মাধুর্য্য সকল বৈসে যাতে ॥ ১ ॥

যাহাতে বাচাল মণি মঞ্জীরের রণরণি শ্রবণে আনন্দ ময় রসে। এতেক কহিতে পথে পদচিহ্ন শোভা চিত্তে দেখিয়া বিচারে সহরিষে ॥ ২ ॥

এই পদ চিহ্নগণ এই পথে নাহি হন কিন্তু সর্ব্ব ব্রজ পথ ময়। ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ মীন স্বস্তিক গোষ্পদ চিহ্ন অর্দ্ধ চন্দ্রাম্বুজ যাতে হয় ॥ ৩ ॥

যমুনার তীর কুঞ্জে, কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে; আসি করে নানান বিলাস। দোঁহার নূপুর ধ্বনি কুঞ্জ মাঝে তাহা শুনি, লীলা শুক লালসা প্রকাশ ॥ ৪ ॥

নিজ সম সখী সনে রহি কুঞ্জবাহ্য স্থানে সেই স্ফূর্ত্তি আনিয়া অন্তরে। ভাবাবেশে নিজ সুখে শ্লোকবন্ধে পরকাশে যাহার শ্রবণে মন হরে ॥ ৫ ॥

শ্লোকঃ ॥ মমচেতসি স্ফুরতু বল্লবী বিভোঃ মণি নূপুরং প্রণয়ি মঞ্জু সিঞ্জিতং। কমলা বনেচর কলিন্দ কন্যকা; কলহংস কণ্ঠকল কূজিতাদৃতং ॥ ১১ ॥

অথ পদ্যষণ্ডমণ্ডিত যমুনাতীর বানীর কুঞ্জেতয়া সহ রমমানস্য তস্য নূপুরযোর্ধ্বনিং সখীভিঃ সহাগত্য বহিস্থিত্বা শৃণ্বন্নিবশ লালসমাহ মম চেতসীতি। বল্লবী তচ্ছ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা তস্যা বিভোঃ রমণস্য সিঞ্জিতং ভূষণ ধ্বনির্ম্মম চেতসি স্ফুরতু কস্য বিভূষণস্যেত্যাহ মণি নূপুর প্রণয়কেলি বিশেষেনার্দ্ধ স্থিত শ্রীচরণয়ো নূপুরোদ্ভব মিত্যর্থঃ। অতো মঞ্জু মনোজ্ঞং কিম্বা তস্যাঃ প্রণয়ঃ সূচ্যত্বেন বিদ্যতেযস্য তৎ প্রণয়ি তচ্চ মঞ্জুমনো-জ্ঞঞ্চ তৎ। তাদৃশ মণি নূপুরয়োর্যৎ সিঞ্জিতং তৎ তথা কমলা লক্ষ্মীঃ তস্যা বনেচরাঃ যে কলিন্দ কন্যকায়া কলহংসা স্তৈঃ কল-কণ্ঠ কূজিতৈরাদৃতং যৎসাম্য শিক্ষার্থঃ সাদরেণাভ্য সিতং তেষাং কলকণ্ঠ কূজিতৈঃ শ্লাঘিতং বা। বাহ্যে তৎ স্ফূর্ত্ত্যোক্তি রর্থঃ সএব ॥ ১১

অস্যার্থঃ ॥ এই গোপাঙ্গনা শ্রেণী তাহার যে শিরোমণি রাধা সুধামুখী অতি ধন্যা। তার প্রভু শ্যামচন্দ্র, সর্ব্বা নন্দ রসকন্দ, সদা মোর চিত্তে স্ফুরু রম্যা ॥ ১ ॥

যে মঞ্জ মঞ্জীর মণি রাধিকা প্রণয় ভনি; যার ধ্বনি

শ্রুতি মনোহর। রাইর মঞ্জীর ধ্বনি; শুণে যেই প্রণয়িনী, সে স্ফুরুক আমার অন্তর ॥ ২ ॥

কালিন্দী কমল বন, চরে যেই হংসগণ, তার কণ্ঠধ্বনি জিনি ধ্বনি। তাহার আদর করে; যে মঞ্জীর ধ্বনিবরে, সে ধ্বনি শিক্ষার্থ অভ্যাসিনী ॥ ৩ ॥

কিম্বা সেই হংস গণ; স্বকণ্ঠ জ্জীৎ গণ, শ্লাঘ্যা করে যেই সর্ব্বক্ষণে। সেই কৃষ্ণ নূপুর ধ্বনি, মোর হিয়ে অনুক্ষণি, স্ফূর্ত্তি হউ স্বভাব লক্ষণে ॥ ৪ ॥

অতঃপর লীলা শুক অন্তরে বাঁটিলা সুখ; জানি ক্রীড়া; অবসান কাজ। সখী গণ সঙ্গে করি, জ্ঞরন্দ্রে মুখ ধরি, দেখে দোহা রতিশ্রম সাজ ॥ ৫ ॥

মৃদুপুষ্প শয্যা মাঝে; রাইরে বসাঞা কাছে; করে কৃষ্ণ শ্রম নিবারণ। রতি শ্রম জলবিন্দু ভরিয়াছে মুখ ইন্দু করুণায়ে করেন বীজন ॥ ৬ ॥

মদনোদ্দীপনা পুনঃ করে কৃষ্ণচন্দ্র যেন, এইমত আনন্দ মানিয়া। সুধাময় সুবিলাস; মানি মত্ত শুকোল্লাস, প্রকাশয়ে শ্লোক পঢ়িয়া ॥

শ্লোকঃ ॥ তরুণারুণ করুণাময় বিপুলায়ত
নয়নং, কমলাকুচকলসীভর বিপুলীকৃত পুলকং।
মুরলী রব তরণী কৃত মুনি মানস নলিনং, মম
খেলতু মদ চেতসি মধুরাধর মমৃতং ॥ ১৮ ॥

অথ সুরতান্তং জ্ঞাত্বা সখীভিঃ সহ জ্ঞরন্ধ্রমুখং দত্ত্বা তৎ পশ্য তল্পোপর্য্যুপবেশ্য তস্যাঃ শ্রমাপনোদনং পুনর্ম্মদনোদ্দীপনঞ্চ জ্ঞাত্বা তং পশ্যন্নিরানন্দোন্মত্তস্তমমৃতং মত্বাহ ইদমমৃতং মম স্ব সখী সৌভাগ্যানন্দ মদযুক্তেঃ চেতসি খেলতু ইদৃশোব বিলসতু

অমৃত সারাদপি মধুরঃ সরসঃ স্বাচ্ছন্মনোহরশ্চাধরো যস্য মধুরং রসবৎ স্বাচ্ছন্দ্রিয়েষ্বপি মনোহরে ইতি বিখ্যাৎ। তথা তরুণ মদন মোদকারিণী স্বতোমধুপানেন চারুনীচ বীজনাদিনা তচ্ছ্ মাপনোদনার্থং কুদ্ধ্যজাতয়া করুণা তন্মযেতদুদ্ধারিণীচ স্বত স্তৎপ্রাপ্ত্যানন্দেনচ বিপুলে প্রোৎফুল্লে চায়তেচ স্বতস্তন্মাধুরী দর্শনা দায়তে ইতি বিস্তীর্ণেচ নয়নে যস্য। অঙ্কনিষন্নায়াঃ কমলায়াঃ পূর্ব্ববৎ শ্রীরাধায়াঃ কুচকলস্যো ভরেণ স্পর্শাতি শয়ো যেন বিপুলীকৃতঃ পুলকোয়স্য তথাতচ্ছ্ মোপনোদং কৃত্বা পুনঃ কেলিলালসোৎপাদনায় মুরলীং মুদ্বাদয়ন্তং তং বীক্ষ্য কৈমৃত্যোনাহ। মুরলীরবেন তরলী কৃতানি মুনীনাং পাদপতিতৈঃ দপিতস্মিন্ মৌনশীলানাং গ্রহিণ মানিনী জনানাং মান সানিস নলিনানিয়েন কিমুত তাদৃশ্যা স্তস্যা ইত্যর্থঃ। বাহেতু মুনীনাং জ্ঞানিনাং মেরুবৎ স্থির কাঠিন্যান্যপি মানসানি নলিনবৎ কোমলানি কৃতানি যেনেত্যর্থঃ।। ১৮।।

অস্যার্থঃ।। সখিহে এই লীলা অমৃতের সার। মোর সখী রাধিকার, সৌভাগ্য আনন্দ সার, মোদেখেল অন্তরে আমার।। ধ্রু।।

অমৃত হৈতে সুমধুর কৃষ্ণের অধর পর অতি রস সুমাধুর্য্য ময়। রাধার অধর পানে, প্রফুল্ল যে অনুক্ষণে চিত্তে স্ফুরু সেই রসময়।। ১।।

তথা সে নয়ন যোগ, তারুণ্য মদন মোদ, উদ্গারিণী সহজে অরুণে। তাতে হেন মধুপান, দ্বিগুণ অরুণঠাম এই শোভা খেল মোর মনে।। ২।।

তাতে রাই শ্রম দেখি, করুণাতে ভরে আখি, সে করুণায় বীজন করিলা। সহজে করুণাময়, নেত্র অতি

দীর্ঘ হয়, তাতে রাই মাধুর্য্য দেখিলা ॥ ৩ ॥

দ্বিগুণ প্রফুল্ল দৃষ্ট, অখিল নয়ন ইষ্ট, এইরূপ স্ফুরু মোর চিত্তে । আর এক অপূর্ব্ব দেখি, কহে অতি হৈয়া সুখী দেখি কৃষ্ণ চাপল্য চরিতে ॥ ১ ॥

রাইরে লইয়া কোরে, কুচ কলসের ভরে বিপুল পুলক কৈল যার । রতিশ্রম করি দূরে, পুনঃ কেলি করিবারে, কেলি লোভ বাঢায় প্রিয়ার ॥ ২ ॥

করেন মুরলী গান, অতি সুমাধুর্য্য তান, তাহা দেখি কহে পুনঃ আর । যেই মৌনশীলা নারী, কৃষ্ণ তার পায়ে ধরি, নারে মান দর করিবার ॥ ৩ ॥

সেসব মালিনী মন, স্নিগ্ধ করে বংশিস্বন, কি তাহে রাধিকা এসময়ে । কৃষ্ণ কর্ণামৃত কথা, অতি সুললিত গাথা, শুন ভাব যাতে প্রকাশয়ে ॥ ৪ ॥

সে গানে রাধিকা মন পুনঃ হৈল দ্রবমান, পুনঃ তার কেলি লোভ হৈল । তাহা হেরি শ্যামরায় বামপার্শ্বে রাধা তায় দেখি অতি আনন্দ বাঢ়িল ॥ ৫ ॥

কেলি লোভ বাঢে যাতে, কৃষ্ণচন্দ্র সেই রীতে নেত্র অন্তে নিরিখে রাধিকা । তার শোভা দেখি লীলা, শুক হৈলা সচঞ্চলা, শ্লোক পঢে যাতে রসাধিকা ॥ ৬ ॥

শ্লোকঃ ॥ আমুগ্ধ মর্দ্দননয়নাম্বুজ চুম্ব্যমান হর্ষা
কুল ব্রজবধূ মধুরাননেন্দোঃ । আরব্ধ বেণুরবমাত্ত
কিশোর মূর্ত্তি রাবির্ভবন্ত মম চেতসি কেলি
ভাবাঃ ॥ ১৯ ॥

অথ পুনর্জ্জাত কেলিলালসাং তাম্বুধায় বামপার্শ্বে নিধয়াং তদর্দ্ধক নেত্রান্তেন পশ্যন্তং তংবীক্ষ্যাহ আমুগ্ধেতি অস্যা রূপ্য

নির্ব্বচ্যাহ মেভাবা মম চেতসি আবির্ভবন্তু। কীদৃশঃ পূর্ব্বতো ঙিমধুরস্ত্বেনারব্ধ বেণুরবৎ যথাস্যাত্তথা আত্মা কোটি মন্মথ মন্মথ স্ত্বেন প্রকাশিতা কিশোর মূর্ত্তি র্যেন তথা আসম্যক মুগ্ধং যথাস্যাত্তথা অৰ্দ্ধ নয়নাম্বুজেন চুম্ব্যমানো হর্ষাসলায়া ব্রজ বধ্বা স্বচ্ছেষ্টায়া স্তস্যা মধুরানন্দেন্দুর্যেন॥ বাক্যার্থঃ স্পষ্ট এবার্থঃ॥ ১৯॥

অস্যার্থঃ॥ সখিহে এই ভাব মোর চিত্ত মাঝে। আবির্ভাব করু সদা. নির্ব্বাচ্য না হয় কথা কোন রসময় মনে রাজে॥ ধ্রু॥

পূর্ব্ব হৈতে অতিশয়. বেণু গান সুধাময়. যাহা প্রকটিলা শ্যামরায়। মন্মথ২ কোটি. রূপে গুণে নাহি ত্রুটি; কিশোর শেখর ব্যক্তি যায়॥ ১॥

মঞ্জু অৰ্দ্ধ নেত্রাম্বুজে. বধূশ্রেষ্ঠা যেহো ব্রজে তার নাম রাধা সুধামুখী। তার মুখচন্দ্র চুম্বে পরম লালসা রূপে সে ভাব স্ফুরুক চিত্তে থাকি॥ ২॥

এরূপে রাইর মনে. বাঢে কেলি লোভগণে; তাহা দেখি ব্রজ যুবরাজ। রসিক শেখর গুণে. পুনঃ রাধিকার মনে. বাঢাইছে সে লোভ অব্যাজ॥ ২॥

রাস স্থানে গরু মনে. উঠে কৃষ্ণ সেই ক্ষণে. কোন ছদ্ম করিয়া গোবিন্দ। রাইর উৎকণ্ঠা চেষ্টা. দেখিতে মনের ইষ্টা; তাহা লাগি এই পরবন্ধ॥ ৪॥

গোবিন্দ রোধন রাই. দেখি অতি সুখ পাই; লীলা শুক কহে সখীগণে। কৃষ্ণ কর্ণামৃত এই. লীলা শুক কহে যেই শুন সবে করি এক মনে॥ ৫॥

শ্লোকঃ॥ কণৎকৃণিত কঙ্কণং কর নিরুদ্ধপীতাম্বরং, ক্রম প্রসৃত কুন্তলং গলিত বর্হ ভূষণং বিভোঃ। পুনঃ প্রকৃতি চাপলং প্রণয়িণী ভুজা যন্ত্রিতং, মম স্ফুরতু মানসে মদন কেলি শয্যোত্থিতং॥ ২০॥

অথ তস্যাঃ কেলিলালস্যং বীক্ষ্য রসিক শেখর স্তাং পুনস্তাম্ব তাদ্দীপয়িতুং তদুৎকণ্ঠাচেষ্টিতং দ্রষ্টুঞ্চ স্নানস্থান গমনচ্ছদ্মনা তদুত্থানং তয়া তন্নিরোধনঞ্চ দৃষ্টাহ কৃণকৃণিতি বিভোস্তদুৎ কেলিসমর্থস্য মদন কেলি শয্যাত উত্থিতোত্থানং মম মানসে স্ফুরতু ভাবেত্তঃ। কীদৃশং পূর্ব্বকৃত লীলা বিশেষে বেশপরিবর্ত্তনেন তয়া পরিহিত পীতাম্বরস্য তেনাকর্ষণা ত্তয়ারোধনাচ্চ দ্বয়োঃ করৈর্নিবদ্ধং পীতাম্বরং যস্মিন্। অতঃ কঙ্কণ কৃণিতানি দ্বয়োঃ কঙ্কণানি যস্মিন্ পূর্ব্বং সৃতা অপি ক্রমেন প্রকর্ষেণ সৃতা বিলোলিতা স্তস্যাঃ চূড়াত্বেন তস্য বেণীত্বেন চ বদ্ধাঃ কুন্তলা যস্মিন্। অতোগলিতে স্রংসিতে তয়োর্বর্হ ভূষে যত্র তস্যাশ্চূড়ায়াং বর্হং তস্যাবেণীমূলেহবতংসরত্নং জ্ঞেয়ং তস্মাৎ প্রকৃত্যাস্ব স্বভাবেন দ্বয়োশ্চাপল্যং যস্মিন্। অতঃ পুনঃ প্রণয়িনী ভুজাভ্যাং কান্ত কণ্ঠস্য যন্ত্রিতং যন্ত্রণং যস্মিন্। তয়া বস্ত্রং ত্যক্ত্বা ভুজাভ্যাং কণ্ঠে গৃহীত্বা তল্পে উপবেশিতঃ স ইত্যর্থঃ। যদ্বা প্রকৃটাকৃতিঃ প্রকৃতিঃ স্তনাধরাদি যন্ত্রিতং গ্রহণং তত্র চাপল্যং কৃষ্ণস্যঃ যত্র। অতঃ প্রোদ্যৎঘট্টমিতাখ্যানুভাবেন প্রণয়িণী ভুজাভ্যাং অবিরোধিত বাঞ্ছং যথাস্যাৎ তথা কৃষ্ণ করয়োর্যন্ত্রিতং যন্ত্রণং যত্র। তল্লক্ষণং। স্তনাধরাদি গ্রহণে হৃৎ প্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ। বহিঃক্রোধাব্যথিবৎ প্রোক্তং ঘট্টমিতং বুধৈরিতি। মহস্ফুর তু

ইতিপাঠে কেলিশয্যোত্থিতং মহঃ স্ফুরত্বিতি । বাহ্যেতথাস্ফুর্ত্ত্যোক্তং নিশান্তে কৃষ্ণস্য শয্যোত্থান মিতিবৎ কেচিৎ ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ ॥ মদন কেলি শয্যোত্থান মোর চিত্তে অবিরাম স্ফুর্ত্তি হউ অতি দীপ্তি রূপে । সেই সেই লীলার প্রভু শ্যামচন্দ্র অঙ্গ বিভু মন বহু এই সুধাকূপে ॥ ১

কিশোর কিশোরী রসে নিমগন নিশি দিশে কোন রসে বেশ ফিরাইয়া । নীলবাস পরে শ্যামঃ পীতবাস হেম ধাম রাই কেলি কৈল তাহা লৈয়া ॥ ২ ॥ সেই পীতবাস লৈতেঃ কৃষ্ণ অতি হর্ষ চিত্তেঃ করে ধরি করে আকর্ষণ । ধনী তাহা নাহি ছাড়েঃ পীতবাস দুহু করেঃ আকর্ষিত ঝঙ্করে কঙ্কণ ॥ ৩ ॥

কেলি ক্রমে গলিয়াছেঃ দুহার দুকূল পাছেঃ গোবিন্দের বেণু রাই চুরে । চূড়ার ময়ূর পুচ্ছঃ বেণীতে রত্নের গুচ্ছঃ খসিয়াছে নেত্র মন জুড়ে ॥ ৪ ॥

প্রকৃতি চঞ্চল দুহুঃ মুখে হাস্য লহু২ঃ পুনঃ রাধিকার ভুজ লৈয়া । নিজ কণ্ঠে ধরে শ্যামঃ শোভা হৈল অনুপাম তেহোঁ কণ্ঠধরে বস্ত্র থুয়া ॥ ৫ ॥

বসিলেন পুষ্প সেজেঃ শোভাতে ভুবন মজে কান্ত্যের প্রবাহ বহি যায় । এই কেলি শয্যোত্থানঃ শোভা স্ফুরু হৃদি স্থানঃ এযদু নন্দন দাস গায় ॥

শ্লোকঃ ॥ স্তোক স্তোক নিরুদ্ধ্যমান মৃদুল প্রস্যন্দি মন্দস্মিতং । প্রেমোদ্ভেদ নিরর্গল প্রসৃমর প্রব্যক্ত রোমোদ্গমং শ্রোতুং শ্রোত্র মনোহরং ব্রজ বধূলীলামিথো জল্পিতং মিথ্যা স্বাপ মুপাস্মহে ভগবতঃ ক্রীড়ানিমীলদ্দৃশঃ ॥ ২১ ॥

পুনর্বিলাসারম্ভং দৃষ্টা সখীভিঃ সহ দূরংগত্বা লীলাবসানং জ্ঞাত্বা পুনঃ কুঞ্জমাগত্য বহিঃ সখীনাং নূপুরাদি ধ্বনিং শ্রুত্বা তাভিঃ সহ তস্যা নর্ম্ম শুশ্রূষয়া কপটসুপ্তিং কৃষ্ণমালোক্য স বিতর্কমাহ। স্তোকেতি কুঞ্জে ভগবতঃ সর্ব্ব সৌন্দর্য্যাদি শ্রীযুক্তস্যাস্য ব্রজবধূনাং লীলয়া যশ্মিথোপ জল্পিতং তচ্ছ্রোতুং মিথ্যা স্বাপং কপটশয়ন মপাস্মহে পশ্যামঃ। কীদৃশং জল্পিতং তস্য শ্রোত্রং মনশ্চ হরতীতি তৎ। অয়িকি মস্মান্ হিত্বা পুন্নাগ পক্ষে পুন্নাগ পুরুষশ্রেষ্ঠঃসমানাহরণায় একীকরণে প্রবিষ্টাসি দিষ্ট্যাব নাব কাশান্তেপরাভবো ন জাতঃ।অযিশ্রুতং সুহৃদ্ভ্যাম্ শিখণ্ডিভ্যাং ইত্রাগতং দ্বয়োর্বিদ্যাচর ভবদ্ভ্যাং শিক্ষিতেতি কিং সত্য মিত্যাদিনা সখীনাং নর্ম্মশ্রুত্বা স্তোকং স্তোক মল্পা মল্পং তেন নিরুদ্ধমানং মৃদুলং প্রস্যন্দি প্রকর্ষেণ বিকসচ্চ মন্দস্মিতং যস্মিন্। আভোঃ শিখণ্ডি শিক্ষিত বিদ্যাচার্য্যাঃ সত্যং আত্মবৎ কলঙ্কিণীং কর্ত্তুং দুগুঙ্গিনাস্য হস্তে মাং বিক্রীয় প্রচ্ছন্নাসু ভবতীষু মদ্ধর্ম্মরক্ষিণ্যা প্রিয়সখ্যা নিদ্রয়ালিঙ্গিতেঽস্মিন্ যুষ্মন্নাগরে সতি একাকিনা শিখণ্ডিনাগত্যোক্তং গতেতি স কৃষ্ণ যুষ্মৎ সখীগণাধিষ্ঠিত কুঞ্জে সখ্যাসুহৃন্মেন সহাহমাগমং ততস্তাভিঃ প্রার্থ্য মত্তোমদ্বিদ্যা শিক্ষিতা তেন কৃষ্ণেন চ মৎসখ্যুঃ সুহৃন্মস্য বিদ্যা গৃহীতা মৎ সখ্যঃ সংপ্রতি তদ্বিদ্যানিপুণ্য নিরীক্ষণার্থমাগতোঽহং তাভিস্তু দীক্ষার্থং প্রার্থ্য প্রেষিতোস্মি তত্তথা কর্ব্বিতিশ্রুত্বা যূয়ং পুরুষাময়া ভর্ৎসিতো অসৌবো গুরুগতঃ তস্মদন প্রেক্ষাভিঃ যুষ্মখীভির্যুষ্মাভিঃ সহ সংপ্রলাপোপি ময়া ন কার্য্য ইতি তন্নর্ম্ম শ্রুত্বা প্রেমোদ্ভেদেন নিরর্গলা যত্নৈরপি নিরোদ্ধুমশক্যাঃ প্রসৃমরশ্চ তস্য রোমোদ্গমো যস্মিন্। বাহ্যোতু তস্য

॥ ৮ ॥

শ্রোত্রস্য মনোহরতি ॥ তথাহি ॥ অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয় বৃত্তি মন্তীত্যাদি ব্রহ্মসংহিতায়া সমম্বয়াৎ ॥ ২১ ॥

অস্যার্থঃ ॥ এই মতে দুই জন রতিকেলি রসে। আরম্ভিলা। দেখি লীলা শুক মনোল্লাসে ॥ সখী সনে অন্য স্থানে গেলা শীঘ্রগতি। পূর্ব্ব রঙ্গ দুই সঙ্গ আলাপয়ে অতি ॥ কেলি কার্য্য অবসান জানি পুনর্ব্বারে। শীঘ্রগতি হর্ষমতি আইলা কুঞ্জদ্বারে ॥ রাই অতি সূক্ষ্ম মতি নূপুর শুনিয়া। কুঞ্জ বাহ্যে সখী সহে মিলিলা আসিয়া ॥ সখীসনে নর্ম্ম ভনে রাই তা শুনিতে। নিদ্রাছলে কুঞ্জতলে কৃষ্ণচন্দ্র শুতে ॥ তাহা দেখি হৈয়া সুখী লীলা শুক রঙ্গে। তর্ক করি হর্ষ ভরি কহে সেই রঙ্গে ॥ নব ব্রজ বধূগণে মৃদু বাক্য অনুপমে কহে লীলা পরিহাস কথা। শুনিতে কপট করি, যে রহে শয়ন করি, সেই কৃষ্ণ দেখিব সর্ব্বথা। সেই ব্রজবধূ বাণী, কর্ণ মন রসায়নী, যাতে কর্ণ মন হরি লয়। এমতি মধুর বাণী, কৃষ্ণ যাহে সুখ মানি, শুনিতে কপটে শুতি রয় ॥ ২ ॥

রাই প্রতি কহে সখী, শুন ওহে সুধামুখি, কেনে তুমি আমা সবা ছাড়ি। একা বনে প্রবেশিতেঃ পন্নাগ সুমনো নীতে, শীঘ্র গেলা সেই পুষ্প বাড়ী ॥ ৩ ॥

ভাগ্যে বনরক্ষী হাতে, না ঠেকিলা বন পথে, পরাভব না হইল তায়। শুনিল সুদ্যুম্না আর, শিখণ্ডির সমাচার এথা তার আগমন হয় ॥ ৪ ॥

কিশোর কিশোরী দুই, এথা সদা বিহরই, সুদ্যুম্না শিখণ্ডি সঙ্গ পাঞা। দোহা স্থানে বিদ্যা শিখি হইয়া পরম সখী বিদ্যাভ্যাস কৈলা কুঞ্জে থাঞা ॥ ৫ ॥

করিলা বিহার দোহে, আপনি দেখিলে ওহে, তাসবার স্থান যত্ন করি। এইমত পরিহাস, শুনি কৃষ্ণ মন্দ হাস, অল্পে২ রোধে সুখ ভরি॥ তাসবার বাণী শুনি রাধিকা কহেন পুনি, শুন অহে চঞ্চলার গণ। তোমার শিখিলা বিদ্যা, শিখণ্ডী সুদ্যম্ন পদ্মা, তাতে গুরু হৈলা সর্ব্বজন॥ ৫॥

করিতে কলঙ্কি মোরে, নয়নের ভঙ্গী দ্বারে, তুমি সবে কৃষ্ণ ধৃষ্ট করে। আমাকে বিক্রয় করি, লুকাইলে অন্য স্থলি, ছদ্ম বাক্য কহ পুনঃ মোরে॥ ৬॥

সদ্ধর্ম্ম রক্ষিণী মোর, প্রিয়সখী নিদ্রাঘোর, কৃষ্ণচন্দ্রে আসি কৈল কোলে। তবে মাত্র একাকিনী, এথা আইলা শিখণ্ডিনী, পূর্ব্বাহ্নিক কহিল আমারে॥ ৭॥

কালিকৃষ্ণ তুয়া সখী, গণ সঙ্গে হৈয়া সুখী, সর্ব্ব বিদ্যা শিখে দুহু স্থানে। আজি মোরে যত্ন করি, পাঠাইলা সহচরি, বিদ্যার নৈপুণ্য সংজ্ঞাপনে॥ ৮॥

তেঞি আমি আইনু তথা, তুয়া সখীগণ যথা, তারা মোরে বহু যত্ন করি। পাঠাইলা তুয়া স্থানে, বিদ্যা শিখিবার ভানে, দেহ বিদ্যা উপদেশ বলি॥ ৯॥

এই বাক্য শুনি তার, রোষচিত্ত আমার, অনেক ভৎর্সনা কৈল তারে। বহু দুঃখী হৈয়া পাছে গেলা আপনার বাসে তোমরা বলহ গুরু যারে॥ ১০॥

তস্মাৎ অপেক্ষা মোর, না করিব সঙ্গ তোর, দুর্ম্মুখী তোমরা সবসখী। সত্য তোমাদিক সঙ্গে আলাপন পর্য্যন্ত বন্ধে আমাকেত জানিহ বিমুখী॥ ১১॥

এই পরিহাস বাণী, শুনিতেই ব্রজমণি, প্রেমোন্মত্ত দ

হৈল নিরর্গলা । যত্নেহ রাখিতে নারে, প্রকট বাহিরে ধরে, প্রতি অঙ্গে ফুল্ল রোম মালা ॥ ১২ ॥

রাসে ত্যক্ত নারীগণ, শঙ্কা হৈল আগমন, তার লাগি সব সখীগণ । লীলা শুকে কহে বাণী, শীঘ্র যাহ বাহে তুমি, তারা কোথা জান বিবরণ ॥ ১৩ ॥

যাঞা পথে চম্পকাদি, পুষ্প লৈয়া কার্য্য সাধি, শীঘ্র এথা কর আগমন । এই মত সখী বাণী, লীলা শুক কর্ণে শুনি আনন্দিত হৈল নিজ মন ॥ ১৪ ॥

সখীর বচন ধরি, বাহ্যগন্ত মনে করি, দুই তিন সখী লৈয়া সঙ্গে । কুঞ্জের বাহিরে আসি, সেই সখী সঙ্গে বসি, কহে কিছু নর্ম্মের তরঙ্গে ॥ ১৫ ॥

সে কালে অভীষ্ট সেবা, না পাইয়া দেখ যেবা, কহে সব সখীগণ মাঝে । সখী স্নেহামৃত পাঞা, কহে আনন্দিত হৈয়া, উচ্চারিয়া এক শ্লোক রাজে ॥ ১৬ ॥

শ্লোকঃ ॥ বিচিত্র পত্রাঙ্কুর শালি বালা, স্তনান্তরং যাম বনান্তরম্বা । অপাস্য বৃন্দাবন পাদলাস্য, মুপাস্য মন্যং ন বিলোকয়ামঃ ॥ ২২ ॥

অথ রাসেত্যক্ত গোপীনাং তত্রাগমন শঙ্কয়াতাঃ কুত্রেতিজ্ঞাত্বা তত্রৈব চম্পকাদি পুষ্পমাল্যাদায় শীঘ্রমাগম্যতা মিতি সখীনাং প্রেরণয়া দ্বিত্রি সখীভিঃ সহ বহিরাগত্য স্বাভীষ্ট তৎ কালীন সেবানবাপ্ত্যা স্বস্যসখী স্নেহাধিক সখীদ্বৈং স বিচার মাহ । তেনৈব কুঞ্জে ভূষিত ত্বাৎ বিচিত্র পত্রাঙ্কুর শালিনৌ যৌবনায়াঃ কিশোর্য্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ স্তন.বেব অন্তরে হৃদি যস্য তং তয়াসহ রমমাণং কৃষ্ণং বায়ামঃ তন্নিকটে তিষ্ঠামঃ পুষ্পাদ্যর্থং বনান্তরং বায়াম বৃন্দাবনপং কৃষ্ণমাদস্তেঃ বশীকরোতি তদ্বৃন্দা

বন পাদং দায়াদবত্তাদৃশং লাস্যং যস্য তং বৃন্দাবনেশ্বরীরূপং স্বস্য উপাস্যং অস্য অন্যদুপাস্যং ন বিলোকয়াম কিমিত্যপাস্মহে ইত্যর্থঃ। যদ্বা প্রথম মগাগতত্বাত্তন্নিষ্ঠা জ্ঞানায় হে খিন্নঃখিতা এতাগোপীঃ কৃষ্ণেন সহ সঙ্গমস্য সখং যাম ইত্যন্য সখীনাং বচনং শ্রুত্বা সমস্নেহা সখীগুণমাশ্রিত্য স নিশ্চয় মাহ কৃষ্ণেনসহা প্রাপ্তরহঃ কেলিত্বাৎ বিচিত্র পত্রাঙ্কুর শালিনোয়া এতাব্রজবালাঃ আসাং বিয়োগ নীরসপাণ্ডুচ্ছবীনাং স্তনমমেব স্তনঃ সরদ স্তনিমিববিলপনধ্বনিস্তৎ বায়ামতম্মধ্যেপতাম কিম্বা পুষ্পাণ্যাহর্তুং বনান্তরং বাযাম তং নবীন যুবদ্বন্দ্বমিতি বক্ত মূদ্যতঃ পতিতায়াঃ পাদচিহ্নান্যালোক্যাহ। বৃন্দাবনে পাদলাস্যং যয়োস্তং যবদ্বন্দ্বরত্নং অপ্যাস্যত্যক্তা অন্যং উপাস্যং সেব্যং ন বিলোকয়াম কিমুতোপাস্মহে। অয়োর্লক্ষণং। কৃষ্ণাদপ্যধিকোযাসাং সখ্যাৎ স্নেহতাঃ সখীস্নেহাধিকা ইতি কৃষ্ণেসখ্যাং চ সমস্নেহাৎ সমস্নেহা ইতি। যাহেত্যু মূর্চ্ছিতং পথি পতিতং তংদৃষ্টা আয়সতে দয়িতঃ কৃষ্ণঃ সর্ব্বান্তর্যামি তয়া সর্ব্বত্রাস্তে। তথাবিঠ্ঠলঃশ্রীরঙ্গাদি রূপশ্চ ত্বয়াদৃষ্ট এতাবতমেব স্বর পশ্যবা ইত্যা স্বাসন পরানস্বান প্রতি নিশ্চয়মাহ তাদৃশ বালাস্তনমধ্যং বায়াম মহাবিষয়মগ্নাবা ভবাম ইত্যর্থঃ বনান্তরং বৃন্দাবনমধ্যং কিম্বা স্বস্য বৃন্দাবনযোগ্য ত্বাৎ বনান্তরং বায়াম তাদৃশং তমপাস্যেতি পূর্ব্ববৎ। অত্র বিচিত্র পত্রাঙ্কুর শালীতি স্তনবনযোর্বিশেষণং। বৃন্দাবনেতি বিশেষণএব তাৎপর্য্যাদ্বিশেষ্যা নুক্তিঃ॥ ২২॥

অস্যার্থঃ॥ বিচিত্রাবলিত যুত, শোভা অতি অদ্ভুত রাধিকার কুচ মধ্যস্থলে। রমে যেই কৃষ্ণচন্দ্র, সকল আনন্দ কন্দ, যাব কি তাহার রম্যস্থানে॥ ১॥

কিম্বা যাব বৃন্দাবনে, পুষ্প আদি আহরণে, উপাসনা করিব রাধার। বৃন্দাবন মাঝে যার, পাদচিহ্ন নৃত্য সার তাহা বিনু না দেখিব আর ৷৷ ৷৷

অন্য উপাসক গণে, না দেখিব এই মনে, উপাসনা কি করিব তার। এতেক কহিতে মনে, আর অর্থ প্রকাশনে, কহে অর্থ অতিশয় সার ৷৷ ৩৷৷

বন যাই লীলা শুক; দেখি সব সখী মুখ, কহে নিষ্ঠা জানিবার তরে। হে সখী দঃখিতা গণ; রাসে ত্যাগী যত জন, সুখী করি সঁপি কৃষ্ণ করে ৷৷ ৪ ৷৷

এই মত কহি বাণী; লীলা শুক মনে গুণি; পুনঃ কহে সম স্নেহ মত। রাসে কৃষ্ণ ত্যক্তনারী, চিত্র পত্রাঙ্কুর শালী; বিলাপ বৈবর্ণা গণ যত ৷৷ ৫ ৷৷

তার মধ্যে যাব কিম্বা, পুষ্প আহরিব কিবা, বনমধ্যে করিব প্রবেশ। যুব দ্বন্দ্ব রত্ন বিনা; অন্য নাহি উপাসনা, এই নিষ্ঠা মোর হৃদি দেশ ৷৷ ৬ ৷৷

এতেক কহিতে পথে; দেখে পদচিহ্ন তাতে; রাধা কৃষ্ণ একত্র ঘটনা। এই পাদলাস্য যার, পথে দেখি মনোহার তাহা ছাড়ি নাহি উপাসনা ৷৷ ৭ ৷৷

এত কহি আর এক শ্লোক কৈল পাঠ। শ্রীলীলা শুকের বাণী সুধাময় ঠাট ৷৷

শ্লোকঃ ৷৷ সার্দ্ধং সমৃদ্ধৈরমৃতায়মানৈ, রাতায় মানৈ র্ম্মুরলী নিনাদৈঃ। মূর্দ্ধাভিষিক্তং মধুরাকৃতীনাং, বালং কদানামবিলোকয়িষ্যে ৷৷ ২৩ ৷৷

অথ পুষ্পাণ্যাদায় তাভিঃ সহ পুনস্তৎ স্থলমাগচ্ছ মাত্মানং ভাবয়ন্ পথি, অত্যন্তস্বাধীন ভর্তৃকতয়া সৌভাগ্য গর্ব্বনানাভ্যাং

রসাস্বাদোৎকণ্ঠা রাহিত্যাং রসপোষকান্য দৌর্লভ্য রাহিত্যেন পর্য্যুষিত রসান্বিতাং স্বচ্ছন্দতা কিঞ্চিদ্ব্যবধানেন তদ্বর্দ্ধনায় তদুৎকণ্ঠা প্রলাপ শুশ্রূষয়াচ কুঞ্জান্তরোহিত রসিক শেখরে তমন্বেষ্টুং বহির্নির্গতয়া স সখী বৃন্দয়া বিকলয়া শ্রীরাধায়া মিলিত্বা তমন্বেষ্য ভ্রমন্তীনাং সর্ব্বাসাং তাসাং তদ্দর্শনোৎকণ্ঠা প্রলপিত শ্রবণোৎকণ্ঠয়া স্বস্যাবাহ্যান্তর্দ্দশাদ্বয়েপি তদ্দর্শনোৎকণ্ঠয়া তাসাং প্রলাপ মেবানুবদন্নাহ ত্রয়স্ত্রিংশৎ শ্লোকৈঃ অত্রার্থত্রয় মনুসন্ধেয়ং । উক্তঞ্চ সম্ভোগো বিপ্রলম্ভশ্চ শৃঙ্গারো দ্বিবিধো মতঃ । তত্র চ নবিনা প্রলম্ভেন শৃঙ্গার পুষ্টিমশ্নুতে । কষায়িতেহি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্রাগো বিবর্দ্ধতে । বিপ্রলম্ভোপি চতুর্দ্ধা । পূর্ব্বরাগো মানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যং প্রবাসশ্চেতি প্রবাসশ্চ বুদ্ধিপূর্ব্বাবুদ্ধিপূর্ব্বভেদেন দ্বিবিধঃ । বুদ্ধিপূর্ব্বোহি কিঞ্চিৎ দূরসুদূর গমনাদ্দ্বিধা তত্র কিঞ্চিদ্দূর প্রবাসস্য বিপ্রলম্ভে যস্মিন তাসাং বিরহোৎপন্না দশাদশস্যুঃ । চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মানিনাঙ্গতা । প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহোমৃত্যুর্দশাদশেতি । এতাস্তস্তৎ শ্লোকেষু ব্যাখ্যাস্যন্তে । তত্র সার্দ্ধ মিত্যাদিভিশ্চিন্তা অধীর মিত্যাদিভিঃ প্রলাপঃ । স্বচ্ছশৈশব মিত্যাদিভিরুদ্বেগঃ । যাবন্নে মাত্যত্র মোহব্যাধিশ্চ । যাবন্ন্যসেত্যত্র মূর্ত্তিঃ হেদেব ইত্যাদিভিশ্চোন্মাদঃ আস্ত্যামিত্যাদিভি র্গ্লানিলক্ষণং । তানবমিতি । তত্র প্রথমং নিজাশ্বাসন পরসখীঃ প্রতি তস্যাঃ তদ্দর্শনচন্তোৎকণ্ঠা প্রলপিত মনুবদন্নাহ মুরলী নিনাদৈঃ সার্দ্ধং তং বালং কদানামবলোকয়িষ্যে তন্নাদ মুদ্দি রস্তং তমিত্যর্থঃ । কীদৃশৈঃ সমৃদ্ধে স্থানমূর্চ্ছনাদি মাধুর্য্যৈঃ পুষ্টৈঃ অমৃতবদাচরতীতি তথাতৈঃ অতোয়মানৈঃ স্বমাধুর্য্যেণ ব্রহ্মাণ্ডান্তা নির্ভেদ্য বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত প্রসরণশীলৈঃ লক্ষ্যা অপ্যা কর্ষণাৎ ।

তদুক্তং কৃষ্ণমিত্যাদৌ ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তি মণ্ডিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিরিতি। কীদৃশং তৎ মধুরাকৃতীনাং মূর্দ্ধাভিষিক্তং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ স্বান্তর্দ্দশায়াং তৎ প্রেরক সঙ্কেত মুরলীনাদ মধিকারতৎ তমিত্যন্বয় সমং। শ্বাশ্বাসন প্রত্যুক্তিরর্থঃ সএব ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ ॥ ত্রিবিধ ইহার অর্থ, অন্তর্দ্দশা এক। দ্বিতীয়ে স্বান্তর্দ্দশা বাহে তিন রেখ॥ এই রূপে লীলা শুক সখী গণ সঙ্গে। দিব্য পুষ্প মাল্য আদি গাথিলেন রঙ্গে॥ তাহা লৈয়া সখী সঙ্গে ফিরি কুঞ্জে আইসে। এইমত জানি তেহো মনের বিলাসে। এথা রাই কৃষ্ণ সনে কৈলা নানা লীলা। স্বাধীন ভর্ত্তৃকা আদি বহু সুখ পাইলা॥ তাহা হৈতে গর্ব্ব আর মান উপজিল। রসের উৎকণ্ঠা গণ রহিত হইল॥ অন্যোন্য দুর্লভ বিনে রস পুষ্ট নহে। পর্য্যুসিত রস হৈল কৃষ্ণ মনে লয়ে॥ অন্য গোপীগণ পায় বিচ্ছেদ যাতনা। তাহা জানি লুকাইতে হইল বাসনা। রাধিকার অতিশয় উৎকণ্ঠা বাঢাঞা। উৎকণ্ঠা প্রলাপ শুনি ইহা হৈল হিয়া॥ তেঞি লাগি কুঞ্জান্তরে কৃষ্ণ লুকাইলা। তারে না দেখিয়া রাই ব্যাকুল হইলা॥ কৃষ্ণ অন্বেষিতে রাই সখীগণ লৈয়া। গমন করেন কুঞ্জ বাহির হইয়া॥ সেই সঙ্গে লীলা শুক নিজ সখী লৈয়া। রাই সঙ্গে ভ্রমে সবে কৃষ্ণ অন্বেষিয়া॥ কৃষ্ণ দরশন লাগি প্রলাপয়ে রাই। তাহা শুনি লীলা শুক দুঃখ বহু পাই॥ বাহ্য আর অন্তর্দ্দশায় মন বসাইয়া। সে প্রলাপানুসারে তাহা প্রলাপয়ে ইহা॥ তেত্রিশ শ্লোকের অর্থ এমতে জানিবে। রাধিকা প্রলাপ কথা কৃষ্ণোদ্দেশে সবে॥ এই

রূপে শৃঙ্গার এক সম্ভোগ প্রকার। বিপ্রলম্ভ মত আর খ্যাত পরকার॥ বিপ্রলম্ভে চারি মত পূর্ব্বরাগ মান। প্রেম বৈচিত্র আর প্রবাস আখ্যান॥ সে প্রবাস দুই মত উজ্জ্বল প্রচার। বুদ্ধিপূর্ব্বা বুদ্ধিপূর্ব্ব আখ্যান যাহার॥ বুদ্ধিপূর্ব্ব দুই রূপ খ্যাত শাস্ত্র মত। কিঞ্চিদ্দূর সুদূর গমন খ্যাত মত॥ এইত প্রবাস হয় কিঞ্চিদ্দূর নাম। এই বিপ্রলম্ভ হয় বিরহ বিধান॥ তাহাতে রাধিকা আদি সব সখীগণে। দশদশা উপস্থিত হৈল সেই ক্ষণে॥ চিন্তা জাগরণ আর উদ্বেগ তানব। মলিন প্রলাপ ব্যাধি উন্মাদাদি সব॥ মোহ মৃত্যু আদি করি এই দশদশা। রাধিকাতে উপজিল কহি সেই ভাষা॥ তাহার প্রথম দশা চিন্তা উপজিলা। কৃষ্ণ দরশন কাজে চিন্তোৎকণ্ঠা হৈলা॥ আস পাশ সব সখী ললিতাদি করি। তাহা প্রতি কহে রাই এই শ্লোকোচ্চারি॥ সেই ভাবে মগ্ন হৈয়া লীলা শুক এথা। সেই সব ভাব মত কহে সেই কথা॥ এইত শ্লোকের এই কহিল আভাস। এবে কহি শুন ইহার অর্থ পরকাশ॥ মুরলীর নাদ সঙ্গে কিশোর শেখর। কবে নিরখিব আমি শ্যামল সুন্দর॥ তান মূর্চ্ছা আদি গান সমৃদ্ধ সহিতে। মাধুর্য্য পুষ্টতা যার অমৃত চরিতে॥ অতি দীর্ঘ ধ্বনি যাতে ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়। যে ধ্বনি বৈকুণ্ঠ বাঞ্চা লক্ষ্মী আকর্ষয়॥ মধুর আকার যত আছে ত্রিভুবনে। তার শিরোধার্য্য রূপ সর্ব্ব মনোরমে॥ অন্তর্দ্দশার এই অর্থ কৈল প্রকটনে। বাস্তর্দ্দশার অর্থ এবে শুন করি মনে॥ সখী ভাবে লীলা শুক কহে

সখী গণে। কবে সে দেখিব শ্যাম কিশোর মোহনে॥ মুরলীর নাদ যাতে মাধুর্য্যের সীমা। রাই আকর্ষণ করে অতি মনোরমা ॥ সে শব্দে সঙ্কেত বাণী কহেন রাইরে কবে তাহা শুনি সুখী হইব অন্তরে ॥ বাহ্যদশার এই অর্থ বাহ্যদশা আর। সঙ্গী প্রতি কহে সেই ভক্তি অর্থ সার ॥ কবে সে কিশোর কৃষ্ণ দেখিব নয়নে। শিরো ধার্য্য হয় যেহ মাধুর্য্যের গণে ॥ অমৃত মুরলী ধ্বনি সম্বন্ধের সনে। কবে সে দেখিব শ্যাম মদন মোহনে ॥ এই তিন মত অর্থ কৈল প্রকটন। এই মত জানিহ তেত্রিশ শ্লোকে ক্রম ॥ অন্তর্দ্দশার অর্থ এথা কহিব বিবরি। সংক্ষেপে জানিহ দুই অর্থের চাতুরী ॥

শ্লোকঃ ॥ শিশিরী কুরুতে কদানুনঃ শিখিপিঞ্ছা ভরণঃ শিশুর্দৃশোঃ। যুগলং বিগলন্মধুদ্রবস্মিত মুদ্রা মৃদুনা মুখেন্দুনা ॥ ২৪ ॥

অথ পুনর্ম্মূর্চ্ছাং প্রাপ্তায়াং করুণাক্রোশৌ অধুনৈব দর্শনং দাস্যতি মাখেদং গচ্ছতেতি সখীভি রাশ্বাসিতানাং তদ্দর্শন বহ্নিজ্বালা বলীচ নেত্রাণাং তাঃ প্রতি তথোক্তমনুবদন্নাহ। নুভোসখ্যঃ সশিশুঃ কিশোরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ নোহস্মাকং দৃশোর্যুগলং মুখেন্দুনা কদা শিশিরী কুরুতে তথা কিং করিষ্যতি কীদৃক্ শিখিপিঞ্ছ এবাভরণং মৌলির্যস্য কীদৃশেন তেন বিগলন্তো মধুদ্রবা যস্মিন্ তাদৃশ স্মিতস্য মুদ্রয়া ভঙ্গ্যামৃদুনা। অন্তর্দ্দশায়াং প্রেয়সী প্রেরণ হর্ষজাতত্বাদৃশস্মি তস্যানন্তো যমুদ্রণং গোপনং তেন মৃদুনা অন্যৎ সমং বাহ্যেতু পূর্ব্ববৎ ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ ॥ এতেক কহিতে রাই, পুনঃ রহে মোহ পাই, গোবিন্দের বিরহ বেদনে। তাহা দেখি সখী গণ, কহে

কৃষ্ণ এইক্ষণ, তোমাকে তোষিবে দরশনে ॥ ধৈর্য্য না বান্ধাহ সখী, তোমা দেখি সবে দুঃখি, ক্ষণেক ধৈর্য্যতা কর মনে। এই আশ্বাসিয়ে তারা, অন্তরে বিরহ জ্বালা, নেত্র জ্বালা কৃষ্ণ অদর্শনে ॥ ২ ॥

তাসবাকে ধনী কহে, বিরহ বেদনা চয়ে, সেই কথা লীলা শুক কহে। কহিল আভাস এই, এবে শুন শ্লোক যেই, অর্থগণ সুধা সম হয়ে ॥ ৩ ॥

সখীহে শ্যাম ধামকিশোর শেখর। দেখাইয়া মুখ চন্দ দিবে মোরে সুখানন্দ, নেত্র কবে করিবে শীতল ॥ ধ্রু

শিখি পিঞ্ছ ভূষা যার, স্মের মুদ্রা মনোহর, যাতে গলে মধু দ্রবধার। স্মিত ভঙ্গি মৃদু অতি, মাতায় যুবতী মতি হেন মুখচন্দ্র শোভা যার ॥ ১ ॥

এই অন্তর্দশা অর্থ, শুন স্বান্তর্দশা অর্থ, লীলা শুক মনে যাহা লয়। রাধিকা প্রেরণ সার, যেই স্মিত মনোহার, কবে সে জুড়াবে নেত্র দ্বয় ॥ ২ ॥

বাহ্যে সঙ্গী প্রতি কহে, কৃষ্ণ মুখচন্দ্র ময়ে, তাতে মৃদুস্মিত মধু দ্রবে। শিখি পিঞ্ছ ভূষা কেশ, মোর নেত্র যুগ দেশ, সুশীতল করিবেন কবে ॥ ৩ ॥

ওথা অতি উৎকণ্ঠাতে, পৃথক২ রীতে, গোবিন্দ প্রার্থনা করে সবে। তাহাতে রাইর মন, হৈল অতি উচ্চাটন, সেই বাক্যে পঢে শ্লোক লোভে ॥ ৪ ॥

শ্লোকঃ ॥ কারুণ্য কর্ব্বুর কটাক্ষ নিরীক্ষণেন তারুণ্য সম্বলিত শৈশব বৈভবেন। আপুষ্ণতা ভুবন মদ্ভুত বিভ্রমেণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শিশিরী কুরু লোচনং মে ॥ ২৫ ॥

স্বস্বাভূৎকণ্ঠয়া শ্রীকৃষ্ণমেব পৃথক্ পৃথক্ প্রার্থয়মানানাং বাচান্ বদন্ আহ হে কৃষ্ণচন্দ্র কারুণ্যেন কর্ব্বুরং চিত্রং যৎকটাক্ষ নিরীক্ষণং তেন মে লোচনং শিশিরীকুরু করুণরসস্য চিত্র বর্ণত্বাৎ কর্ব্বুরত্বং । কীদৃশেন তারুণ্য মিলিতং শৈশব কৈশোরং তস্য বৈভবেন সম্পদ্রূপেণ তথা ভুবনত্রয্যা পুষ্টত্বা সম্যক্ স্ফূর্তী সর্ব্বতা । তথা অদ্ভুত বিভ্রমো বিলাসো যস্য তেন শ্রীকৃষ্ণস্য চন্দ্র রূপক ত্বেন স্বলোচনয়ো বিরহার্কপ্রতপ্তত্ব সম্পন্নং সূচিতং । যথা নিরীক্ষণেন বৈভবেন বিভ্রমেণ মে লোচনং তথা সকলাপূরকত্বেতি ত্রয়াণাং বিশেষণং চন্দ্রোপি তথা করোতি ইতি রূপকং । স্বান্তদশায়াং তু প্রেয়সী প্রেমণ রূপং তন্নিরীক্ষণং অন্যৎ সমং । বাহ্যেস্পষ্টং ॥ ২৫ ॥

অস্যার্থঃ ॥ সখিহে কৃষ্ণের করুণাময় আঁখি । বিচিত্র কটাক্ষ তার, যাতে নানা ভাবোদ্গার, নিরখিয়া নেত্র করু সুখী ॥ ধ্রু ॥

কৈশোর বিলাস যাতে, বিভ্রম বিলাস তাতে, অদ্ভুত বৈভব মধুরিমা । অখিল ভুবন জন সুখ পুষ্টি অনুক্ষণ করে যার কটাক্ষের কণা ॥ ১ ॥

কৃষ্ণচন্দ্র রূপ রাশি, মাধুর্য্য তরঙ্গ হাসি, তাহে আর তারুণ্যের ঘটা । বিলাস বিভ্রম তাতে, অপাঙ্গ মাধুরী যাতে, স্নিগ্ধ করু মোর নেত্র ছটা ॥ ২ ॥

এতেক কহিতে রাই, পুনঃ রহে মোহ পাই, তাহা দেখি সব সখী গণ । আশ্বাস করিয়া কহে, ধৈর্য্য ধর সখী ওহে, কৃষ্ণচন্দ্র আসিবে এখন ॥ ৩ ॥

মুরলী বাদন করি, কটাক্ষে তোমারে হেরি, অতি সখী

করিবে তোমারে । একপ আশ্বাস শানি, চেতন পাইলা ধনী; প্রলাপ করিয়া পুছে তারে ॥ ৪ ॥

শ্লোকঃ ॥ কদাবা কালিন্দী কুবলয়দলঃ শ্যামল তরাঃ কটাক্ষা লক্ষ্যন্তে কিমপি করুণা বীচি নিচিতাঃ । কদাবা কন্দর্প প্রতি ভট জটা চন্দ্র শিশিরাঃ কমপ্যন্ত স্তোষং দধতি মুরলী কেলি নিনদাঃ ॥ ২৬ ॥

পুনর্ম্মহ্যন্তীনাং মাধেবং গচ্ছতাধুনৈব মুরলীং বাদয়ন্ শ্রীকৃষ্ণঃ কটাক্ষাবলোকনেনৈবং প্রণয়িষ্যতীত্যা শ্বাসয়ন্তীঃ সখীঃ প্রতি সোৎকণ্ঠ প্রশ্ন প্রলাপাননুবদন আহ । তে কটাক্ষাঃ কদাবা লক্ষ্য স্তন লক্ষয়িষ্যান্ত তৎ কথয়েতি শেষঃ ইত্যুৎকণ্ঠোক্তিঃ । কিম্বানালীকিনীং নিশিথানাং কলিকামশঙ্কং ক্ষিপ্ত বৃতীবত্তন বন্যগজঃ ক্ষণতি । অত্রানুরাগীনি চিরাচ্ছিদিতেপি ভানৌ হাহন্ত কিং সখি মধ্যং ভবিতা বরাক্যা ইতি বৎ ইদানীং প্রিয়ামাহ কদাবা তে লক্ষিষ্যন্তে তে কদা তোষং ধাস্যন্তি ইতি নৈরাশ্যোক্তিঃ । কীদৃশঃ কালিন্দী কুবলয়ানাং দলতোপি শ্যামলতরা অতিশ্যামাঃ শ্যামতরলা ইতিপাঠে ততোপি শ্যামা স্তর লাশ্চয়ে । অত্র কুবলয় শব্দেন শ্যামল শব্দ সাহচর্য্যাৎ নীলোৎপল মেবোচ্যতে ॥ কিমপ্য নির্ব্বচনীয়ায়াঃ করুণাবীচয়ঃ তাভি র্নিচিতাঃ । তথা ভাগ্যং নাস্তিচেত্তদাদূরতোপি তে মুরল্যাঃ কেলিনিনদাঃ কমপ্যন্ত স্তোষং কদাবা দধতি ধাস্যন্তি । তেষাং বিরহযোগজো কামাগ্নিদাহ নাশকাতি শৈত্যমাহ কন্দর্প প্রতিভটস্য রুদ্রজটাস্থিত চন্দ্রতোপ্যতি শিশিরাঃ । জটারণ্যস্থায়ী শীতল গঙ্গাজল প্লাবিতত্বাৎ চন্দ্রস্যাতি শৈত্যযুক্তং । তথা কন্দর্প প্রতি ভট শব্দেন কামাপয়ানং সূচিতং । স্বান্তর্দশায়াঃ

প্রেয়সী প্রেয়ণ কটাক্ষ বেণুনাদৌ জ্ঞেয়াঃ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ॥ সখিহে সত্য মোরে কহ সুনিশ্চয়। কৃষ্ণের কটাক্ষ ধারা, সুধা রস সত্যপারা, কবে জুড়াইবে নেত্র দ্বয়॥ ১॥

কবেবা আসিবে হরি, সে কটাক্ষ ভঙ্গি করি, আজি মোর প্রাণ অন্ত হয়। কবেবা দেখিব তারে, শুন প্রিয় সখী আরে, না দেখিলে প্রাণ নাহি রয়॥ ২॥

কালিন্দীর জলময়, দর্প করে পরাজয়, অতি শ্যাম তরল কটাক্ষ। করুণা তরঙ্গ তাতে; সংযোগ উত্তম রীতে, তা দেখিতে কোথা মোর ভাগ্য॥ ৩॥

কৃষ্ণের মুরলী ধ্বনি, ত্রিভুবন বিমোহিনি, অতি সুশীতল সুকোমল। কামবৈরি রুদ্র জটা, ইন্দু হৈতে শৈত্য ঘটা; কবে সে শুনিব গান কলা॥ ৪॥

জটা স্থিতা জাহ্নবীর, সদা স্থিতি শৈত্য তার, তাতে ঢাকা যেই চন্দ্র আছে। তাহার শৈত্যতা জিনি, মুরলীর কল ধ্বনি, তা শুনিতে ভাগ্য কোথা আছে॥ ৫॥

এতেক কহিতে রাই, দিব্যোন্মাদ দশা পাই, মোহিতা হইলা সেইক্ষণে। ললিতাদি সখীগণ, করাইলা সচেতন কৃষ্ণ কণ্ঠমাল্য গন্ধার্পণে॥ ॥

চেতন করাঞা কহে, শুনহ শরলা ওহে, শঠ কৃষ্ণ অতি দুখদায়ি। তার চিন্তা ত্যাগ করি, সুখী হও চিত্ত ভরি, কেনে দুঃখি চিন্তা করি স্থায়ি॥ ৭॥

এমত সখীর বাণী; শুনি রাই সুনয়নী, যত্ন করে চিন্তা

ছাড়িবারে। এই কালে রাসে ত্যক্ত; বিরহিণী গণ যত, কৃষ্ণ গুণ গান উচ্চৈস্বরে ৷৷ ৮ ৷৷

তাহা শুনি সুধামুখী, ব্যাকুল হইয়া দুঃখি, সখী প্রতি কহেন বচন। ইহা সবাকারে সখী; মান্য কর এবে দেখি, কহিতে হৈল দিব্যোন্মাদ গণ ৷৷ ৯ ৷৷

তাহাতে সাক্ষাৎ হেন; কৃষ্ণচন্দ্র দেখে যেন, অন্য নারী ভোগ করি আইলা। নিজোরুজ অঙ্ক্ষ মেত, মানে অন্য নারী ভুক্ত, এই রূপ কৃষ্ণকে দেখিলা ৷৷ ১০ ৷৷

যেন কৃষ্ণ আসি কহে; শুন প্রাণপ্রিয়া ওহে, আইলাঙ আমি শুনি তুয়া গান। সুপ্রসন্না হও মোরে; যে রূপ বিনয় করে, রাইর সাক্ষাৎ হেন জ্ঞান ৷৷ ১১ ৷৷

ঈর্ষা করি কহে কথা, যেন উদাসীন মতা, প্রলাপে ভ্রান্তি জ্ঞ প্রকাশয়। লীলা শক তাহা শুনি, কহেন রাইর বাণী, এক শ্লোক অতি অর্থময় ৷৷ ১২ ৷৷

শ্লোকঃ ৷৷ অধীর মালোকিত মার্দ্র জল্পিতং, গতঞ্চ গম্ভীর বিলাস মন্থরং। অমন্দ মালিঙ্গিত মাঙ্গলোন্মদং, স্মিতঞ্চতে নাথ বদন্তি গোপিকাঃ ৷৷ ২৭ ৷৷

ইতঃ পরং শ্রীরাধায়া উন্ম দাবস্থোত্থ প্রলাপানুবর্ণনং যাবৎ ঈঁ কৃষ্ণাদর্শনং তত্র প্রথমং স্যাচ্চিত্তজল্পাখ্য প্রলপিত মনুবদ ন্নাহ পঞ্চভিঃ শ্লোকৈঃ। অথান্যা ব্রজদেব্যো জয়তি তেঽধিকং জন্মনেত্যাদি বহুতরাণ গণালপনাবভূবুঃ। শ্রীরাধা তু মূর্চ্ছতী সখীভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণকণ্ঠমালাং [illegible] মাস্য প্রবোধিতা[illegible] তথা [illegible] শরণে শঠ স্যাত্তি দুঃখদাং চিন্তাং বিহায় [illegible] সখিনী ভবেত্তি সখীবচনাৎ তথা প্রবুদ্ধং স্ফুরন্তী তাভির্বর্ণিত

তৎক্ষণ স্মরণ বিকলা এতাবারয়ন্তেতি সখীঃ প্রতি কথয়ন্ত্যেব দিব্যোন্মাদোন্মত্তা পুরস্থিতং স্বঙ্গচ ঘসৃণাঞ্চিত মপ্যন্যাসং ভুক্তং প্রিয়ে তব সঙ্কুণ গণ শ্রবণাদাগতোস্মি প্রসীদেত্যনুনয়ন্তমিব তং মত্বা শেষ্যোদাসীন্যং স্বাভিজ্ঞত্ব প্রকাশং যৎ প্রললাপ তদনুবদন্নাহ হেনাথ ইত্যাদৌ দাসীন্যেন গোপিকা এব নিন্দার্থেক এতা অবিদগ্ধা এবতে অধীরং সর্ব্ব ত্যাগেণাশ্রিতায়ামপি কস্যাঞ্চিং কিঞ্চিৎ স্থৈর্য্য রহিত আঙ্গযৎ লোকিতমধীরং সদিব নর্ত্তনমিব মনোজ্ঞং শরচ্চন্দ্রাশয়েত্যাদিনা বদন্তী গায়ন্তী বিদগ্ধীতি পাঠে জানন্তি । তথা ধূর্ত্তস্য তে জল্পিতং আঙ্গিষদার্দ্রং ব্যাধানামিবং মুখএবার্দ্রং যজ্জল্পিতং গম্ভীর বিলাসেন পূতনা বধ বাস নখিত স্ত্রীবধেচ্ছা স্বরূপেণ মন্থরং স্থগিতমপি স্নিগ্ধ গম্ভীরং নর্ম্মসূচক শব্দার্থধ্বনি রূপবিলাসেন মন্থরং বদন্তি মধুরযাগিরেত্যাদি গায়ন্তি । উক্তঞ্চ । মুখং পদ্মদলাকারং বাচঃপীযূষ শীতলাঃ । হৃদয়ং কর্ত্তরী তুল্যং ত্রিবিধং ধূর্ত্তলক্ষণমিতি ॥ তথাগতং গমনং রাসাৎ সঙ্গুতশ্চালক্ষিতান্তর্দ্ধানং জ্ঞাতু মশক্যো যো বিলাস স্তেন মন্থরমপি মত্তগজস্যেব গম্ভীর বিলাস মন্থরং বর্ম্ম ধূর্য্যগতিরিত্যাদিনা গায়ন্তি। তথালিঙ্গিতং অমন্দং নবিদ্যতে মন্দংপরদাহকং যস্মাৎ তাদৃশ মিতি অমন্দং গাঢ়ং পীনস্তনী গণ সুখদং বদন্তি । আলিঙ্গন স্থগিত মিত্যাদিনা গায়ন্তি তথাপ্রেক্ষ কালাঙ্গলয়তীত্যাঙ্গলং তস্য ভানেবোন্ময়তিগ্লপয়ন্তী ত্বুস্মদক্ষ তাদৃশং যৎ স্মিতং কীদৃশং অমন্দং সর্ব্বসুখদং নিজজন স্মর ধ্বংসন স্মিত ইত্যাদিনা গায়ন্তি মদিধাতৌ গ্লেপনার্থে ঘটাদিত্বাৎ বৃদ্ধ্যভাবঃ । কিম্বা সোল্লুণ্ঠনমাহ এতাএব তবালোকিতাদিক মধীরমধৈর্য্যং বর্দন্তি অহন্ত মনোজ্ঞং বদামীতি বিপর্য্যয়েণ ব্যাখ্যেয়ং । তত্র দিব্যোন্মাদ লক্ষণং ।

যথোজ্জ্বলনীলমণৌ । পূর্ব্বোক্তেঃ প্রেম্নঃ পরাবস্থা রূপোভাবঃ সদ্বিবিধঃ । রূঢ়োঽধিরূঢ়শ্চ । অধিরূঢ়োপি দ্বিধামোদনো মাদনশ্চ । মোদন এব বিশেষ দশায়াং মোহনোভবতি এতস্যা মোহ নাম্নস্য গতিং কামপ্যুপেযুষঃ । ভ্রমতোকাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ । উদঘূর্ণাশ্চিত্র জল্পাদ্যা স্তদ্ভেদা বহবোমতা ইতি ॥ তত্র চিত্রজল্পঃ ॥ প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে গূঢ়রোষ বিজৃম্ভিতঃ । ভূরিভাবময়োজল্পশ্চিত্রজল্প উদাহৃতঃ ॥ সুহৃদালোক ইতি তস্য তদীয়ানাং চোপলক্ষণং । স চ দশাঙ্গঃ। প্রজল্প পরিজল্প বিজল্পোজ্জল্প সংজল্পাভিজল্পা জল্প প্রতিজল্প সজল্পাঃ । এষ শ্রীদশমে ভ্রমরগীতায়াং ব্যক্তএব তত্র শ্লোক এবায়ং প্রজল্পঃ । তল্লক্ষণং । অসূয়েৰ্ষ্যামদ যুষাযো অবধারণ মুদ্রয়া। প্রিয়স্য কৌশলোদ্গারঃ স প্রজল্প উদীর্য্যতে ॥ যথা মধুপেত্যাদি গোপিকা এব বদন্তি । তথা তে জল্পিত মিত্যজল্পোপি তল্লক্ষণং । ভঙ্গ্যান্য সুখদ প্রিয়স্যোদ্গার আজল্পঃ । তথা বয়স্মিত্যাদি । তাএবনাহ মিতি স্বৈরচক্ষণ্য ব্যক্ত্যাগতশ্চেতি চ পরিজল্পঃ । তল্লক্ষণং । নির্দ্দয় শাঠ্যাযুক্ত্যা স্ব বিচক্ষণতা দ্ব্যক্তিঃ পরিজল্পঃ যথা সুমনস ইত্যাদি । অধীর মিতি সংজল্পঃ । সোল্লুণ্ঠমাক্ষেপ মুদ্রয়া তদকৃতজ্ঞতোদ্গারঃ সংজল্পঃ যথা স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টেত্যাদি । অমন্দ মালিঙ্গিত মিত্যবজল্পঃ । যথা স্ত্রীয়মকৃত বিরূপা মিত্যাদি । আঙ্গলো-ন্মদস্মিত মিত্যুজ্জল্পঃ । তল্লক্ষণং স গর্ব্বের্ষয়া তৎ দৃহকতা খ্যানেনং তদাক্ষেপ উজ্জল্পঃ । যথা কপট রুচির হাসেত্যাদি স্বান্তর্দ্দশায়াং ॥ শ্রীরাধাত্যাগজন্যোবাক্তথোক্তিঃ । বাহ্যে গোপিকা এব মধুরত্বেন বর্ণয়িতুং জানন্তি ॥ ৩৭ ॥

॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ॥ দিব্যোন্মাদ উপজিল, রাই সর্ব্ব পাসরিল কৃষ্ণচন্দ্র সাক্ষাৎ মানিয়া। ঈর্ষা করি কহে বাণী, নাথ প্রতি উদাসিনী, নিন্দা অর্থ প্রকট করিয়া ॥ ১ ॥

শুন নাথ কহি যে নিশ্চয়। অজ্ঞ গোপাঙ্গনা গণ না জানে তোমার গুণ; দোষগণে গুণ বিস্তারয় ॥ ধ্রু ॥

সর্ব্ব ত্যাগী যেই জন, করে তুয়া আশ্রয়ন, তারে তুয়া ধৈর্য্য আলোকন। অজ্ঞ গোপাঙ্গনা গণ, কহে নৃত্য খঞ্জন হেন তোমার কমল লোচন ॥ ২ ॥

বচন কোমল তেন, ওহেরাব গুণ হেন; মুখে মাত্র কোমল্য বচন। বধিয়া পূতনা নারী, বধিতে বাসনা ভারি নারী বধ ইচ্ছা প্রপূরণ ॥ ৩ ॥

অজ্ঞ গোপাঙ্গনা কহে, তোমার বচন ওহে, স্নিগ্ধ সুগম্ভীর নর্ম্ম ময়। শব্দ অর্থ ধ্বনি রূপ, বিলাসের স্বরূপ, প্রত্যক্ষরে মাধুরী স্রবয় ॥ ৩ ॥

গমন তেমনি তোমা, রাস হৈতে কুঞ্জ ভুমা, কুঞ্জ হৈতে পুনঃ অন্য স্থানে। জানিতে বিষম যার, বিলাসের সুবিস্তার, তেমন মন্থর গতি মানে ॥ ৪ ॥

অজ্ঞ গোপাঙ্গনা বোলে, মদমত্ত গজবরে, জিনিয়া মন্থর গতি অতি। আলিঙ্গন হয় তেন, এই লয় মোর মন, পর পোড়াইতে অমন্দতি ॥ ৫ ॥

অজ্ঞ কহে শ্যামধাম, আলিঙ্গন অনপাম, পীন স্তনী গণ সুখদায়ী। তেমনি তোমার স্মিত, উন্মাদয়ে নিরীক্ষিত, জনে সদা ব্যাঙ্গল করয়ি ॥ ৬ ॥

পরের দাহক যেই, মন্দ নহে স্মিত সেই, অজ্ঞ নারী

কহে সুখদায়ী। অমৃত মাধুরী ঘটা, কহে মন্দ স্মিত ছটা যাতে করে ধ্যানের বিষয়ী ॥ ৭ ॥

এই মত অর্থ এক, শ্লোক দেখি পরতেক, আর মত অর্থ শুন সার। কহেন সৌল্লুণ্ঠ বাণী; কৃষ্ণ প্রতি সুনয়নী, যাতে অতি মাধুর্য্য প্রচার ॥ ৮ ॥

অধীর আলোক মধু বাণী তেন স্নিগ্ধ সীধু, ধৈর্য্য গতি গম্ভীর বিলাস। আলিঙ্গন নহে মন্দ, স্মিত তেন সদানন্দ গোপী কহে নারী দুঃখ ফাঁস ॥ ৯ ॥

দিব্যোন্মাদ লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ স্ফুরণ উজ্জ্বলে আছয়ে ব্যক্ত তাহা। পূর্ব্ব উক্ত প্রেম যেই, পরাবস্থা ভাব সেই; দুই রূপে সদা স্থিতি ইহা ॥ ৯ ॥

রূঢ় অধিরূঢ় নাম ব্যক্ত হয় আখ্যান, অধিরূঢ় দুই মত হয়। মোহন মাদন নাম, বিচ্ছেদ দশার স্থান, মাদন মোহন উপজায় ॥ ১০ ॥

এই যে মোহন নাম; কোন গতি অনুষ্ঠান, ভ্রম আভা বৈচিত্রি প্রকাশে। দিব্যোন্মাদ কহি তারে, উদ্ঘূর্ণাদি যাতে ধরে, চিত্র জল্প আদি ভেদ ভাষে ॥ ১১ ॥

চিত্র জল্প দশ অঙ্গ; ভ্রমর গীতা প্রসঙ্গ, ব্যক্ত আছে প্রতি স্থানে স্থানে। দশমে প্রকট তাহা, উদ্ধব দেখিয়া যাহা, কহিলেন ব্রজদেবী গণে ॥ ১২ ॥

গোবিন্দের প্রিয় দেখি, ভূরি ভাব সঙ্গে মাখি; যেই জল্প সেই চিত্রজল্প। অসূয়ের্ষা মদগর্ব্ব, অহংকৃতা কহে সর্ব্ব, সৌল্লুণ্ঠন কহেন অনল্প ॥ ১৩ ॥

এই দিব্যোন্মাদে রাই, ক্ষণেকে দেখয়ে তাই, কৃষ্ণ যেন অবজ্ঞা বচনে। অন্যত্র চলিয়া গেলা; এই মনে উপ

জিলা; তাপোৎকণ্ঠা হৃদি প্রকাশনে ॥ ১৪ ॥
চতুঃ শ্লোকে কহে কথা; সদৈন্য গাম্ভীর্য্য মতা, সচাপল্য উৎকণ্ঠা সহিতে। সেই ভাবে লীলা শুক, শ্লোক পঢে অদভুত, ভক্ত সুখ যাহাকে শুনিতো॥ ১৫ ॥

শ্লোকঃ ॥ অস্তোকস্মিতভরমায়তাক্ষং নিঃশেষ
স্তনমৃদিতং ব্রজাঙ্গনাভিঃ। নিঃসীম স্তবকিত নীল
কান্তিধারং; দৃশ্যাসং ত্রিভুবন সুন্দরং মহস্তে॥ ২৮ ॥

অথ ক্ষণান্তং তথা পশ্যন্তী অধীরণয়াগতমিবজ্ঞাত্বা জাত-পশ্চাত্তাপা সোৎকণ্ঠং চতুঃ শ্লোকীমাহ সবৈ সুজল্প স্তল্লক্ষণং। তত্রার্জ্জবং স গাম্ভীর্য্যং সদৈন্যং সহচাপলং। সোৎকণ্ঠঞ্চ হরিঃ পৃষ্টঃ স সুজল্প ইতি স্মৃতঃ। যথা অপিবতেত্যাদি। তত্র যথা চতুর্ষু পাদেষু গম্ভীর্য্যাদ্যাশ্চত্বারো ভাবাব্যক্তা স্তথাত্র চতুর্ষু শ্লোকেষু। তত্র প্রথমং দর্শনোৎকণ্ঠয়া অপিবতেতি প্রথমপাদবৎ স গাম্ভীর্য্যং তৎ প্রলপন মনুবদন্নাহতা এবমহঃ সৌন্দর্য্য পূরং অপি অহং দৃশ্যাসং। যথা তত্র মথুরাস্থিতা কদাচিদাগমন মপি সম্ভবেৎ। তথা ত্রাপি তৎকান্তি দর্শনে জাতে তদ্দর্শন মপি সম্ভবেদিতি গাম্ভীর্য্যং। কীদৃশং নিঃসীম অবধিশূন্যং মাং ত্যক্তান্যত্র গমনান্নির্ম্মর্য্যাদমপি। অন্যা সংলগ্ন ঙ্কচঙ্কুম যাবকাদিনা স্তবকিতা নীলকান্তি ধারৈবলতা যস্মিন। অন্যা সঙ্গ গোপনেন সৎপ্রতারণায়া স্তোকোঽল্পঃস্মিতভরো যস্মিন্। তথা তেনৈব হেতুনা আয়তায়তে অপ্যায়িতে অক্ষিণী যত্র। নত্বন্যাঙ্গনা স ভুক্ত মামধীর্য্য পুনঃ কিমিতি দিদৃক্ষসীতি মনস্যুটটঙ্ক্যম দৈন্যমাহ নিঃশেষৈঃ স্তনৈঃ সর্ব্বাভি ব্রজাঙ্গনাভিঃ ঽপি কিমতৈকয়া মুদিতং তদপি মম সুখদ মিত্যর্থঃ অত্র হেতুঃ ত্রিভুবনেতি ত্রিভুবন মেব সুন্দরং যস্মাৎ। স্বান্ত

দশায়াং প্রেয়সী প্রেরণায় স্মিতায়তাক্ষাদি বিশিষ্টং তদিত্যর্থঃ ।। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টএব ।। ২৮ ।।

অস্যার্থঃ।।প্রাণ নাথ শুনমোর এই নিবেদনাঙ্গঞ্জেতেপ্রেরণ রূপ. যে কটাক্ষ অপরূপ, পুনঃ আসি দেহ পরসন্ন ।। রু রাস মণ্ডলীর মাঝে, শঙ্কেত বংশীর নাদে, সঙ্গে যেই কটাক্ষে প্রেরণ । অতি সুমাধুরী তার; আহ্লাদয়ে নেত্র আর চিত্তে হয় আনন্দ পরম ।। ১ ।।

যদি বল অন্য নারী; জানিবেন এচাতুরী তারা মোরে করিবেন রোষ । নিজগণ সখী সঙ্গে রহ অন্য পর সঙ্গে; কটাক্ষ প্রার্থনা অতি দোষ ।। ২ ।।

তবে শুন কহি আমি, মন দিয়া শুন তুমি, তনি যদি প্রসন্ন হইয়া । সেই রূপ বেশধর, সে রূপ কটাক্ষ কর, এই মোর নিকটে আসিয়া ।। ৩ ।।

অপর গোপিকা অন্য, সহস্র যে আছে ধন্য, কিবা কার্য্য তাতে আছে মোর । কি করিবে রোষ করি, তোমা না দেখিলে মরি; তুমি মাত্র চাহ নেত্র ওর ।। ৪ ।।

তুমি অপ্রসন্ন যবে; দর্শন না দিবা তবে; অন্য গোপী নিজ সখী গণ । তাহাতে বা কিবা কায, দুঃখদায়ী সব সাজ, অতএব দেহ দরশন ।। ৪ ।।

এতেক কহিতে রাই, চিত্তে মহোৎকণ্ঠা পাই, গোবিন্দের দর্শন লাগিয়া । সগাম্ভীর্য্য প্রলাপন, পঢে শ্লোক মনোরম; লীলা শুক তাতে মগ্ন হৈয়া ।। ।। ৫ ।।

শ্লোকঃ ।। ময়িপ্রসাদং মধুরৈঃ কটাক্ষৈ র্বংশী নিনাদানুচরৈর্বিধেহি । ত্বয়িপ্রসন্নে কিমিহাপরৈর্নস্ত্বয্যপ্রসন্নে কিমিহাপরৈর্নঃ ।। ২৯ ।।

অথ পূর্ব্বকৃত ঙ্গঞ্জ প্রেরণ স্মৃত্যা জাতাতি লালসত্বাৎ ক্রমমপ্যুল্লঙ্ঘ্য ভুজগগুরু সগন্ধ মিতিবৎ সোৎকণ্ঠং প্রলপন্ত্যা বাচানুবদন্নাহ হে প্রাণনাথ ঙ্গঞ্জ প্রেরণ রূপৈঃ কটাক্ষৈঃ ময়ি প্রসাদং বিধেহি। আগত্য তথা তৈঃ পুনঃ প্রেরয়েত্যর্থঃ কীদৃশৈঃ শঙ্কেত রূপং বংশীনিনাদং অনচরন্তীতি তথা তৈঃ তথা মধুরৈরাহ্লাদকৈঃ। ননু পুনঃ সর্ব্বাসাং মধ্যে তথা কৃতি তস্যা অমূনিনঃ ক্ষোভ মিত্যাদি বৎ। কামিন্যঃ কামিনেত্যাদি বচস্ত্বাং মাঞ্চ প্রতি ক্রুধ্যেযু স্তৎ সখীভি রেব ত্বানং সুখমালম্বনয়া প্রার্থনয়েত্যাশঙ্ক্য সগর্ব্ব সদৈন্য মাহ ত্বয়ীতি ত্বয়ি প্রসন্নে তথা কৃতে নিকটাগতৈর্বা ইহদেশে কালেবা অপরৈরন্যৈর্গোপা সহস্রৈরপি কিমস্মাকং ন কিমপীত্যর্থঃ। তথা ত্বয্য প্রসন্ন ইহ এতদ্দশায়াং দর্শন মপ্যদত্তরতি অপরৈ নির্জ্জিতৈরপি সখী ঙ্গলৈঃ কিং তা অতি দুঃখদা ইত্যর্থঃ। তদুক্তং শ্রীজয়দেবৈঃ॥ বিভুরিব সখী সম্বাসোহ মিতি। প্রিয়সখী মালাপি জালায়তে ইতি চ। স্বান্তর্দ্দশায়াং আগত্য পুনস্তৎ প্রেরণমেব প্রসাদঃ। নম্বন্যা স্বযে্য তৎ প্রার্থনয়া ক্রুধ্যেযু স্তত্রাহ ত্বয়ি প্রসন্নৈতৈঃ কিং ত্বয্য প্রসন্নে এতন্নিকটমপ্যনাগতি নিজৈরপি প্রিয়সখী প্রভৃতিভিঃ কিং তা অপি দুঃখদা এব সমস্নেহ সখীনাং স্বভাবোহয়ং যৎ কৃষ্ণ রহিত সখী দর্শনে দুঃখং স্যাৎ॥ যথোজ্জ্বলনীলমণৌ॥ বিনা কৃষ্ণং রাধা কথয়তি সমস্তাত্মসমনো বিনা রাধাং কৃষ্ণাপ্যহহ সখী মাং বিক্লবয়তি। জনিঃ সামেম ভূৎক্ষণমপি নযত্র ক্ষণদুহৈ যুগেলাক্ষৌ নির্হ্যাৎ যুগপাদনয়ো সর্ব্বক্ত শসিনাবিতি॥ বাহ্যার্থঃ স্পষ্টএব॥ ২৭॥

অস্যার্থ ॥ প্রাণনাথ এই তোমার সৌন্দর্য্য বৈভবে। দর্শন করিব আমি; মধু পুরী হৈতে তুমি, কভু যদি আপনে আসিবে ॥ ধ্রু ॥

মোরে ছাড়ি অন্য নারী, ভোগে যাহ অন্য বাড়ী; এই কার্য্য অমর্য্যাদা অতি। অন্যা অঙ্গ সঙ্গ লগ্ন, চন্দন কুঙ্কুম মগ্ন, নীলকান্তিধারা যাতে অতি ॥ ১ ॥

করিতে মোরে প্রতারণ; অন্য সঙ্গ সংগোপন, তাতে অলপ নহে যেই স্মিত। তাতে যে বদন শোভা, কামিনীর মনোলোভা দর্শন করিব সেই রীত ॥ ২ ॥

সেই প্রতারণা হৈতে, চাপল্য যে নেত্ররীতে, অতি দীর্ঘ শোভা মনোরম। সে শোভা দেখিব আমি, যখন আসিবে তুমি, জুড়াইব এদুই নয়ন ॥ ৩ ॥

তবে যদি বল তুমি, অন্য নারী ভুক্ত আমি; গেলোঁ যবে নিকটে তোমার। অবজ্ঞা করিলা মোরে; এবে কেনে দেখিবারে, চাহ তুমি সেই রূপ আর ॥ ৪ ॥

মনে উটঙ্কিতে ইহা, দৈন্য বাঢ়ি গেল হিয়া অতি দৈন্যে কহেন বচন। সর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা গণ; স্তনে অঙ্গ সুমার্জন, একা হৈতে না হয় মার্জন ॥ ৫ ॥

ত্রিভুবন বিমোহন, অঙ্গ অতি মনোরম ত্রিভুবন মোহে স্মের মুখে। ত্রিভুবনের সৌন্দর্য্য, নেত্র সুচাপল্য বর্য্য, দর্শন করিব আমি সুখে ॥ ৬ ॥

এই কালে পূর্ব্ব কৃত, কুঞ্জ লীলা সুখ যত; তাতে লোভ বাঢ়ি গেল মন। অতিশয় দৈন্য করি, কহেন প্রলাপ ভরি, এক শ্লোক করিয়া পঠন ॥ ৭ ॥

শ্লোকঃ ॥ নিবদ্ধ মূর্দ্ধাঞ্জলিরেষ যাচে; নিরন্ধ্র দৈন্যোন্নতি মুক্তকণ্ঠং । দয়ানিধে দেব ভবৎ কটাক্ষ; দাক্ষিণ্য লেসেন সকৃন্নিষিঞ্চ ॥ ৩০ ॥

তথা প্রগাঢ লালসয়াতিদন্যোদয়াৎ স্মরতি স পিতৃগেহা নিত্যা দি বৎ দাস্যাস্তে কৃপণায়ামে ইত্যাদি বৎ চ স্বদৈন্যং প্রলপন্ত্যা বচোহনবদন্নাহ হেদেব বহ্বীভিঃ ক্রীড়ারধিক এষোহহং নিবদ্ধো মূর্দ্ধন্যঞ্জলির্যেন তাদৃশ স্তব দাসীজনঃ নীরন্ধ্রং নিশ্ছিদ্রং যদ্দৈন্যং তস্যয়া উন্নতি স্তয়া মুক্তকণ্ঠং যথাস্যাত্তথায়াচে কিং তদ্যাচসে যদি তে রাসক্রীড়া বিঘ্নঃ স্যাত্তর্হি তাদৃশ কটাক্ষ প্রেরণাদিকং দূরেহস্তু ভবৎ কটাক্ষস্য যদ্দাক্ষিণ্য মৌদার্য্যং তস্য লেসেনাপি সকৃদপিনিষিঞ্চ । তল্লেসেনাপি দুঃখাগ্নি নির্ব্বাপকো নিতরাং সেকঃ স্যাৎ ইত্যর্থঃ ॥ আগত্য সর্ব্বাভিঃ সহ রাসং স্বর্ব্বিতি ভাবঃ । যদ্যপ্যয়ং জনোপরাধী তথাপি তবৈতদ্যোগ্য মিত্যাহ হেদয়ানিধে ইতি । স্বান্তর্দ্দশায়াং ইমাং মৎসখীং নিষিঞ্চ অন্যৎ সমং । বাহ্যার্থঃ স্পষ্ট এব ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ ॥ ওহে গোপী ক্রীড়া রস রাজে । অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে, নিবন্ধ দৈন্যের রীতে, তোর দাসী ভিক্ষা তোরে যাচে ॥ ধ্রু ॥

মুক্ত কণ্ঠ হৈয়া বলি, শুন মোর পদ্যাবলী, অয়ে প্রাণ নাথ দয়ানিধি । কটাক্ষ অর্পিতে মোরে, রসেরবিঘ্ন যদি করে বহু তবে সে কটাক্ষ বিধি ॥ ১ ॥

কটাক্ষের যে দাক্ষিণ্য ঔদার্য্যের প্রাবীণ্য; তার লেশ অতি অল্প কণা । তাহা দিয়া সিঞ্চ মোরে, দুঃখাগ্নি নির্ব্বাণ করে, শুন বন্ধু অকিঞ্চন জনা ॥ ২ ॥

পুনঃ আইস রাস মাঝে, নটবর বেশ সাজে, ক্রীড়া কর গোপাঙ্গনা সনে। যদি অপরাধী আমি, তবু দয়ানিধি তুমি, সেই রূপে দেহ দরশনে ॥ ১ ॥

তবে যদি বল তুমি, মানিনীর শিরোমণি, এখনি অবজ্ঞা কৈলে মোরে। এবে কেনে দৈন্য কর, লজ্জা কিবা নাহি ধর, অন্যাঙ্গনা উপহাস করে ॥ ২ ॥

এই কৃষ্ণের নর্ম্ম ভঙ্গী, চিত্তে উঠিকিয়া ব্যঙ্গী, নেত্রের চাপল্য শঙ্কারিয়া। কহিতে লাগিলা রাই, প্রলপিয়া সেই ঠাই, অদভুত শ্লোক উচ্চারিয়া ॥

শ্লোকঃ ॥ পিঞ্ছাবতংস রচনোচিত কেশপাশে, পীনস্তনী নয়ন পঙ্কজ পূজনীয়ে। চন্দ্রারবিন্দ বিজয়োদ্যত বক্ত্র বিম্বে চাপল্য মেতি নয়নং তব শৈশবেনঃ ॥ ৩১ ॥

ননু ধীরানাং মানিনীনাং মূর্দ্ধন্যাপি ইদানীং মামবধীর্য্য কিমিতি দৈন্যং করুষে অন্যাস্তামুপহসিষ্যন্তীতি তন্নর্ম্ম মন স্যাউক্ত্যা কুচিদপি স কথাং ন ইতি বৎ স চাপলং নেত্রেসংক্র ময্য প্রলপন্ত্যা বচোহনুবদন্নাহ নোহস্মাকং সর্ব্বাসামেব নয়নং তব শৈশবে কৈশোরে তৎসম্বন্ধি বেশলীলাদৌ চাপল্য মেতি চঞ্চলিদ্বীপিনং হন্তীতি বৎ দ্রষ্টমিত্যর্থঃ। অস্মাভিঃ কিং কর্ত্তব্য মিতি ভাবঃ। অথবা বরাকানাং নেত্রাণাং কোবা দোষঃ যদেতাদৃশংমৈতৎ কীদৃশে পিঞ্ছাবতংসেন তন্মুঙ্গটেবয়া রচনা তস্যামুচিতঃ কেশপাশো যস্মিন্। তথা চন্দ্রার বিন্দয়ো বিজয়েন উদ্যতং তৃপ্তং বক্ত্র বিম্বং যস্মিন্। অতঃ পীনস্তনীনাং যুবতীনাং তাভির্বা নয়ন পঙ্কজৈঃ পূজনীয়ৈঃ তদ্দোগেহন্যোপি বিজয়ী

বদ্ধমুকুটঃ সম্রাট নাগর যুবতিভি র্নেত্রাব্দৈঃপুষ্পবৃষ্ট্যাচ পূজ্যো ভবতিদর্শনং অতো দেহীতি ভাবঃ। স্বান্তর্দ্দশায়াং শৈশবে শ্রীরাধয়াসহ বিলাস্লোচ্ছলিত কৈশোর পীনস্তনী রাধা তন্নেত্র পঙ্কজাভ্যাং পূজার্হে ॥ বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ ॥ শুন ওহে ব্রজরাজ সুত। তোমার কৈশোর বেশ, লীলায়ে মোহয়ে দেশ, মোর নেত্র চাপল্যের দূত ॥ ধ্রু ॥

চঞ্চল আমার দিঠি, পাইয়া কৈশোর মিঠি, সদাই দেখিতে করে আশ। তথাপি কি দোষ তার, যাহাতে কৈশোর সার, জাতিকুলশীল ধর্ম্ম নাশ ॥ ১ ॥

ভৃঙ্গ কান্তি পুঞ্জ জিনি, কেশপাশ সুমোহনী, তাতে অবতংস শিখিপাখা। পিঞ্ছের মুকুট শোভা, কামিনী নয়ন লোভা, উড়িবারে চাহে হৈয়া পাখা ॥ ২ ॥

মদন মাধুর্য্য তায়, চন্দ্রপদ্ম জিনি যায়, হেন দর্প তাহার শুষমা। এই লাগি পীন স্তনী, নয়ন পঙ্কজ খণি, পূজনীয় যোগ্য মনোরমা ॥ ৩ ॥

এই লাগি কহি আমি, মোরে দেখা দেহ তুমি, ওহে শ্যাম সুন্দর শেখর। এতেক কহিতে রাই, সমুদ্‌ঘূর্ণা দশা পাই, ভ্রমে কৃষ্ণ দেখে নেত্র ওর ॥ ৪ ॥

তার যে উদ্বেগ দশা, চারি শ্লোকে পরকাশা, মনে২ চিন্তে এই রাই। কৃষ্ণ যেন আসি কহে, কেনেবা চাপল্য ওহে, হেন আর কভু দেখি নাই ॥ ৫ ॥

তুমি সাধ্বী সুপ্রবরা, ধৈর্য্য হও সুগম্ভীরা, শুন এই আমার বচন। দেখ তোমার সখীগণ, প্রবোধয়ে ক্ষণে ক্ষণ, তবে কেন ব্যস্ত কর মন ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণের এনর্ম্ম বাণী, শুনি ধনী শিরোমণি, নিজ মনে নর্ম্ম উট্টঙ্কিয়া। কহিতে লাগিলা রাই, চিত্তে উদবেগ পাই, অতিশয় প্রলাপ করিয়া ॥ ৭ ॥

শ্লোকঃ ॥ ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুত মিত্যবেহি;
মচ্চাপলঞ্চ মমবা তব বাধি গম্যং। তৎ কিং
করোমি বিরলং মুরলী বিলাসী মুগ্ধং মুখাম্বুজ
মুদীক্ষিতু মীক্ষণাভ্যাং ॥ ৩২ ॥

অথ তস্যা উদঘূর্ণা দশায়াম্ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনং তত্রৈবোদ্বেগ দশা চতুর্ভিঃ। তত্র প্রথমং ননু ভবতু নেত্রচাপল্যং কাপ্যন্যৈতাদৃগ্বি কলান দৃশ্যতে ত্বংসাধ্বী প্রবরাসি তদগম্ভীরাভব সখ্যোপ্যেবং ত্বাং বোধয়ন্তীতি তস্য নর্ম্মোপালম্ভং মনস্যুট্টঙ্ক্য তং প্রতি সোদ্বেগং প্রলপন্ত্যা বচোহনু বদন্নাহ ত্বচ্ছৈশব মিতি তব কৈশোরং মাধুর্য্য দিভির্ম্মাদকত্বাকর্ষকাত্বাদিভিশ্চ ত্রিভুবনে অদ্ভুত মবেহি জানীহীত্যর্থঃ। মচ্চাপলঞ্চ ত্রিভুবনাদ্ভুত মবেহি এতত্রয়ং তবাধিগম্যং জ্ঞেয়ং মমবা। যদ্বা মচ্চাপলঞ্চ ত্বদ্বৎ পাদিত ত্বাং তববা স্বীয়ত্ব মমবাধিগম্যং। অন্যা বেদন চাপল্য দুঃখ মখিল মিতি ন্যায়াৎ সখ্যোপি সম্যগজানন্তি যতঃ এবং বদন্তী তি ভাবঃ পুনঃ প্রোচ্ছলিতোদ্বেগা স দৈন্যমাহ তদিতি তত্তস্মাত্ত্ব মুখাম্বুজ মীক্ষণ ভ্যাং উচ্চৈরীক্ষিতুং কিং করোমি যৎ কৃতে তদ্দৃষ্টং স্যাৎ তত্ত্বমেবোপদিশেত্যর্থঃ। ননু ন দৃষ্টং তৎ তেন কিং তত্রাহ মুগ্ধং মনোহরং। তদ্দর্শনাৎ তদ্বিফলত্বাপত্তেঃ অক্ষ্ণণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদাম ইত্যাদি তথা দানকেলি কৌমুদ্যাং ভবতু মাধব রূপ মশৃণ্বতোঃ শ্রবণ য়োরমলশ্বর-নির্য্যণ। তমবিলোকয়তোরবিলোকনেঃ সখি বিলোচনয়োঃ কিসালয়োরিত্যাদিশ্চ। ননু সেদানীং ন দৃষ্টং

অথ মনসি তস্য তত্তৎ প্রতিবচনোট্টঙ্কনাৎ পুষ্পাদ্যা হরণে দানবত্মন্যাদৌচ স্বেন স্বসখীভিশ্চ সহ শ্রীকৃষ্ণস্য নর্ম্মকলহ স্ফূর্ত্যা অত্যুদ্বেগেন তৎ স্মরণেপ্য সমর্থায়াঃ। তব কথামৃত মিত্যাদিবৎ স বিষাদং প্রলপন্ত্যা বচোঽনু বদন্নাহ মদবল্লব ভাবিনীভিঃ সহএব জল্পিতানি মিথোবা কোপবাক রূপাপি সুকৃতাং ভাবেভাবাক্রান্ত চিত্তে লুঠন্তি স্ফুরন্তি মম পুনঃ রুদ্ধিয়ে চেতসি তদপি দুর্ল্লভ মিতি ভাবঃ। স্বস্তাপ্রবিশন্তীতি ন্যায়াৎ। তথা প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাব সরোরুহ মিত্যত্র ভাব সরোরুহং হৃদয় কমল মিতি বৎ মদেতি ভাবিনীভিশ্চেত্যনেন বয়ং পরকীয়ারমণ্যঃ স্বচ্ছন্দং বনে বিহরামঃ কথময় মস্মান্নিরু- ণদ্ধীতি গর্ব্বোদ্রিক্ত প্রণয় রোষযুক্তায়াস্তাভি রিতি তাসাং কিলকিঞ্চিত ভাবোদ্গামঃ কথিতঃ তত্তুগর্ব্বাভিলাস রুদিত স্মিতা সয়া ভয়ক্রুধাং শঙ্করী করণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিত মিতি কীদৃশানি পাদানা মর্থানাঞ্চ ভঙ্গীভি বল্গুনি মনো জ্ঞানি তত্র পদানাং যথা বিলাস মঞ্জর্য্যাং পারিজাত মদ্য প্রসূতানি মেতাং ননীষিত্বমে প্রবালৈঃ সমেতাং। ধৃতাসো ময়া কাঞ্চন শ্রেণী গৌরী প্রবিষ্টাসি স্বচ্ছগেহং কথং পুষ্পঃচৌরি। সদাত্রচি নেনুমঃ প্রসূন মজলেবয়ং হিনিরুতাঃ সুরাভিভঞ্জনে। ন কোপি স্বরুতে নিষেধ বচনং কিমত্র তনুষে প্রগল্ভ বচনং ॥ অর্থানাং যথা দানকেলি কৌমুদ্যাং ॥ কৃষ্ণ স্বগুলীনশ্চণ্ডি কৃতং ঘট্টন যাত নয়া। ফৎকৃতি ক্রীড়য়া যস্য ভবিতাসি বিমোহিতা ॥ ধর্ষণেন স্বলস্ত্রীণাং ভুজঙ্গেন্দ্রঃ যদেতা দর্শনৈরেষ দশন্নাপ্নোতি শোভন মিতি ॥ অতঃপরি সর্ব্বতঃ শাচিতানি অমৃতানি র ঃ শৃঙ্গারা দয়শ্চৈয়ঃ। তথাবগুণ্ঠিতানি তস্য তাসাঞ্চ বিলাস বিলোচনা নিষ্ঠৈর্ষেষুবা। তথা বাল্যেন কৈশোর স্বভাব চাঞ্চল্যেনাধিকানি

মিথো বিজিগীষয়া নবচ্ছিন্নানি। স্বান্তর্দ্দশায়াং কর্ণ দ্বারা তাদৃশ চিত্তে প্রবিশ্য তথানন্দয়তীত্যর্থঃ অন্যৎ সমং। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টএব॥ ৩১॥

অস্যার্থঃ॥ প্রাণনাথ তুয়া সঙ্গে পরিহাস বাণী। পদ অর্থ ভঙ্গী গণ; সুধা করি নির্মঞ্ছন সঙ্গে মদ বল্লভ ভাবিনী॥ ধ্রু॥

দুহু দুহা বাক্য বাক, অতি মনোহর ভাখ, ভাবাক্রান্ত মনে সদা স্ফুরে। তারা পুণ্যবতী গণ; উদ্বিগ্ন আমার মন সে কথা স্মরণ ভেল দূরে॥ ১॥

গর্ব্বকরি বলে তারা, পরের রমণী মোরা, পথ রুদ্ধ কর কেনে তুমি। প্রণয় সরোষ কহে; সহাস্য রোদনময়ে, অসূয়া সভয় ক্রোধবাণী॥ ২॥

তুমি বল আজি আমি, জানিলাম নিতি তুমি, পুষ্প তুল পল্লব ভাঙ্গিয়া। পুষ্প চৌরী হেম গৌরী; আজি লাগ পাইল তোরি, প্রবেশাব কুঞ্জ গৃহে যাঞা॥ ৩॥

তারা কহে সদা মোরা; এই বনে পুষ্প তুলা, সুর দেব ভজন লাগিয়া। কাহার নিষেধ বাণী, কভু ইহা নাহি শুনি, কেনে বল প্রগল্ভ বলিয়া॥ ৪॥

তুমি বল তারে বাণী, কৃষ্ণ কুণ্ডলীন আমি, শুন চণ্ডী না ডরাহ মোরে। ফুৎকৃতি ক্রীড়ায়ে যার, মোহ হয় সবাকার, হিত কথা কহিলাম তোরে॥ ৫॥

সে কহেন কুলনারী, ধরিবারে গর্ব্ব ভারি, ভুজঙ্গে সক্ষম কি আছয়। দশনে দংশন তার; দূরে মাত্র গর্ব্ব ভার, অতি সুমঙ্গল প্রকাশয়॥ ৬॥

এই মত মনোহর, নর্ম্ম বাণী রসধর, প্রফুল্ল বিশাল বিলোচনে। কৈশোর বয়স দুহু; চাপল্য স্বভাব মুহু, অন্যে অন্য জিনিবার মনে ॥ ৭ ॥

ইত্যাদি বিলাস গণে, কৃত পুণ্যপুঞ্জ মনে; সদা স্ফূর্ত্তি হয় মনোহর। আমার উদ্বেগী মনে, সেহ নাহি বিস্ফুরণে, এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥ ৮ ॥

কহিতে২ রাই, গোবিন্দ দর্শন নাই, মনে হৈল উদ্বেগে পীড়িত। সম্ভাল করিতে নারে; উদ্বেগে আসিয়া ধরে, তাতে ধনী হইলা মূর্চ্ছিত ॥ ৯ ॥

তাহা দেখি সখী গণ; কহে ধৈর্য্য কর মন: কৃষ্ণচন্দ্র আসিবে এখন। শুনিয়া তাঙ্কার বাণী, সখী গণে পুছে ধনী লীলা শুক কহে সে বচন ॥ ১০ ॥

শ্লোকঃ ॥ পুনঃ প্রসন্নেন্দু মুখেন তেজসা পুরো বতীর্ণস্য কৃপামহাম্বুধেঃ। তদেব লীলা মুরলীরবামৃতং; সমাধি বিঘ্নায় কদা নু মে ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

অথ তদ্দর্শনে গতমনঃ পীড়োদ্বিগ্নয়া মূর্চ্ছন্ত্যা আশ্বাসেন পরাঃ সখীঃ প্রতি স লালসং পৃচ্ছন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ পুনঃ পুরো বতীর্ণস্য তস্য যেন অমুং হৃত্তে প্রেষিতবান্ তথা লীলাসূচক মুরলীরবামৃতং প্রসন্নেন্দু মুখেন তদ্রূপেণ চেতসা কান্তি পূরেণ সহ মমসমাধেঃ সম্যগুমনঃ পীড়ায়া বিঘ্নায় নাশায় কদা ভবেৎ। অহো দুর্ঘটমে তদীক্ষণং বিচিন্ত্য অথবা সংভাব্যেত ইত্যাহ কৃপেতি। স্বান্তর্দ্দশায়াং তদেব তৎ প্রেরণ রূপং মুরলীরবামৃত মন্যৎ সমং ॥ বাহ্যো সমাধের্য্যা নস্য বান্যৎ স্পষ্টঃ ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ ॥ সখীহে কবে মোর হবে শুভ দিনে। মোর আগে কৃষ্ণ আসি দরশন দিবে হাসি; পুনঃ কি দেখিব এই চিহ্নে ॥ ধ্রু ॥

প্রশর বদন চন্দ্র, বেণু গানামৃত মন্দ, যাতে মোরে সঙ্গে পাঠাইলা। সেই কান্তিপুঞ্জ সঙ্গে; সে মুখ দেখিব রঙ্গে; কবে হবে সেই শুভবেলা ॥ ১ ॥

উদ্বেগে আমার মন; পীড়া পায় অনুক্ষণ; তাহা নাশ কবে হবে মোর। পুনঃ তার দরশন, অতিশয় দুর্ঘটন, কৈছে হবে না পাইয়ে যোর ॥ ২ ॥

এত কহি বিমর্ষণ, ক্ষণ এক রহে মৌন; কহে পুনঃ বিচার বচন। অথবা হইতে পারে মহা কৃপাসিন্ধু বরে; অঘটন হয় সুঘটন ॥ ৩ ॥

শুনি সখী গণ কহে; শুন সুনাগরী ওহে; যদ্যপি কৃপালু হয় হরি। আপনি আসিবে হেথা; তুমি কেনে পাও ব্যথা, অতিশয় চাপল্য আচরি ॥ ৪ ॥

রাই কহে শুন সখী, তুমিত না জান দেখি, তারি অতি দোষ ইথে হয়। চাপল্য করায় তেহু, ইহা নাহি বুঝে কেহু, শুন তাহা কহি যে নিশ্চয় ॥ ৩ ॥

এতেক কহিয়া রাই; মনের সুয়াস্থ নাই; কহিতে লাগিলা বিবরিয়া। লীলা শুক সেই ভাবে, কহে এক শ্লোক তবে, শুন সবে একমন হৈয়া ॥ ৬ ॥

শ্লোকঃ ॥ বলেন মুগ্ধচপলেন বিলোকিতেন; মন্মানসো কিমপি চাপল মুদ্বহন্তং। লোলেন লোচন রসায়ন মীক্ষণেন, লীলা কিশোরমুপগূহিতু মুৎ কাঃক্ষঃ॥ ৩৫ ॥ ॥ ১২ ॥

অয়ি সখি সচেৎ কৃপালস্তদা স্বয়মায়াস্যতি কিমিতি চপলাসীতি বদন্তীঃ সখীঃ প্রতি তবৈস্যবায়ং দোষ ইতি বদন্ত্যা বচোহনুবদন্নাহ লীলা স্মরৎ প্রেরণ লীলা তদ্ব্যক্তং কিশোরং তং সাক্ষাৎ তদ্ভাগ্য রাহিত্যা দীক্ষণে নাপ্যুপ গৃহিতুং উৎসুকাঃ স্মঃ। ন কেবল মেকৈবাহং ভবত্যোপীতি বহুত্বং। কীদৃশেন লোলেন তং দ্রষ্টুং অতি চঞ্চলেন লুব্ধেনবা তত্রহেতুঃ কীদৃশং লোচন রসায়নং তৎ সম্পর্কিং ননসাধ্বনুষ্ঠিতং নোবচঃ যদ্বিগুণীকৃতং চাপল মিত্যত্র স্বনির্দ্দোষ মাহ কীদৃশং তং মন্মানসে বিলোকিতেন ইঙ্গ প্রেরণ কৃপালোকনেন কিমপ্য নির্ব্বচনীয়ং চাপল মুদ্বহন্তং উৎপাদয়ন্তং সাক্ষাদ্দর্শনং মত্বামনস্য বিভূয় তথা ঈর্ষ্যন্ত মিতি তবৈস্যবায়ং দোষ ইতি ভাবঃ। কীদৃশেন বালেন কোমলেন কিম্বা অন্যাভ্যঃ শঙ্কোচেন দয়াবলোকনাৎ সূক্ষ্মেণ ময়ৈব জ্ঞেয়েনেত্যর্থঃ। তথা মুগ্ধঞ্চ তচ্চপলঞ্চ তেন। স্বান্তর্দ্দশায়াং তত্তৎ প্রেরণ বিলোকিতেন হৃদিস্ফুরিতেন মাং চঞ্চলয়ন্তং তং সাক্ষাদ্দৃষ্ট মুৎসুকাঃ স্মঃ অন্যৎসমং ॥ বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ ॥ সখীহে দর্শনেও ভাগ্যহীন আমি। মোর আকর্ষণ লীলা, যুক্ত যে কৈশোর কলা, আলিঙ্গনে কিবা স্পৃহ জানি ॥ ধ্রু ॥

একা মোরে আকর্ষয়, শুন সখী সেহ নয়, তুয়া সবাকেও আকর্ষয়ে। লোচনের রসায়ন, রূপ অতি মনোরম, দেখিবারে আঁখি লোল হয়ে ॥ ১ ॥

লোভের কারণ এই, আর শুন কহি যেই, নয়নের তৃপ্তি করে সদা। সখী কহে ভাল বল· দ্বিগুণ চাপল্য হৈল; অনুষ্ঠানে জানিল সর্ব্বথা ॥ ২ ॥

ইহা শুনি রাই কহে, যাহাতে নির্দ্দেশ হয়ে, শুন সখী মোর দোষ নাই। আমার মনে সে আসি, বিলোকয়ে মন্দ হাসি, প্রেরয়ে নয়ন প্রান্তে চাই॥৩॥

তাহে যে নেত্রের ভঙ্গী; দেখি চিত্ত হয় রঙ্গী, বর্ণন না হয় রূপ শোভা। চাপল্য জন্মায় তাতে, নির্ব্বাচ্য না হয় যাতে অদর্শনে মনে দৃষ্ট লোভা॥৪॥

অতএব তারি দোষ; মোরে কেনে কর রোষ; সখীগণ দেখ বিচারিয়া। অন্য নারী গণ ভয়ে, আমি জানি হেন হয়ে, অল্প দেখে মানসে পশিয়া॥৫॥

কহিতেই পূর্ব্বে যেন, কৃষ্ণ কৈল সুপ্রেরণ, স্মৃতি হৈতে উন্মাদ বাঢ়িল। গোবিন্দ কহেন যেন, আমি তুয়া মনে কেন, সুচাপল্য গণ বাঢ়াইল॥৬॥

এই রূপে কৃষ্ণচন্দ্, দর্শনাদর্শন মন্দ, বৈক্লব্য উদ্বেগ বাঢ়ি গেলা। গোবিন্দের উপলম্ভে, কথা কহে মহারম্ভে, পুনঃ এক শ্লোক পাঠ কৈলা॥৭॥

শ্লোকঃ॥ অধীর বিম্বাধর বিভ্রমেণ হর্ষার্দ্র বেণু স্বর সম্পদাচ। অনেন কেনাপি মনোহরেণ, হাহন্ত হাহন্ত মনোদ্বনোষি॥ ৩৬॥

অথ পূর্ব্ব প্রেরণ স্মৃত্যোন্মাদ দশারূঢ়ায়াঃ কথং ময়া তে মনশ্চপলং কৃতমিতি বদতস্তস্য পুরাবদ্দর্শনাদর্শনোথ বৈক্লব্যোদ্বিগ্নায়াঃ তমুপালভমানায়াঃ প্রলাপ মনুবদন্নাহ অল্পকৎং। অতস্মিংস্তদিতি ভ্রান্তিরুন্মাদ ইতি কথ্যতে ইতি নিরক্ষর সন্দেশাক্ষর সঙ্কেত কথনেনাধীরো যোবিম্বাধর স্তস্য বিভ্রমেণ মনো দ্বনোষি দুঃখয়সি হ ধূর্ত্ত ইতি শেষঃ হা খেদেহন্ত বিষাদে তয়োরতিশয়েবীপ্সা। ননু ভ্রান্তাসি তত্রাহ অনেন সা কাৎ দৃশ্যমানেন

নন্বেবং চেত্তদা হঞ্জং গচ্ছ কেনাপি প্রতীয় মানস্যাপ্য সত্যত্বাৎ নির্ব্বক্তু মশক্যেন অতো মনোহরেণ মনো মাত্রং হরতি কার্য্যং ন সিদ্ধয়তি ইন্দ্রজালবদ্যস্তেন। তথা হর্ষৈরার্দ্রয়তীতি হর্ষার্দ্রঃ তাদৃশোয়ঃ সঙ্কেত বেণুস্বর সম্পাদাচ তদৃশ্যা তথা করোমি অতঃ স্ত্রীবধঃ রঙ্গিন স্তব তত্রকাভি রিতি ভাবঃ। স্বান্তর্দ্দশায়া মনু ভংবতি মিথ্যা ত্বাম্মনোদ্বনোসি মাত্রং অন্যৎ সমং। বাহ্যে স্ফূর্ত্যা তথোক্তুরর্থঃ স্পষ্টঃ॥ ৩৬॥

অস্যার্থঃ॥ হাহাধূর্ত্ত এই তোমার কেমন চরিত। নিরক্ষর শঙ্কেতে যে, বিম্বাধর অধীর সে; তাহার বিভ্রম জানে চিত্ত॥ ধ্রু॥

খেদ সবিষাদ মেলা, উন্মাদ বাঢ়িয়া গেলা, পুনঃ পুনঃ কহে সেই বাণী। যদি বল ভ্রান্তা তুমি, মন দিয়া শুন বাণী, সাক্ষাতে দেখিবা মন মানি॥ ১॥

যদি এ লালস থাকে, তবে যাহ কুঞ্জ মাঝে, সেই খানে পাবে দরশন। কেবা তোমার এই বাণী, প্রতীত করয়ে জানি, সব তুয়া অসত্য বচন॥ ২॥

বলিবার শক্য নহে হেন তুয়া বাণী হয়ে এই লাগি মনোহর বলি। মন মাত্র হরি লও, কার্য্য সিদ্ধি না করাও, ইন্দ্র জাল প্রায় এ সকলি॥ ৩॥

শঙ্কেতে বেণুর ধ্বনি, তার যে সম্পদ গণি, হর্ষে মাত্র আর্দ্র করে চিত্ত। সকল কুহক হেন, সদা লাগে মোর মন, নারীবধ রঙ্গ লাগে ভীত॥ ৪॥

কহিতেং রাই, চিত্তের সোয়াস্থ নাই; বিচ্ছেদার্ক তাপ বাঢ়ি গেল। সে তাপে ডুবিল মন, মোহ হৈল উপসন্ন, পূর্ব্ব প্রায় প্রলাপি বলিল॥

শ্লোক ॥ যাবন্নমে নিখিল মর্ম্ম দৃঢ়াভিঘাতং নিঃসন্ধি বন্ধন মুপৈতি স কোপিতাপঃ। তাবদ্বিভো ভবতু তাবক বক্তু চন্দ্রঃ চন্দ্রাতপ দ্বিগুণিতা মমচিত্ত ধারা ॥ ৩৭ ॥

অথ তদ্বিচ্ছেদানুতাপাবলীটায়া মোহং গচ্ছন্ত্যাঃ প্রগাঢ় মোহৎপত্তেঃ পূর্ব্বমেব প্রলপন্ত্যাবচোঽনুবদন্নাহ । যাবন্নেতি। তল্লক্ষণং । মোহো বৈচিত্তত প্রোক্ত ইতি হেবিভো সর্ব্বতাপ হরণ সমর্থয়াবৎ কোপ্য নির্ব্বচনীয়স্তাপঃ আয়ঘৃত মিতিবৎ মোহ হেতু ত্বাৎ তাপএব মোহঃ:যনিখিল মর্ম্মাণাং দৃঢ়াভিঘাতং ন উপৈতি ন করোতীত্যর্থঃ তথা নিঃসন্ধি বন্ধনং চ অতিগাঢ়তা মিত্যর্থঃ ন উপৈতি তাবৎ মমচিত্ত ধারা অন্যেন ব্যাধি রপ্যুক্তঃ তাবক বক্তু চন্দ্রএব চন্দ্রাতপো বিতানং তেনদ্বিগুণিতাচ্ছাদিতা ভবতু মুখচন্দ্রং দর্শয়িত্বা তাপং কারয়েত্যর্থঃ । চিত্তস্য বৃত্তি বাহুল্যাদ্ধারাত্বং তথানেন ব্যাধিরপ্যুক্তঃ । স্বান্তর্দ্দশায়াং তৎ প্রেরণ ভাব মধুর বক্তু চন্দ্রা ইত্যর্থঃ অন্যৎ সমং । বাহ্যে পথি ভূঃমীপতিতঃ প্রাহমর্থঃ স্পষ্ট এব ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ ॥ সর্ব্বতাপ নাশিবার তুমি প্রভুরূপ । মোর বোল শুন মোর করুণার ভূপ ॥ অনির্ব্বাচ্য কোন তাপ হইয়া উদয় । যাবৎ সে চিত্ত দুঃখে ঘাত নাহি দেয় ॥ সে প্রগাঢ় অতি বাঢ় নিঃসন্ধি বন্ধন । যাবৎ না উপজয় তাবৎ এইক্ষণ ॥ মোর চিত্ত ধারা নিত্য তব মুখচন্দ্র । চন্দ্রাতপ হৈয়া তাপ বারয়ে অমন্দ ॥ আচ্ছাদন দুই গুণ করি রাখ চিত্ত । ভাব এই দেখা দেই মোর মনোবৃত্ত ॥ কহিতেই মোহ হই মনেন্দ্রিয় ঝাপ । মৃত্যু ভয়ে দৈন্য কহে অতিশয় কাঁপ ॥

শ্লোকঃ॥যাবন্নমে নবদশা দশমী কুতোপি
রন্ধ্রাদুপৈতি তিমিরী কৃত সর্ব্ব ভাবাঃ।
লাবণ্য কেলিসদনং তব তাবদেব, লক্ষ্যা
সমুৎক্বণিত বেণু মুখেন্দু বিম্বং॥ ৩৮ ॥

অথ মোহেনাবৃত চিত্তেন্দ্রিয়ায়া উপস্থিতাং মৃতি মাশঙ্ক্য স দৈন্যং তমুদ্দিশ্য প্রলপন্ত্যা বচোহনুবদন্নাহ। মৃতেরমাঙ্গল্যা জ্ঞাতপ্রায়াং তাং বর্ণয়ন্তিতজ্জ্ঞাঃ। অত্রস্বীয় তদ্বর্ণনেন সত্বরাং পূর্ব্ব দশৈব যোগ্যা। যাবন্ন মে দশমী নবদশা মৃতিঃ কুতোব রন্ধ্রাৎ চিন্তায় উপৈতি। তাবদেব তব মুখেন্দু বিম্বং লক্ষ্যা সংদৃশ্যাসং ইত্যাচাম্যান মাশাস্তে। ননু কিমুৎকণ্ঠসে স্থিত্বাত্র ক্ষ্যাসি তত্রাহ তিমিরীকৃত সর্ব্বভাবা দেহেন্দ্রিয়াদি নাশিনী। ননুমৃতি শ্চেত্তন্নদৃষ্টং তেন কিং তত্র সোৎকণ্ঠ মাহ কীদৃশং তল্লাবণ্যানাং কেলি সদনং তথা উৎকণিতো বেণু র্যস্মিন্ তন্মধুর মুখ দর্শনাভাবান্মরণ মপ্যধন্য মিতি ভাবঃ। তাদৃশ প্রেমাক্রান্ত চেতসাং স্বভাবোহয়ং যদত্যন্ত বিচ্ছেদভিয়া মরণ মপিনেচ্ছন্তি। তথাহি ন শক্নুমস্ত্বচ্চরণং সন্ত্যক্তু মঙ্গতো ভয় মিতি। স্বান্তর্দ্দশায়াং তৎপ্রেরণ ভাব মধুর মুখেন্দু বিম্বমন্যৎ সমং। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ॥ প্রাণনাথ নিবেদন এই অবগাও। যাবৎ দশমী দশা; না উঠয়ে প্রাণ নাশা; মুখেন্দু তাবৎ দরশাও॥ ধ্রু॥

তবে যদি তুমি বল, উৎকণ্ঠাতে কেনে ভুল, থাকিয়া করহ দরশন। তবে তার কথা শুন, অন্য জানি বল পুনঃ অতি তাপ বাঢ়ি যাবে মন॥ ॥

তিমির করিবে ভাব, দেহেন্দ্রিয় নাশে সব; তাতে কৈছে হবে দরশন। তবে যদি বল হেন, মৃত্যু যদি হবে জান, না দেখিলা তাতে কি দূষণ ॥ ২ ॥

মনে এই উৎকণ্ঠিতে, চিত্ত হৈল উৎকণ্ঠিতে, কহিতে লাগিলা উৎকণ্ঠায়। লাবণ্যের কেলি যে, তোমার বদন সে, মুরলী মধুর ধ্বনি তায় ॥ ৩ ॥

সে বদন সুমাধুরী; না দেখিয়া যদি মরি; মরণ অধন্য করি মানি। প্রেমাক্রান্ত চিত্ত যার, মৃত্যু ইচ্ছা নহে তার, জীবনে দর্শন হয় জানি ॥ ৪ ॥

এতেক কহিতে রাই; মূর্চ্ছা উপস্থিত তাই, ললিতা বিশাখা শীঘ্র যায়্যা। কৃষ্ণ মুখোদ্গীর্ণ পাণ তার মথে কৈল দান, কহে কৃষ্ণ আইলা দেখসিয়া ॥ ৫ ॥

শুনিয়া চেতন পাঞা, দুঃখভরে আউলাইয়া, যত্নে নেত্র মেলিবারে নারে। নয়ন মুদিয়া কহে, সত্য কহ সখী ওহে, আইলা নাকি কৃষ্ণ মোর পুরে ॥ ৬ ॥

তথাহি ॥ আলোল লোচন বিলোকিত কেলি ধারা, নীরাজিতাগ্রচরণৈঃ করুণাম্বুরাশেঃ। আর্দ্রা ণি বেণুনিনদৈঃ প্রতিনাদ পূরৈ, রাকর্ণয়ামি মণি নূপুর সিঞ্জিতানি ॥ ৩৯ ॥

ইতি বদন্ত্যেব মূর্চ্ছিতা সীৎ। ততঃ সখীভিঃ কৃষ্ণ তাম্বূলোদ্গারং তন্মুখেন্যস্য আগতোঽয়ং তে প্রিয়ঃ পশ্যেতি প্রবোধিতাগ্লা গ্লানি ভরান্নেত্রে নিমীল্যৈবসত্যং কথয়তেতি প্রলপন্ত্যা বচো হনু বদন্নাহ আলোলেতি নৃত্যান্নিরাগ তস্য তস্য মণি নূপুর সিঞ্জিতানি আকর্ণয়ামি তৎসত্য মাগতোঽয়ং আকর্ণয়া মীতি পাঠে আগতশ্চেত্তদা আকর্ণয়ানিত দৈবমে প্রতীতি স্থিত্যর্থঃ।

আগমনে হেতুমাহ করুণাম্বুরাশেঃ কীদৃশানি বেণুনাদৈ রাক্ষাণি কীদৃশৈস্তৈঃ পাদকাল বলয়া কিঙ্কিণীনাং প্রতিনাদ পূরোয়েষু তৈস্তৈর্মিশ্রিতৈ রিত্যর্থঃ। তথা আলোল লোচনয়ো বিলোকিত কেলি ধারা সহতি, নী রাজিতৌ তস্যে বাগ্রচরণোয়োঃ স বংশীবাদন নৃত্যে তালোন্নয়নায় চরণাগ্র দর্শনাৎ কিম্বা ব্রজদেবীনাং নেত্রান্তৈ জ্ঞেয়ানি স্বান্তদ্দশায়াং শৃণোমি কিমিত্যর্থঃ। বাহ্য কদাকিম্বেত্যধ্যাহার্য্যং ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ॥ সখীহে সত্য যদি আইলা নেত্রানন্দ। সে মণি নূপুর ধ্বনি নৃত্য প্রায় যদি শুনি, তবে হয় প্রতীতের বন্দ॥ ধ্রু॥

আগমন হেতু এই, করুণা সমুদ্র সেই, তাহাতেই প্রতীত জনমে। তথাপিহ কি জানিয়ে, মোর ভাগ্য কি করিয়ে, করুণা বা না হয় উদ্যমে॥ ১॥

নৃত্য গতি পদ ভান; বেণু ধ্বনি মৃদু তান, বলয় কিঙ্কিণী নাদ সঙ্গে। প্রতি নাদ পূর যবে; শ্রবণে শুনিয়ে তবে; প্রতীত জনমে তবে রঙ্গে॥ ২॥

বংশী গানামৃত তাল, রাখিবার লাগি ভাল, চরণাগ্র দর্শন হইতে। আলোল লোচন দ্বয়; কেলি ধারা বিলোকয়; চরণাগ্র নির্মঞ্ছয়ে তাতে॥ ৩॥

অন্য তাহা নাহি জানে, জানে ব্রজ নারীগণে; অদ্ভুত বিলাস মনোরম। আমি কি দেখিব তাহা, শুনিব কি কহ হাহা, বল সখী করিয়া নিয়ম॥ ৪॥

এত কহি উঠে রাই, মনের সুয়াস্থ নাই, চতুর্দ্দিগে করি নিরীক্ষণ। কাঁহা নূপুরের ধ্বনি, সবে মাত্র কানে শুনি, হেথা না আইসে কি কারণ॥ ৫॥

অতিশঠ ধূর্ত্তরাজ হেন বুঝি অঙ্গনার, কারো সঙ্গে
করয়ে রমণ।সুখে বিলাসয়ে তথা;এলাগি না আইসে
এথা মোরে কৈছে দিবে দরশন॥ ৬॥

কহিতে২ পুনঃ, উন্মাদ বাঢ়িল মন, আইলা কৃষ্ণ মনে
হেন দেখে। অন্যাঙ্গনা ভোগচিহ্ন, প্রতি অঙ্গে পর্য্য
বিনঃ আঘূর্ণ নয়ন হাস্যমুখে॥ ৭॥

দেখিতেই তার মতি, সেই কৃষ্ণচন্দ্র প্রতি, অতিশয়
ক্রোধ উপজিল। তাহা দেখি কৃষ্ণ যেন, তারে ছাড়ি
গেলা পুনঃ, পাছে তাপে ঔৎসুক্য হইল॥ ৮॥

এই দুই ভাবে মেলি, ভাব সন্ধিকরি বলি, অমর্ষা
বিক্ষেপ অপমান। ঔৎসুক্য দর্শন ইচ্ছা, অন্যোন্যে
না করে উছা, সাবল্যের এইত লক্ষণ॥ ৯॥

অমর্ষা অনুগা ত্রয়া, অসূয়াগ্রাবহি ভয়া; ঔৎসুক্যে
অনুগা আর তিন।অতি দৈন্য সচাপল,.মোহোন্মাদ
মহাবল, সন্ধি সাবল্যের এই চিহ্ন॥ ১০॥

শ্লোকঃ॥ হেদেব হেদয়িত হে ভুবনৈক বন্ধো;
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈক সিন্ধো। হে নাথ
হেরমণ হে নয়নাভিরাম, হাহা কদানুভবি
তাসি পদং দৃশোর্মে॥ ৪০॥

অথোথায় দিশোহবলোক্য অয়িসখ্যঃ নূপুর শব্দঃ শ্রূয়তে।
তদত্র সঙ্কেতকরাপি রমমাণঃ। সর্ব্বোহয়ংতিষ্ঠতীতি বদন্ত্যাঃ
পুনঃ কৃষ্ণাদাবেশাদন্য সম্ভোগ চিহ্নাঙ্গং তমাগতং পুরঃ
পশ্যন্ত্যা স্তং প্রত্যমর্ষোদয়ঃ পুনর্গতমিব মত্বা জাতপশ্চাত্তা

পাদৌৎসুক্যোদয়ঃ। অতস্তয়োঃ সন্ধি তল্লক্ষণানি। স্বরূপ
য়োর্ভিন্নয়োর্ব্বাসন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্যুতি রিতি। অধোক্ষ
পাপমানাদেঃ স্যাদমর্ষোঽসহিষ্ণুতা। ইতি। কালাক্ষমত্ব
মৌৎসুক্য মিষ্টেক্ষাপ্তি স্পৃহাদিভি রিতি। তথা তাবেবভাবা
বাশ্রিত্যভাব শাবল্যঞ্চ। তল্লক্ষণং। শবলত্বন্তু ভাবানাং
সংমর্দ্দস্যাৎ পরস্পর মিতি। তত্রামর্ষানুগন্ অসূয়ৌ গ্রাবা
হিত্থাঃ। ঔৎসুক্যানসানি মিতি দৈন্য চাপল্যানি। উন্মাদানু
গতাভ্যাং ভাবসন্ধিঃ। ভাবশাবল্যাভ্যাং প্রলপন্ত্যা বচোঽনু
বদন্নাহ হেদেবেতি। অন্যাঙ্গনা সদ্বক্তং তংমত্বা মর্ষোদয়াৎ
সহ নিজ ধীরাধীর মধ্যাগুণমাশ্রিত্য স বাস্পং বক্রোক্ত্যা
সম্বোধয়তি হেদেব অন্যাভিঃ সহ দীব্যসীতি হেদেব ত্বমত
স্তত্রৈব গচ্ছেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণং ধীরাধীরাস্তু বক্রোক্ত্যা স
বাস্পং বদতি প্রিয় মিতি। তদৈবাবধারণাৎ গতমিব তং মত্বা
জাত পশ্চাত্তাপাত্তদ্দর্শনোৎসুক্যে নাহ হেদয়িতত্বন্তুমে
প্রাণদয়িতাসি কথং ন প্রত্যক্ষমে উৎপুনর্দ্দর্শনং দেহীতি
হর্থঃ। পুন রাগত্যানমুনয়ন্তমিব তং মত্বা মর্ষানুগা সূয়ো
দয়াৎ ধীরমধ্যা ত্বমাশ্রিত্য বক্রোক্ত্যা সোল্লুণ্ঠমাহ হে ভবনৈ
কবন্ধো ভবাদৃক্কো দোষঃ ত্বং ন কেবলং মমৈব সর্ব্ব গোপিকা
নামপি কিমত তাসামেব বেণুনাদা কৃষ্টানাৎ ভুবনানাং
তদন্তর্গত স্ত্রীণামপি বন্ধুরসি তৎ সর্ব্ব সমাধানার্থং গচ্ছে
ত্যর্থঃ। তল্লক্ষণং। ধীরাত্ত্বক্তি বক্রোক্ত্যা সোল্লুণ্ঠং সাগসং
প্রিয় মিতি। পুনর্গত মিবমত্বা ঔৎসুক্যানুগমত্যাখ্য ভাবো
দয়াদাহ হেকৃষ্ণ শ্যাম সুন্দর চিত্তাকর্ষক চিত্তং ত্বয়া হৃতং
কিমেমামেন তৎসর্ব্বমপি দর্শনং দেহেতিভাবঃ। পুন রাগ

ত্য প্রিয়ে ময়াবহিরেবাবস্থিতং ন ত্বত্রাপি গন্তং প্রসীদেত্য
নুনয়ন্তমিব মত্বোগ্রো দয়াৎ অধীর মধ্যা গুণমাশ্রিত্য
স রোষমাহ হে চপল বল্লবী বৃন্দ ভুজঙ্গ পরস্ত্রীচৌর গচ্ছ
গচ্ছেত্যর্থঃ । তল্লক্ষণং । অধীরা পুরুষৈর্বাক্যৈ নিরস্যে
দুল্লভং রুষেতি । পুনর্গতমিব মত্বা হস্তাবধীর গণ্ডাত্তো
হয়ং পুনর্নৈষ্যতীতি দৈন্যোদয়াৎ স কাক্বাহ হে করুণৈক
সিন্ধো যদ্যপ্যহমপরাধিনি তথাপি ত্বং স্বস্য করুণা কোমল
ত্বাদ্দর্শনং দেহীত্যর্থঃ । পুনরাগত্য হ্রিয়ে কিমিতি মুধা
মানেন মাং কদর্থয়সি প্রসীদেতি অনুনয়ন্তমিব মত্বামর্ষানু
গা বহিত্থোদয়াৎ ধীর প্রগল্ভা গুণমাশ্রিত্য সৌদাসীন্য মাহ
হে নাথ ত্বং ব্রজবাসিনীনাং মোরক্ষিতাসি কাত্রামম হতধী
য়াং ন সম্ভাষতে কিন্তু ব্রাহ্মণীতি ব্রতার্থং মৌনং গ্রাহিতাস্মি
তৎক্ষন্তব্যোহয়ং মমাপরাধঃ । তল্লক্ষণং । উদাস্তে সুরতে
ধীরা সাবহিত্থাচসা দরেতি । পুনর্গত মিবমত্বা মুহূর্নিরস্তো
সৌলায় সোত্যবেতি চাপল্যোদয়াৎ যদি কৃপয়া পুনঃ
দর্শনং দদাতি তদা স্বয়মেব তং কণ্ঠং গ্রহিষ্যামীতি সদৈন্য
মাহ হে রমণ সদা মাং রময়সীতি রমণস্ত্বং ইদানী মপ্যাগত্য
তথা ঙ্গব্বীত্যর্থঃ । পুন রাগতং মত্বা তিরস্কৃতা গন্তকামর্ষ
ভাবেন প্রবল সহজোৎসুক্য ন আক্রান্ত মনস্তয়া তদাশ্লেষায়
প্রসারিত বাহু যুগল তেন লব্ধো জাতবাহ্য স্ফূর্ত্তিঃ স বিক্লব
মাহ হে নয়নাভি রাম নয়নানন্দন কদানুমে দৃশোঃ পদং
গোচরো ভবিতাসি হাহা ইত্যতি খেদে । স্বান্তর্দশায়াং তু
শ্রীরাধা সঙ্গমার্থ মাত্মানং ত্বনুনয়ন্তমিব তং মত্বা তং প্রত্য
মর্ষোদয়ঃ গতামিব তং মত্বা তয়া সহ সঙ্গমনায়োৎসুকা মনু

যথা যোগ্যং জ্ঞেয়ং । আরূঢ়ানুরাগ দশায়াং তত্তস্য সাধক শরীরৈরপি তত্তদ্ভাবোদয়াৎ । বাহ্যে যথাযথং সম্বোধনে দৈন্যৌৎসুক্যাদিভাবোজ্ঞেয়াঃ ॥ ৪০ ॥

অস্যার্থঃ ॥ শুন দেব এথা কেনে তুমি । গোপাঙ্গনা ক্রীড়া বৎ, সেই তোমার অভিমত; তথা যাঞা বিলাস আপনি ॥ ধ্রু ॥

এই মত বক্র কথা, বাষ্প নেত্রে বক্রমতা, শুনি যেন অবজ্ঞা বচন । পুনঃ যেন কৃষ্ণ গেলা, তাতে তাপ উপজিলা, দরশনে ঔৎসুক্য গমন ॥ ১ ॥

প্রাণের দয়িত তুমি, অদর্শনে মরি আমি, পুনর্ব্বার দেহ দরশন । ইহা শুনি কৃষ্ণ যেন, পুনঃ দিলা দরশন, অনুনয় করে অনুমান ॥ ২ ॥

দেখিয়া অমর্ষানুগা, অসূয়া নাদর রাগা, সৌল্লুণ্ঠ কহয়ে বক্রবাণী । ধীর মধ্যা সমাশ্রয়, তার মতে কথা কয়, ওহে ভুবনের বন্ধু তুমি ॥ ৩ ॥

কেবল আমার নও, সর্ব্ব সমাধান চাও, যাঞা কর সর্ব্ব সমাধান । ভুবনের নারী গণ, আর যত গোপী জন বেণুগানে কর আকর্ষণ ॥ ৪ ॥

পুনঃ যেন গেল কৃষ্ণ, মন হৈল সতৃষ্ণ, ঔৎসুক্য অনুগা মৃত্যুদয় । সেই মতি ভাব বশে; কহে ধনী সবিশেষে, তাতে এই সম্বোধন ত্রয় ॥ ৫ ॥

হে কৃষ্ণ শ্যাম রায়, চিত্ত আকর্ষহ যায়, তাতে মোর মান কিবা কায । তৎকাল আসিয়া যবে, অল্প দেখা দেহ তবে, তাপ নষ্ট হয়ত অব্যাজ ॥ ৬ ॥

পুনঃ যেন কৃষ্ণচন্দ্র, হাসি কহে মৃদুমন্দ, প্রিয়ে আমি ছিলাম এথাই। আমারে প্রসন্ন হও, হাসি এক বাণী কও, তবে আমি মনে সুখ পাই॥ ৭॥

মনে ইহা বিচারিতে, তারে করি আচ্ছাদিতে, উগ্র ভাব হইল উদয়। অধীর মধ্যা গুণ লৈয়া, কহে অতি ক্রোধী হৈয়া, তার বশে এই সম্বোধয়॥ ৮॥

শুনহ চপল রাজ, বল্লভী ভুজঙ্গ সাজ, পরনারী চৌর ধূর্ত্ত রাজ। যাও২ এথা হৈতে, চিনিলাম সংরিতে, বুঝিলাম যত তুচ্ছ কাজ॥ ৯॥

অবজ্ঞা জানিয়া যেন, কৃষ্ণ পুনঃ গেলা হেন, মনে২ করেন বিচার। কহিতেই সেই কাল, উপজিল দৈন্য জাল, তাতে কহে সম্বোধন সার॥ ১০॥

ওহে করুণার সিন্ধু, দুঃখিত জনার বন্ধু, যদ্যপিহ অপরাধী আমি। নিজ করুণার বল, সদা তুমি সুকোমল, কৃপাকরি দেখা দেহ তুমি॥ ১১॥

পুনঃ যেন কৃষ্ণ আসি, দেখা দিয়া কহে হাসি, প্রিয়ে কেনে মিছা মান করি। কদর্থ আমারে অতি, কঠিন তোমার মতি, সুপ্রসন্ন হও মান ছাড়ি॥ ১২॥

এই অনুনয় শুনি, অমর্ষা অনুগ ভণি, অবহিত্থা উপজিল আসি। ধীর প্রগল্ভা গুণাশ্রয়ী, তাতে উদাসিনীময়ী; মৌন করি ঠারে কহে হাসি॥ ১৩॥

ওহে নাথ ব্রজবাসী, আমরা তোমার দাসী, কতবা বিপদে না রাখিলা। কেবা হত বাক্য হেন, না সম্ভাষিত্তয়া মৌন, কিন্তু আজি ব্রাহ্মণী কহিলা॥ ১৪॥

তাসবার বাণী মানি, মৌন ব্রতে আছি আমি, এই লাগি কথা না হইল। এই অপরাধ তুমি, নালবে কহিল আমি, ঠারে ঠোরে ইহা জানাইল॥ ১৫॥

পুনর্ব্বার ব্রজমণি, গেলা হেন মানি ধনী, মনে করয়ে বিচার। বারেং আইলা হরি, এবে গেলা ক্রোধকরি, বুঝি এথা না আসিবা আর॥ ১৬॥

এতেক চিন্তিতে মনে, চাপল্য উদয় ক্ষণে, তাতে কহে যদি পুনর্ব্বার। কৃপাকরি আইসে হরি, তবে সব মান ছাড়ি, যাঞা কণ্ঠ ধরিব তাহার॥ ১৭॥

এত কহি দৈন্য সঙ্গে, কহে চাপল্যের রঙ্গে, হে রমণ এই অঙ্গে আসি। রমহ আমার সঙ্গে, তুমি কৃপানিধি রঙ্গে, পূর্ব্বে যৈছে বিহরিলা হাসি॥ ১৮॥

পুনর্ব্বার আইলা হরি; মনে মানে সুনাগরী, আগন্তু কামর্ষেতি রস্করি। সহজ ঔৎসুক্য ভাব; মহাবলী পর তাপ; তাতে চিত্ত আকর্ষয়ে ধরি॥ ১৯॥

দুই বাহু পসারিয়া, আলিঙ্গনে যায় ধাঞা, যবে কৃষ্ণ লাগ না পাইলা। বাহ্য স্ফূর্ত্তি পাঞা রাই, কহেন বিক্লব পাই, এইক্ষণে তুমি কোথা গেলা॥ ২০॥

ওহে নয়নাভিরাম; নয়ন আনন্দ ধাম, কবে হবে নয়ন গোচরে। হাহা কৃষ্ণ দীনবন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু দরশন দেহ কৃপাভরে॥ ২১॥

কহিতেং পুনঃ; বিচ্ছেদাগ্নি জ্বলা হেন, হইতে উদ্বেগ উছলিলা। যাতে সব ক্ষণগণ, মানে যুগশত সম, বৈক্লব্য প্রলাপ উপজিলা॥ ২২॥

তাহাতে যে কহে রাই, চিত্তে আমোয়াহ নাই
সেই ভাব লীলা শুক কহে। কৃষ্ণ কর্ণামৃত কথা, অমৃত
হৈতে পরামৃতা, এ যদু নন্দন দাস কহে ॥ ২৩ ॥

তথাহি ॥ অমূন্য ধন্যানি দিনান্তরাণি, হরে
ত্বদালোকন মন্তরেণ। অনাথ বন্ধো করুণৈক
সিন্ধো, হাহন্ত হাহন্ত কথং নয়ামি ॥ ৪১ ॥

অথ পুনর্বিরহ বহ্নিজ্বালোচ্ছলিত উদ্বেগায়াঃ ক্ষণমপ্যহর্গণান্ মত্বা স বৈক্লব্যং প্রলপন্ত্যা বচোহনুবদন্নাহ। হে হরে অমূনি দিনস্যাহো রাত্রস্যান্তরাণি মধ্যগতানি ক্ষণবৃন্দানীতি শেষঃ ॥ অমূনি কোটি কল্পতুল্যত্বেনাতি বাহিতু মশক্যানীতিবা। হা খেদে হন্ত বিষাদে তয়োরতিশয়েবীপ্সা। ত্বদালোকনং বিনা কথং নয়ামি অতি বাহয়ামি ত্বং ত্বমেবোদিশেত্যর্থঃ। তদ্ধেতোরেবাধন্যানি ননু যদ্যপ্যনঙ্গতপ্তাসি তদা পতয়শ্চবো বিচিন্বন্তীতি দিশন্তেমেব গচ্ছেত্যাউক্তা পতিসুতাদিভিরার্তিদৈঃ কিমিতি বদন্নাহ। হে অনাথ বন্ধো অনাথানাং ত্যক্ত পতীনাং বল্লবীনাং ন ত্বমেব বন্ধুরসিতেন ত্বং খদাস্যক্তা এবেত্যর্থঃ। ননু ভর্তুঃ শুশ্রূষণং বোধর্মঃ ইদমযোগ্যমিত্যত্র চিন্তং সুখেন ভবতাপ হৃতমিতি বদাহ চিত্ত ইন্দ্রিয়াদি হারিণ সোহয়ং তবৈব দোষ ইত্যর্থঃ। ননু কামিন্যোযূয়ং চপলাএব ময়া কথং ধর্ম্মত্যাজ্য স্তত্র ভয়ঃ সীদেতিবৎ সদৈন্য মাহ হে করুণৈক সিন্ধো কৃপাসিন্ধু ত্বাং ধর্ম্মমপ্যুল্লঙ্ঘ্যদীনান্নোহনুগৃহাণ ইত্যর্থঃ। স্বান্তর্দশায়াং অনয়া তথাঙ্গীকৃত স্তব দর্শনং বিনা নত্বং সাম্যং। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪১ ॥